তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ২৪১৯

**‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২১ আষাঢ় (৫ জুলাই) :

জাতীয় শোক দিবস ২০২০ ও জাতির পিতার শাহাদাত বার্ষিকী পালনে গৃহীতব্য কর্মসূচী বিষয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে গতকাল জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির অধীনে গঠিত বিভিন্ন উপ-কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবদের এক বিশেষ অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৭ জুন ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ও অনলাইন মিডিয়ায় বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় পাশাপাশি অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতায় বিপুল অংশগ্রহণের তথ্য জানিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার ফলাফল খুব শিঘ্রই ঘোষণা করা হবে বলে জানান জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

আলোচকগণ মুজিববর্ষে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ ও জাতির পিতার শাহাদাত বার্ষিকী পালনে গৃহীতব্য কর্মসূচী বিষয়ে আলোচনায় বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের ভূমিকা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে আনার ওপর জোর দেন।

জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র আমন্ত্রিত সদস্যরা অনলাইন অ্যাপ্স ‘জুম’ এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

নাসরীন/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১০১৫

**বঙ্গবন্ধু  ছিলেন আধুনিক  ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের পথপ্রদর্শক**

**-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় মোবাইল অপারেটর টেলিটক মুজিব কর্নার স্থাপন করেছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার আজ ঢাকায় গুলশানে টেলিটক প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত মুজিব কর্নার উদ্বোধন করেন। টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন-সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এ উপলক্ষে টেলিটক আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের পথপ্রদর্শক। ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন এবং ইউনিভার্সেল পোস্টাল ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণ এবং ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগের মহাসড়কে সংযুক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর অবদান নিয়ে মুজিববর্ষে শত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার আছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রতিটি সংস্থায় মুজিব কর্নার করা হবে বলে মন্ত্রী ঘোষণা দেন।

মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে মুজিব জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানমালা দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবাদে আমরা মাঠের অনুষ্ঠানের ঘাটতি অনেকটাই অতিক্রম করতে পেরেছি। ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে পারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান রাজনীতিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠারই সফলতা। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ৭ মার্চের ভাষণের অংশবিশেষ দশ কোটিরও বেশি মোবাইল গ্রাহক, করোনা সংক্রান্ত সতর্কতা এবং বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিনের শুভেচ্ছা আমরা ডিজিটাল মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। ডাক বিভাগের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণী দেশের চার কোটি পরিবারের হাতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে টেলিটক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

টেলিটকে মুজিব কর্নার উদ্বোধনের আগে মন্ত্রী টেলিটকে সদ্য যোগদানকৃত ৬০ জন কর্মকর্তার দেড় মাসব্যাপী ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। তিনি আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০১৪

**বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকারকারীদের স্থান হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

‘বঙ্গবন্ধুকে স্বীকার করতে যারা ব্যর্থ হয়েছে, তারা ধীরে ধীরে নিজেরাই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘গতকাল মুজিববর্ষ শুরু হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, জাতিসংঘের মহাসচিব থেকে শুরু করে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানগণ বঙ্গবন্ধুর ওপর বক্তব্য রেখেছেন। বিশেষতঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে একটি প্রেরণার উৎস, বঙ্গবন্ধু এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী একথা বলেছেন। অথচ আমাদের দেশে বিএনপি-জামাত এই কথাটি স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছে।’

‘করোনা ভাইরাসের যে আতঙ্ক বিশ্বব্যাপী সেটির মধ্যেও মুজিববর্ষ নিয়ে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনার কোনো কমতি ছিল না’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘জাতি বিনম্র চিত্তে, শ্রদ্ধাভরে জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করছে এবং পুরো বছরব্যাপী নানা অনুষ্ঠানামালা পালন করবে। কিন্তু একটি পক্ষ যারা বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল, তারা সেটি করতে ব্যর্থ হয়েছে। যারা বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল, যারা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল এই বিএনপি-জামাতসহ স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি তারাই কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।’

‘বিএনপি নেতাদের মুখে মুজিববর্ষ নিয়ে কোনো কথা নেই, উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘তিনি (রিজভী) কালকে বলেছেন, আজকে সকালেও বলেছেন যে, করোনা ভাইরাস নিয়ে নাকি সরকার লোকোচুরি করছে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিদিন প্রেস ব্রিফিং করে কি করা হচ্ছে এবং কতজন সংক্রমিত হয়েছে সেটি বলা হচ্ছে এবং কী করণীয় সেটিও বলা হচ্ছে। এটির প্রশংসা না করে এবং জনগণের পাশে না দাঁড়িয়ে, লোক দেখানো কয়েকটা লিফলেট বিলি করে তারা শুধু বিষোদগার করছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘তারা (বিএনপি) তাদের এই বিষোদগারের রাজনীতি, নেতিবাচক রাজনীতি, সবকিছুতে না বলার রাজনীতি, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এবং হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের যে রাজনীতির উন্মেষ, সেটি থেকে তারা বেরিয়ে আসবে। মুজিববর্ষে সেটিই প্রত্যাশা করবো।’

এ সময় নারীর বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা স্মরণ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর পার্লামেন্টে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই করেছেন। সমাজে ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন স্তরে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য তিনি অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। নারীর যে অগ্রগতি জাতির পিতার হাত ধরে শুরু হয়েছিল, সেটি ষোল কলায় পূর্ণ করেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ আগে কখনো ভাবেনি যে নারী ডিসি হবে, নারী এসপি হবে, নারী পুলিশের এডিশনাল আইজিপি হবে, নারী মেজর জেনারেল হবে, নারী হাইকোর্টের বিচারপতি হবে, সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে বিচারপতি হবে, এটি বাংলাদেশে হয়েছে।’

ড. হাছান আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানভিত্তিক তথ্য দিয়ে জানান, সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নারীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে দ্বিতীয়। তুরস্কের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। আর সমস্ত উন্নয়নশীল বিশ্বে নারীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে শীর্ষে।

নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু’র সভাপতিত্বে সাংবাদিক মিজানুর রহমান মজুমদার, মনিমা সুলতানা, আখতার জাহান মালিক, শাহনাজ সিদ্দীকী সোমা প্রমুখ আলাচনায় অংশ নেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১০১০

**বঙ্গবন্ধু পার্বত্য চট্টগ্রামকে মূল ধারায় সম্পৃক্তের উদ্যোগ নিয়েছিলেন**

- পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রী

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামকে মূল ধারায় সম্পৃক্তের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছিলেন। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে কোটা প্রবর্তন করেছিলেন যাতে তারা মূল ধারায় সম্পৃক্ত হতে পারে।

আজ জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সভাকক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অবিচ্ছিন্ন। বঙ্গবন্ধু ছাড়া বাংলাদেশের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ত্যাগ ও অবদানের প্রতি জাতি চিরকাল কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু হলেন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, যিনি সারা জীবন বাঙালি জাতির জন্য কাজ করে গেছেন, কারাবরণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি নয়, সারা বিশ্বের নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের কন্ঠস্বর।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু যে পথ দেখিয়েছিলেন, তাঁর দেখানো পথেই হাঁটছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর নেতৃত্বে আজ আমরা বাংলাদেশের সত্যিকারের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়তে দৃঢ়প্রত্যয়ী। আমরা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও কাজ করে যাচ্ছি।

সভায় জানানো হয়, মুজিববর্ষ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে: তিন পার্বত্য জেলায় ৫ লক্ষ গাছের চারা রোপন, বঙ্গবন্ধু পার্বত্য মেলা আয়োজন , রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রে ৭১ ফুট উচ্চ বঙ্গবন্ধু ম্যূরাল উদ্বোধন, বঙ্গবন্ধুর পার্বত্য চট্টগ্রামে গমনকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষে বঙ্গবন্ধুর ছবি ও উপস্থিত ব্যক্তিদের বক্তব্য সম্বলিত স্মরণিকা প্রকাশ, ‘Tour-De CHT Mountain Biking’ এবং স্মার্ট ভিলেজ তৈরি করা ইত্যাদি। এছাড়াও আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহ বিস্তারিত কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম। অতিরিক্ত সচিব তন্দ্রা সিকদার, সালমা জহান, আবদুস সাত্তারসহ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্ত-কর্মচারী, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন এনজিও’র প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

নাছির/অনসূয়া/গিয়াস/কুতুব/২০২০/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১০০৭

**সবাইকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার শপথ নিতে হবে**

- শ্রম প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ):

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, সবাইকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় শপথ নিতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে।

মঙ্গলবার রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন শেষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু দেশের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার আগামী প্রজন্মের জন্য উন্নত সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবে।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এর আগে প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে মনোমুগ্ধকর বর্ণিল আতশবাজি প্রত্যক্ষ করেন এবং জাতির পিতার জন্মদিনের কেক কেটে বছরব্যাপী অনুষ্ঠান এবং শ্রম অধিদপ্তরের বঙ্গবন্ধু কর্ণার এর উদ্বোধন করেন।

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, ড.রেজাউল হক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কে এম মিজানুর রহমান এবং কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক ড. আনিসুল আওয়ালসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/অনসূয়া/গিয়াস/কুতুব/২০২০/১৫১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০০৬

**ড্রেনেজের পানি পরিশোধনের লক্ষ্যে ‘ট্রিটমেন্ট প্লান্ট’ বসানো হচ্ছে**

**- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ চৈত্র (১৮ মার্চ) :

মুজিব শতবর্ষের সূচনালগ্নে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ড্রেনেজের মুখে দূষিত পানি পরিশোধনের লক্ষ্যে ‘ট্রিটমেন্ট প্লান্ট’ বসানো হচ্ছে। এটি একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ছয় মাসের মধ্যে টিট্রমেন্ট প্লান্টের ফলাফল আশাব্যাঞ্জক হলে সেটি স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা হবে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধিন বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা ওয়াসা এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এক ছাতার নিচে মিলিত হয়ে দূষিত পানি পরিশোধনের কাজ করবে।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আজ ঢাকার সদরঘাটে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ড্রেনেজের মুখে দূষিত পানি পরিশোধনের লক্ষ্যে ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অনল চন্দ্র দাস এবং বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমোডোর গোলাম সাদেক এসময় উপস্থিত ছিলেন।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, নদী তীর রক্ষা, দখল ও দূষণরোধকল্পে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালে সার্বিক দিক নির্দেশনা দেন। পরবর্তিতে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে সে নির্দেশনা বাস্তবায়ন না করায় নদীর পানি আরো দূষিত হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নদী রক্ষায় ‘টাস্কফোর্স’ গঠন করেছেন। সে অনুযায়ী দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদী রক্ষায় কাজ করা হচ্ছে। পাশাপাশি বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর দখল ও দূষণরোধে বিআইডব্লিউটিএ কাজ করছে। তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে (পায়ে চলার পথ), ইকো-পার্ক এবং জেটি নির্মাণ করা হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিআইডব্লিউটিএ জনসচেতনতা সৃষ্টিতে লিফলেট বিতরণসহ সতর্কতামূলক কাজ করছে। মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণ সচেতন হচ্ছে। তিনি প্রয়োজন ছাড়া নৌপথে মানুষের যাতায়াত সীমিত করার অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান দূষিত   
পানি বিশুদ্ধকরণে যন্ত্রপাতি (অ্যাফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট-ইটিপি) ব্যবহার করছেনা তাদেরকে পরিবেশ অধিদপ্তর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

উল্লেখ্য, বিআইডব্লিউটিএ’র তত্বাবধানে একটি বেসরকারি সংস্থা টিট্রমেন্ট প্লান্ট নির্মাণের পাইলট প্রকল্পের কাজ করছে। এখন পর্যন্ত তারা দু’টি টিট্রমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ করেছে। প্রতিটির নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩ লাখ টাকা।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/গিয়াস/আসমা/২০২০/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০০৫

**বাংলাদেশ দূতাবাস ওয়াশিংটন ডিসি’তে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপিত**

ওয়াশিংটন ডিসি, ১৮ মার্চ :

ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ যথাযোগ্য মর্যাদায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়।

রাষ্ট্রদূত সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন বলেন, নির্যাতিত বাঙালির স্বতন্ত্র আবাসভূমির জন্য বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ আজো সারা বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, তাঁর বজ্রকণ্ঠই বাঙালিদের সংঘবদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেরণা যোগায় এবং চূড়ান্তভাবে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন।

জিয়াউদ্দিন আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার অসমাপ্ত কাজ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন।

পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। পরে বঙ্গবন্ধু এবং ১৫ই আগস্টে নিহত তাঁর পরিবারের সদস্যদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

এছাড়া কানাডাতেও মুজিববর্ষ উপলক্ষে অনুরূপ কর্মসূচি পালন করা হয়।

#

শামিম/অনসূয়া/মামুন/গিয়াস/জসীম/আসমা/২০২০/১১৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০০৩

**জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উদ্‌যাপন**

নিউইয়র্ক, ১৮ মার্চ :

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ উদযাপন করা হয়। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা জন্মশতবার্ষিকীর আনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

সকাল দশটায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর জাতির পিতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত শেষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

উদ্বোধনী বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা’। এসময় তিনি জাতির পিতার জীবন ও কর্মের নানা দিক তুলে ধরেন।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বছরব্যাপী জাতিসংঘে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এবছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতিসংঘ সদরদপ্তরসহ স্থায়ী মিশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে আমরা ১৯৩টি দেশের বৈশ্বিক এই প্লাটফর্মে জাতির পিতাকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়েছি’।

ইউনিসেফের নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি উল্লেখ করে স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, ‘এমনই একটি সময়ে আমরা এই মহান দায়িত্ব পেয়েছি যখন বিশ্বব্যাপী উদযাপন করা হচ্ছে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী। জাতির পিতা শিশুদের অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসতেন এবং তাঁর সাড়ে তিন বছরের সরকারে তিনি শিশুদের কল্যাণে অসংখ্য কাজ করে গেছেন। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা সারাবিশ্বের শিশুদের কল্যাণে কাজ করে যেতে চাই; আর এটাই হবে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে শিশুদের জন্য আমাদের অঙ্গীকার’।

অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে আরো ছিল দিবসটি উপলক্ষে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ; স্থায়ী প্রতিনিধির উদ্বোধনী বক্তব্য, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে বিশেষ আলোচনা ও সবশেষে কেক কাটার মাধ্যমে আনন্দমূখর এই বিশেষ দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানটিতে মুজিববর্ষ উপলক্ষে শিশুদের উদ্দেশ্যে লেখা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিঠি পাঠ করে শোনান স্থায়ী প্রতিনিধি।

এছাড়া যথাযোগ্য মর্যাদায় নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস সীমিত পরিসরে উদ্‌যাপন করা হয়। ‘মুজিববর্ষে’র তাৎপর্য অনুধাবন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোস্টাল বিভাগ (ইউএসপিএস) এদিন বঙ্গবন্ধুর ছবি সম্বলিত সীল মোহর প্রকাশ করে। কনসাল জেনারেল ভিডিও কলের মাধ্যমে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি-আমেরিকান অধ্যুষিত এলাকা জ্যাকসন হাইটসের আঞ্চলিক পোস্ট অফিসে বঙ্গবন্ধুর ছবি সম্বলিত সীল মোহর প্রকাশ এর উদ্বোধন করেন। এসময় তিনি যুক্তরাষ্ট্র পোস্টাল বিভাগ কর্তৃপক্ষকে এ উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানান।

#

অনসূয়া/মামুন/জসীম/আসমা/২০২০/১০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০০২

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন করেছে বিজিবি**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে উদযাপন উপলক্ষে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করেছে। মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখ রাত ১২টা থেকে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ রাত ১২টা পর্যন্ত পিলখানায় কেন্দ্রীয় কোয়ার্টার গার্ড, প্রশাসনিক ভবন, বীর উত্তম সালাহ উদ্দিন আহমেদ গেইট, বীর উত্তম হাবিবুর রহমান গেইট এবং যাদুঘর এলাকা এবং বিজিবি’র সকল রিজিয়ন, প্রতিষ্ঠান, সেক্টর ও ইউনিটসমূহের কোয়ার্টার গার্ড, অফিস বিল্ডিং ও গুরুত্বপূর্ণ গেইটসমূহে বর্ণিল আলোকসজ্জা করা হয়।

সকালে পিলখানাস্থ বিজিবি সদর দপ্তর-সহ অন্যান্য সকল ইউনিটের স্ব স্ব মিলনায়তনে ১৯৭৪ সালের ৫ ডিসেম্বর তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর)এর তৃতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত ভাষণ ও ‘সতীর্থ এসো সত্যাশ্রয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এছাড়া বাদ যোহর পিলখানাস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদে মিলাদ ও বিশেষ দোয়া করা হয়। সেখানে বিজিবি মহাপরিচালকসহ পিলখানায় কর্মরত বিজিবি’র সকল কর্মকর্তা, অন্যান্য পদবীর সৈনিক ও বেসামরিক কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, মুজিব জম্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পিলখানাস্থ বর্ডার গার্ড যাদুঘর সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

জন্মশতবার্ষিকীর শুভক্ষণ আজ রাত ৮টায় বিজিবি সদর দপ্তর-সহ টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত বিজিবি’র সকল স্থাপনায় (৬১টি) মনোমুগ্ধকর আতশবাজী প্রদর্শন করা হয়। পিলখানার অনুষ্ঠানে বিজিবি মহাপরিচালকসহ পিলখানায় কর্মরত বিজিবির সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, সৈনিক ও অসামরিক কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিজিবি’র অন্যান্য সকল স্থাপনার অনুষ্ঠানসমূহে সংশ্লিষ্ট রিজিয়ন কমান্ডার/ইউনিট অধিনায়কবৃন্দ-সহ সকল কর্মকর্তা এবং বেসামরিক কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শরিফুল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২২১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০০১

**বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াঙ্গনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন**

**- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে এগিয়ে নিতে সময়োপযোগী নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে ক্রীড়াঙ্গনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন। তিনি আজকের বিসিবি, বাফুফে ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ গঠন করেছিলেন। তার গৃহীত এ সকল যুগান্তকারী পদক্ষেপের কারণেই বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আজকের দিনটি ক্রীড়াঙ্গনের জন্য একটি বিশেষ দিন উল্লেখ করে বলেন, আমরা ভাগ্যবান যে আমরা জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন করতে পারছি। বঙ্গবন্ধু শুধু একজন সফল রাষ্ট্রনায়কই ছিলেন না, তিনি একজন সফল ক্রীড়াবিদ, সফল ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন। তাই এ মাহেন্দ্রক্ষণ ঘিরে আমরা নানা বর্ণিল কর্মসূচির আয়োজন করেছি। যদিও করোনা ভাইরাসের কারণে কিছু প্রোগ্রাম স্থগিত করা হয়েছে। তবে সমস্যা কেটে গেলে আমরা গৃহীত সকল কার্যক্রম শেষ করবো। সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমরা ক্রীড়াঙ্গনকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবো।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, এ বছরে আমরা বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামকে নতুন রূপে সাজাবো। এ জন্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। শুধু ক্রীড়াক্ষেত্রে নয়, বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মুজিববর্ষে প্রায় দুই লাখ যুবদের সহজ শর্তে জামানতবিহীন ঋণ দেয়া হবে। এ ঋণের সীমা ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত যা দিয়ে যুবদের বেকারত্ব দূর হবে।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী ১০০ পাউন্ড ওজনের একটি কেক কাটেন এবং বর্ণিল আতশবাজি উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আকতার হোসেন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মাসুদ করিম, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯৮

**মুজিববর্ষে টাইপ-১ ডায়াবেটিক সেবা কর্নার উদ্বোধন করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

আজ মুজিববর্ষের প্রথম দিনে রাজধানীর শিশু হাসপাতালে বছরব্যাপী মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষে শিশুদের জন্য টাইপ-১ ডায়াবেটিক সেবা কর্নার উদ্বোধন করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আসাদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান, শিশু হাসপাতালের পরিচালক-সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এ সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন।

ডায়াবেটিক সেবা কর্নার উদ্বোধন উপলক্ষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘জাতীর পিতা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের জন্য যে কাজগুলো শুরুতেই করেছিলেন সরকারি শিশু হাসপাতাল তার মধ্যে অন্যতম। আজ জাতির পিতার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে তাঁরই জন্মশতবার্ষিকী পালনকালে আমরা শিশুদের জন্য একটি ডায়াবেটিক সেবা কর্নার উদ্বোধন করতে পারলাম। এর থেকে আনন্দের কিছু হয় না।’

দেশের বিভিন্ন জায়গায় অন্যান্য ডায়াবেটিক সেবা কর্নার স্থাপন প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ‘শিশুদের ডায়াবেটিক সেবা কার্যক্রমের আওতায় দেশের ৮ বিভাগে ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শহীদ তাজউদ্দীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুর ও ঝিনাইদহ ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ও মানিকগঞ্জে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল-সহ মোট ১২টি হাসপাতালে আজ থেকে ডায়াবেটিক সেবা কর্নার কাজ শুরু করে দিয়েছে। এছাড়াও দেশের ৩৮টি জেলাতেও এই সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জেলার সিভিল সার্জনদের এ ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আশা করছি মুজিববর্ষ শুরুর এই মহান দিন থেকেই দেশের কোমলমতি শিশুরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া এই কর্নারগুলো থেকে নিয়মিত সেবা লাভ করে উপকৃত হবে।’

সেবা কর্নার উদ্বোধনের আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বেলুন উড়িয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মুজিববর্ষের কার্যক্রম শুরু করেন। এর আগে তিনি রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় শিশুদের আরেকটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। বিকেলে তিনি মহাখালীস্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নবগঠিত করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পরিদর্শন করেন।

#

মাইদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২০৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯৭

**বিএনপির সুযোগ ছিলো বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে**

**হত্যা-ষড়যন্ত্রের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার ঘোষণা দেবার**

**- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘আজ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর এই দিনে বিএনপির সুযোগ ছিলো, জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে হত্যা-ষড়যন্ত্রের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার ঘোষণা দেবার, কিন্তু তারা সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছে।’

আজ তথ্যমন্ত্রী গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ও বিএফডিসির জহির রায়হান মিলনায়তনে চলচ্চিত্র পরিচালক- প্রযোজক- শিল্পী-কুশলী আয়োজিত দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে কোনো কর্মসূচি না রেখে সেটাই তারা আবার প্রমাণ করেছে।’

‘বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যার অন্যতম কুশীলব ছিলেন’ উল্লেখ করে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘জিয়াউর রহমান শুধু কুশীলবই ছিলেন না, বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছেন, বিদেশে দূতাবাসে তাদের পদায়ন করেছেন। জিয়াউর রহমানের স্ত্রীও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে একমাস স্থায়ী সংসদে বঙ্গবন্ধুর খুনীকে বিরোধীদলীয় নেতা বানিয়ে তার গাড়িতে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়েছিলেন।’

‘কিন্তু সত্য এই যে, বঙ্গবন্ধুর নাম যারা মুছে ফেলতে চেয়েছে, তাদের নামই মুছে গেছে’, বলেন তথ্যমন্ত্রী।

করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা অনুষ্ঠানগুলো পুনর্বিন্যাস করলেও মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার কোনো ঘাটতি নেই, সবাই আজকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করছেন, বলেন তথ্যমন্ত্রী।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ মুরাদ হাসান বলেন, জাতির পিতার জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। তাই যারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সম্মান জানাতে ব্যর্থ হয়, তাদের প্রতি জাতি ধিক্কার জানায়।

বিএফডিসির ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে চলচ্চিত্রতারকা আলমগীর, শিল্পী সমিতির সভাপতি মিশা সওদাগর, সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খান, পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার, প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতির সভাপতি খোরশেদ আলম খসরু, চিত্রনায়িকা সুজাতা, রোজিনা, দিলারা প্রমুখ সভায় অংশ নেন।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯৬

মুজিব জন্মশতবর্ষে পাঁচ কোটি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা সংবলিত পোস্টকার্ড বিতরণ শুরু

**জন্মশতবর্ষে জাতির পিতার প্রতি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর শ্রদ্ধা**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আজ রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে রক্ষিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ নূর-উর-রহমান, বিটিআরসির চেয়ারম্যান মোঃ জহুরুল হক, বাংলাদেশ কমিউনিকেশন্স স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড চেয়ারম্যান শাহজাহান মাহমুদ, ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এসএস ভদ্র, বিটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রফিকুল মতিন, বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মশিউর রহমান, টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন এবং টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফকরুল হায়দার-সহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীন সংস্থাসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ডাকঘরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত এই শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত পোস্টকার্ড দেশবাসীর হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগে দেশের পাঁচ কোটি পরিবারের নিকট ডাকযোগে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত পোস্টকার্ড পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার আজ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত এই পোস্টকার্ড হস্তান্তর করেন। এরই মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী পাঁচ কোটি পরিবারের প্রতিটি পরিবারের প্রধানের হাতে ডাকযোগে এই পোস্টকার্ড বিতরণের কার্যক্রম শুরু হলো।

এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগে আজ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ ঢাকায় গণভবনে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পরে মন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় ডাক ভবনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। তিনি কেক কেটে জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বছরব্যাপী ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯৫

**নওগাঁয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন**

নওগাঁ, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্ব-নির্ভর জাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই স্বপ্ন পূরণের পথে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে দেশ এখন বিশ্বে রোল মডেল। দেশের মানুষকে এখন অনাহারে থাকতে হয় না।

আজ নওগাঁয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন মন্ত্রী। এর আগে নওগাঁ শহরের মুক্তির মোড়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় খাদ্য মজুতের পরিমাণ সর্বোচ্চ। বর্তমানে সরকারি গুদামে প্রায় ১৯ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য মজুত আছে। যা সর্বকালের সর্বোচ্চ অর্জন। এই সাফল্য ধরে রাখতে নতুন নতুন পরিকল্পনা করছে সরকার।

অনুষ্ঠানে নওগাঁ সদর আসনের এমপি নিজাম উদ্দিন জলিল জন, জেলা প্রশাসক হারুন অর রশিদ, পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান-সহ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী-সহ সর্বস্তরের মানুষ অংশ গ্রহণ করেন।

পরে মন্ত্রী নওগাঁর সাপাহার উপজেলায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। অনুষ্ঠান শেষে শহরের জিরো পয়েন্টে সাধারণ মানুষের মাঝে করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন। দুপুরে সাপাহার উপজেলা হল রুমে স্থানীয় প্রশাসন আয়োজিত করোনা সচেতন বিষয়ে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

এরপর পোরশা উপজেলায় মন্ত্রী করোনা ভাইরাস বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

#

সুমন/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯৪

**যার যার অবস্থান থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে**

**-- পরিকল্পনামন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, যার যার অবস্থান থেকে যতটুকু পারা যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া উচিত।

মন্ত্রী আজ ঢাকার শেরেবাংলা নগরে এনইসি অডিটোরিয়ামে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দায়িত্ব পালন করতে হবে দেশের মানুষের কল্যাণে। জাতির জন্যই আমরা এই কাজে আছি। তিনি বলেন, দেশের অনেক সমস্যা রয়েছে, অনেক সম্ভাবনাও রয়েছে, অনেক সুযোগও রয়েছে। সবকিছুর মধ্যে একটা ভারসাম্য রেখে সকলকে এগিয়ে যেতে হবে।

পরিকল্পনা সচিব মোঃ নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব আবুল মনসুর মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ-সহ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ । এ সময় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদ/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯৩

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুই কোটি গাছের চারা রোপণ করবে**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি মুজিববর্ষকে শুধু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না রেখে ইতিবাচক কর্মসূচি নিতে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছু ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজ করা, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা অন্যতম। মুজিববর্ষ উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সারা দেশে দুই কোটি গাছের চারা রোপণ করবে। এরই অংশ হিসেবে আজ সারা দেশে ৩৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একশতটি করে মোট ৩৩ লাখ গাছের চারা রোপণ করা হলো।

মন্ত্রী আজ জাতীয় সংসদ ভবনে ১০০টি গাছের চারা রোপণ শেষে সাংবাদিকদেরকে এ কথা জানান। আজ এ গাছের চারা রোপণের উদ্বোধন করেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের সচিব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

#

খায়ের/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯২

**অসহায় ও দুস্থদের মধ্যে মাছ বিতরণ ও দুধ খাওয়ানো কর্মসূচি**

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মুজিববর্ষ উদ্যাপন**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে অসহায়, দরিদ্র ও দুস্থদের মধ্যে মাছ বিতরণ ও দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে ব্যতিক্রমভাবে ‘মুজিববর্ষ’ উদযাপন শুরু করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

আজ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের নির্দেশনায় মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের উদ্যোগে রাজধানীতে এ সকল কর্মসূচি পালন করা হয়।

আজ সকালে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে রাজধানীর টিটিপাড়ায় দরিদ্র বস্তিবাসীদের মাঝে ও পূর্ব বাসাবোতে এতিমখানায় বিনামূল্যে ইলিশ মাছ বিতরণ করা হয়। একইদিন বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মারস অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক রাজধানীর আজিমপুরে স্যার সলিমুল্লাহ এতিমখানায় ২৬০ জন এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের ২০০ লিটার দুধ খাওয়ানো হয় এবং উন্নত খাবার পরিবেশন করা হয়। এর পূর্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে খামার বাড়িস্থ বঙ্গবন্ধু চত্বরে রিকশা চালকদের মাঝে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত ৫০০টি টি-শার্ট বিতরণ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের উদ্যোগে ঢাকার বিভিন্ন এতিমখানায় বিনামূল্যে ৪০০ কেজি মাছ বিতরণ করা হয়।

এর আগে মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন ও শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস আফরোজ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদার-সহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কেক কাটা, সীমিত পরিসরে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন এবং দপ্তরসমূহ বর্ণিল সাজ-সজ্জার মাধ্যমে মুজিববর্ষ উদযাপনে আলাদা আলাদা কর্মসূচি পালন করছে। একইভাবে ঢাকার বাইরে অবস্থিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহ এদিন অনুরূপ কর্মসূচির মাধ্যমে মুজিববর্ষ উদ্যাপন শুরু করেছে।

#

ইফতেখার/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯১

**ঢাকাকে সবুজ বৃক্ষে সুশোভিত করার আহ্বান শিল্প প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

ঢাকাকে সবুজ বৃক্ষে সুশোভিত করার আহ্বান জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, দূষণ হতে পরিবেশকে রক্ষা করতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ আরো বাড়াতে হবে।

আজ রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে অবস্থিত মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আয়োজিত বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান ও রক্তদান কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় রোগীদের কল্যাণে তরুণদের রক্ত দানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক শাহরিয়ার কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য আরমা দত্ত, মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক জাফর ইকবাল, শিক্ষাবিদ মুনতাসীর মামুন, চিকিৎসক মামুন আল মাহতাব প্রমুখ। শাহরিয়ার কবির বলেন, রক্তদান ও বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা প্রকাশের জন্য এই আয়োজন করা হয়েছে।

সারা দেশে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রায় ২০০ শাখা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১০০টি বৃক্ষরোপণ ও ১০০ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে বলে শাহরিয়ার কবির উল্লেখ করেন।

#

মাসুম/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯০

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ ও জাতীয় শিশু দিবস

**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শিশু একাডেমির দোয়া ও মোনাজাত**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ উদ্যাপন উপলক্ষে আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির আয়োজনে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া ও মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার, শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনাম, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরী, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পারভীন আকতার প্রমুখ। শিশু একাডেমির শিক্ষার্থী ও অবিভাবকবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

**জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন**

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তারের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আজ রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবকের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধা জানান হয়।

শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ বেগম এডভোকেট, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরী, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পারভীন আকতার, জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক কাজল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীন-সহ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

#

আলমগীর/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

Handout Number : 989

**New Delhi Mission launches celebration of Mujib Barsha**

New Delhi (India), 17 March :

Bangladesh High Commission in New Delhi today launched the celebration of ‘Mujib Barsha’, the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman with a resolve to work for realizing his dream of building ‘Sonar Bangla’.

High Commissioner Muhammad Imran, along with the members of the mission, placed a wreath at the portrait of Bangabandhu in the chancery building. Earlier he hoisted the national flag.

It was followed by reading out of messages from President Md. Abdul Hamid, Prime Minister Sheikh Hasina, Foreign Minister A.K Abdul Momen and State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam. The messages were read out respectively by Deputy High Commissioner A T M Rokebul Haque, Minister (Press) Farid Hossain, Economic Counsellor Rashedul Amin and Counsellor Shafiul Alam.

In presiding over the meeting HC Imran said Bangabandhu’s illustrious life was cut short by his assassination in 1975, but his legacy and ideals will inspire the Bengali nation forever.

“Our children should learn more about our father of the nation, the greatest Bengali of all time, so they can provide future leadership in transforming our country into Sonar Bangla dreamt by him,” he said.

The meeting was conducted by Minister (Political) Md. Nural Islam.

Bangabandhu’s birthday is celebrated as National Children’s Day. Children of the mission took part in painting, essay writing (Bangabandhu and Bangladesh), presentation of Bangabandhu’s historic 7th March speech and correct drawing national flag.

The mission has chalked a series of events throughout Mujib Barsha, including conferences, cultural festival and art exhibition. It will publish a Coffee Table Book in memory of Bangabandhu to mark the National and Independence Day on March 26.

#

New Delhi Mission/Mahmud/Rafiqul/Rezaul/2020/1748 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮৮

**মুজিববর্ষকে সফল করার আহ্বান জানালেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

মুজিববর্ষকে সফল করতে প্রত্যেককে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। মুজিববর্ষে সবাই যেন জাতির পিতার মতো ত্যাগী, প্রত্যয়ী চেতনা লালন করতে পারে।

আজ রাজধানীর ওয়াপদা ভবনের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এসব সকল কথা বলেন।

বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের জন্য জাতির পিতার অবিস্মরণীয় অবদানের কথা স্মরণ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু হলেন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ যিনি সারা জীবন বাঙালি জাতির জন্য কাজ করে গেছেন, কারাবরণ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন মানে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন মানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন।

পাউবো’র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাইনুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মাহমুদুল ইসলাম, পাউবো মহাপরিচালক এ এম আমিনুল হক এবং মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরে বঙ্গবন্ধুর রূহের মাগফেরাত-সহ বাংলাদেশের কল্যাণ কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয়।

#

আসিফ/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮৭

**বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়নে শিল্পখাতকে শক্তিশালী করতে হবে**

**-- শিল্প প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়নে শিল্পখাতকে শক্তিশালী করতে হবে মন্তব্য করেছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, যে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে একসময় বঙ্গবন্ধু অবহেলিত এ অঞ্চলের শিল্প খাতের উন্নয়নে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, সেই শিল্প মন্ত্রণালয়ের সকলকে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা অতিসাধারণ জীবন যাপন করতেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ যাতে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে সেজন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উন্নয়নের সকল রূপরেখা ও পরিকল্পনা তৈরি করে গিয়েছিলেন। জাতির পিতার এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করছেন।

অনুষ্ঠানে শিল্পসচিব বলেন, দেশের সঠিক ইতিহাস জানা প্রত্যেক নাগরিকের অপরিহার্য দায়িত্ব। দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ত্যাগ ও অবদানের প্রতি জাতি চিরকাল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তিনি বলেন, জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেশব্যাপী শিল্পায়নকে শক্তিশালী করতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেককে আরো আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

এর আগে শিল্প প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রাঙ্গণে স্থাপিত নবনির্মিত ম্যুরালে মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর সংস্থা সমুহের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরে শিল্প প্রতিমন্ত্রী জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত ‘মুজিবকর্নার’ পরিদর্শন করেন। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম-সহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/নাইচ/সেলিম/২০২০/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮৬

**ভিয়েতনামে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন**

ভিয়েতনাম, ১৭ মার্চ :

বাংলাদেশ দূতাবাস, হ্যানয়, ভিয়েতনামে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ১৭ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে চার্জ দ্যা এফেয়ার্স মোঃ আলী মহসীন রেজা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচির সূচনা করেন। দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ এবং ভিয়েতনামে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীগণ এবং স্থানীয় অতিথিবৃন্দ ও মিডিয়া প্রতিনিধি এ সময় উপস্থিত ছিলেন। পরে দেশের উন্নতি কামনা করে বিশেষ দোয়া প্রার্থনা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর উপর ডকুমেন্টারী প্রদর্শন এবং দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

উল্লেখ্য, এ জন্মশতবার্ষিকীতে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ভিয়েতনামে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল; ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ - ভাষণের ভিয়েতনামীজ ভাষায় অনুবাদ এবং বঙ্গবন্ধু স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ-সহ এ দূতাবাস বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে চার্জ দ্যা এফেয়ার্স মোঃ আলী মহসীন রেজা বক্তব্যের শুরুতে বঙ্গবন্ধুর ৫৫ বছরের জীবনের কর্ম পর্যালোচনা করেন।

চার্জ দ্যা এফেয়ার্স বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাঙালি জাতির নন, তিনি বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের স্বাধীনতার প্রতীক। তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মেমের কাছে তাঁর ’সোনার বাংলা’র স্বপ্ন বাস্তবায়নের ধারা অব্যাহত রাখার বার্তা পৌঁছানো আমাদের সকলের দায়িত্ব।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

মহসীন/নাইচ/সেলিম/২০২০/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৯৮৫

**মুম্বাই-এ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত**

মুম্বাই (ভারত), ১৭ র্মাচ :

মুম্বাইস্থ বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনে যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এ দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ, কেককাটা, আলোচনাসভা, কবিতাপাঠ এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

মুম্বাই-এ নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার মোঃ লুৎফর রহমান আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশে স্বাগত বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করেন। অন্যান্য বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কীর্তিময় জীবন ও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব তুলে ধরেন। এরপর বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত কবিতা পাঠ করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র “Bangabandhu, Forever in our Hearts” প্রদর্শিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপ-হাইকমিশনের সকল সদস্য, তাঁদের পরিবারবর্গ, স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, ডিপ্লোম্যাটিক কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষাবিদ ও প্রবাসী বাংলাদেশীরা অংশ নেন।

#

নাফিসা/নাইচ/সেলিম/২০২০/১৪৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮৪

**জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পরিবেশ উপমন্ত্রীর শ্রদ্ধা**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহারের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ আজ মঙ্গলবার রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর স্বাধীনতার এই মহান স্থপতির প্রতি সম্মান জানাতে পরিবেশ উপমন্ত্রী সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/নাইচ/সেলিম/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮৩

**জাপানে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত**

টোকিও (জাপান), ১৭ মার্চ :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে  সরকার ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ হিসাবে ঘোষণা করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন করেছে জাপানের টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস।

আজ মঙ্গলবার সকালে অনুষ্ঠানের শুরুতে সমবেত কন্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন দূতাবাসের চার্জ দ্যা এফেয়ারস  ড. শাহিদা আকতার। পরে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্য এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে  আত্মোৎসর্গকারী সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে  এক মিনিট নিরবতা পালন এবং তাঁদের আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে চার্জ দ্যা এফেয়ারস ড. শাহিদা আকতারের নেতৃত্বে দূতাবাসের কর্মকর্তা - কর্মচারীগণ  বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

চার্জ দ্যা এফেয়ারস ড. শাহিদা আকতার বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা ও মুক্তির দূত।

উল্লেখ্য, পরে বঙ্গবন্ধুর কর্মজীবন, ত্যাগ ও সংগ্রামের উপর উম্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জাপান প্রবাসী বাংলাদেশিগণ এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া জাতির পিতার জীবন ও কর্মের উপর একটি বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

শিপলু/নাইচ/সেলিম/২০২০/১০৪৫ ঘণ্টা

Handout Number : 979

**Foreign Minister inaugurates human resources software**

Dhaka, 16 March :

On the eve of celebrations of Mujib Year, Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen, officially launched a Human Resources Management Software at a simple ceremony held at the Foreign Ministry on Monday. The launching ceremony was also attended by State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam, Foreign Secretary Masud Bin Momen and senior officials of the Ministry.

Paying rich tribute to the memories of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Foreign Minister said that one of the dreams of the Father of the Nation was to ensure good governance through creation of a professional pool of civil servants. Digitization of the service records of all officials of the Ministry will be a step towards materializing the dream.

The Foreign Minister also announced that officials of the Ministry and Bangladesh Missions abroad will contribute their one day’s salary to the Prime Minister’s Fund to build houses for homeless people in the Mujib Year. In order to contribute to sustainable development goals of the government, the Foreign Ministry officials will, from now on, use eco-friendly food grade water bottles instead of disposable plastic bottles in all official programs.

#

Tawhidul/Mahmud/Mosharaf/Joynul/2019/2100hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭৮

**মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যার উদ্বোধন করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

মুজিববর্ষ উদ্যাপনের প্রাক্কালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ‘হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার’ আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার একটি স্বপ্ন ছিল সরকারি কর্মচারীদের পেশাগত পুল তৈরি করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্য মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তার চাকরির তথ্য ডিজিটাল করার মাধ্যমে এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী আরো ঘোষণা করেন, মন্ত্রণালয়ের এবং মিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে তাদের একদিনের বেতন চাঁদা হিসেবে দেবেন, যা দিয়ে গৃহহীন মানুষের জন্য ঘর তৈরি করা হবে। এছাড়া সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বোতলের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ফুডগ্রেড পানির বোতল ব্যবহার করবে।

#

ইফতেখার/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭৫

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ স্থাপন করল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্বোধন করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। আজ দুপুরে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্রিয়ার আলম, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন-সহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মূল ভবনের নিচ তলায় স্থাপিত এ কর্নারের উদ্বোধন করা হয়।

ড. মোমেন এ সময় বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মুজিববর্ষ উদ্যাপনের প্রাক্কালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ চালু করতে পেরে আমরা আনন্দিত। বাংলাদেশের ৭৭টি বৈদেশিক মিশনে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ স্থাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি, ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়’ আমরা এখনো ধারণ করে আছি। তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে বঙ্গবন্ধুর কিছু দুর্লভ ছবি এ কর্নারে রাখা হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, নির্যাতিত মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা, সত্য ও ন্যায়ের পথে তাঁর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ এবং পৃথিবীর সকল নির্যাতিত মানুষের প্রতি তাঁর জয়গান- আমরা সারা পৃথিবীতে পৌঁছে দিতে চাই। গত কয়েক বছর ধরে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ অর্জনের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে, তা আমরা পৃথিবীর সব দেশে পৌঁছে দিয়ে বাংলাদেশকে অপার সম্ভাবনার দেশ হিসেবে ব্রান্ডিং করতে চাই।

বঙ্গবন্ধু কর্নারে অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেলে লেজার কাট করে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে। বাংলায় ও ইংরেজিতে লেখা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত দেয়ালের দু’পাশে স্থাপিত হয়েছে। এখানে টিভি মনিটরে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হবে। বিদেশি কূটনীতিক ও দর্শনার্থীরা যাতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ জানতে পারে সেজন্য এ কর্নারে বঙ্গবন্ধুর ওপর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে। এছাড়া দর্শনার্থীদের মন্তব্যের জন্য ‘ভিজিটরস বুক’ রাখা হয়েছে।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭৪

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ‘মুক্তির মহানায়ক’**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট বিশ্বপরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। আগামীকাল ১৭ই মার্চ মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধুর জন্মক্ষণ রাত ৮টায় জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান দেশের সকল টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একযোগে সম্প্রচার করা হবে। আজ বিকালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।

রাত ৮টায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আতশবাজি সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে শুরু হবে। ‘মুক্তির মহানায়ক’ শিরোনামের অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত সম্প্রচারের পর রাষ্ট্রপতির বাণী, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানার অনুভূতি প্রকাশ ও তাঁর লেখা কবিতা প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে পাঠ, বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা প্রধানদের ভিডিও বার্তা প্রচার করা হবে। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবসটি জাতীয় শিশু দিবস বিধায় শত শিশুর কণ্ঠে জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীতের পরিবেশনা থাকবে। শত শিল্পীর পরিবেশনায় যন্ত্রসংগীত, মুজিববর্ষের থিমসং, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকে তুলে ধরে একটি নাট্য পরিবেশনা ও বিশ্বখ্যাত কোরিওগ্রাফার আকরাম খানের পরিবেশনা থাকছে এই অনুষ্ঠানে। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা থেকে পিক্সেল ম্যাপিং সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

নাসরীন/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭৩

**‘মুজিববর্ষ-১০০’ নামে নতুন ক্যালেন্ডারের মোড়ক উন্মোচন করলেন শ্রম সচিব**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

ঘটনার ক্রমানুসারে ১২ মাসের নাম দিয়ে নতুন বর্ষপুঞ্জী ‘মুজিববর্ষ-১০০’ নামে নতুন ক্যালেন্ডারের মোড়ক উন্মোচন করলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব কেএম আলী আজম। আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে নতুন এই ক্যালেন্ডারের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে শ্রম সচিব বলেন, এ ক্যালেন্ডার উদ্বোধন বাঙালি জাতির জন্য মাইলফলক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আমাদের ধ্রুব তারার মতো। তাঁকে স্মরণ করেই জাতি এ দেশকে এগিয়ে নিবে। নতুন এই ক্যালেন্ডারে বার মাসের নাম দেয়া হয়েছে স্বাধীনতা, শপথ, বেতারযুদ্ধ, যুদ্ধ, শোক, কৌশলযুদ্ধ, আকাশযুদ্ধ, জেলহত্যা, বিজয়, ফিরে আসা, নবযাত্রা এবং ভাষা।

শ্রম সচিব বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন সেক্টরের মালিক সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকদের অনুরোধ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কারখানায় প্রবেশের আগেই হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ে কর্মীদেরকে প্রবেশ করানো, প্রত্যেক শ্রমিককে মাস্ক পরে প্রবেশ করানো, থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করা, তাপমাত্রা ১০০ এর বেশি হলে তাদের স্বতন্ত্রভাবে আলাদা করে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া, যদি করোনা পজিটিভ হয় সেক্ষেত্রে হাপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা।

তিনি বলেন, নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে কোনো মিল ফ্যাক্টরি কল কারখানা বন্ধের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। একই সঙ্গে সাপ্লাই চেইন ও কার্যক্রম ঠিক রেখে যতদূর সম্ভব করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলেও জানান।

সচিব বলেন, যেসকল শ্রমিকদের আত্মীয় সম্প্রতি বিদেশ থেকে এসেছে তাদের ডাটা গ্রহণ করে তাদের যেন ছুটি দেয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার সকল শ্রমিকদের নিয়ে করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতামূলক বক্তব্য দেয়ার পরামর্শ দেন তিনি। এছাড়া অধিধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এ সময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, ড. রেজাউল হক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু এবং কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক এবং এ ক্যালেন্ডারের রূপকার ড. আনিসুল আওয়াল-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭২

**মুজিব জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১০০ জন হাফেজ ১০০ খতমে-কোরআন সম্পন্ন করবে**

**-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

গোপালগঞ্জ, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে তাঁর আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনায় ১৭ মার্চ ঢাকায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে বায়তুল মোকাররমের ইমাম ও  খতিবগণের  তত্ত্বাবধানে দেশের প্রখ্যাত ১০০ জন  হাফেজের মাধ্যমে  ১০০ বার খতমে-কোরআন সম্পন্ন  করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার মাজার জিয়ারত ও মোনাজাতে অংশগ্রহণ, ১৭ মার্চে  মুজিব জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জাতির পিতার সমাধিসৌধ প্রাঙ্গণে  অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এসব কথা বলেন।

খতমে-কোরআন শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকল  শহীদ সদস্য, জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দুই লাখ  নির্যাতিতা মা-বোন, ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত সকল শহীদ সদস্য, বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহত সকল শহীদ সদস্য ও জাতির কল্যাণ কামনা এবং বিশ্বব্যাপী  ছড়িয়ে  পড়া  মহামারি করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব থেকে বিশ্ববাসীকে বিশেষ করে বাংলাদেশের  জনগণকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৭ মার্চ দেশব্যাপী মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা-সহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনার আয়োজন করা হবে। বাস্তবায়নে থাকবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন; হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট; খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। তিনি আরও জানান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৭ মার্চ সকাল ৯টায় মাসব্যাপী বায়তুল মোকাররম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও এবং ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা ও রক্তদান কর্মসূচি আয়োজন করবে।

#

আনোয়ার/ফারহানা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৬৭

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিশ্ববাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জাতির পিতার জীবন ও কর্ম আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে মার্চ ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। ১৭ মার্চ ২০২০ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালা শুরু হবে। বাংলাদেশের পাশাপাশি ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে ‘মুজিববর্ষ’।

আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট-এর সকল শহীদদের।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, অমিত সাহসী এবং মানবদরদী। ছিলেন রাজনীতি ও অধিকার সচেতন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্বনেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা; ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক কিংবদন্তীর নাম। ছাত্র অবস্থায় কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও ১৯৪৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে তরুণ শেখ মুজিব সহপাঠী-সহকর্মীদের নিয়ে জীবনবাজি রেখে উপদ্রুত এলাকায় আর্তমানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দেশ-বিভাগের পর কলকাতা থেকে ফিরে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব বাংলার প্রতি বিমাতাসূলভ আচরণ তাঁকে আহত করে।

এরমধ্যেই আসে মাতৃভাষার ওপর আঘাত। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এগিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালে ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনবার কারাবন্দি হন। ১৯৪৯ থেকে একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বন্দি থাকেন। কখনো জেলে থেকে কখনও বা জেলের বাইরে থেকে জাতির পিতা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্তক ঘটনার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অন্তরীণ অবস্থায় অনশন করেন।

চলমান পাতা/২

-২-

ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ’৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ’৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬-র ছয়দফা, ’৬৮-র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০-এর নির্বাচন এবং ’৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। যার ফলে আমরা পেয়েছি স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিকাশ ঘটেছে বাঙালি জাতিসত্তার। জাতির পিতা শুধু বাঙালি জাতিরই নয়, তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির অগ্রনায়ক।

গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর কেটেছে অন্তত ৩০৫৩ দিন। বলা যায় কারগার ছিল তাঁর দ্বিতীয় আবাসস্থল। তিনি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগকে সুসংহত করে গড়ে তুলতে ১৯৫৭ সালে স্বেচ্ছায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেসস্কো বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করেছে। বিশ্ব শান্তিতে অনবদ্য অবদান রাখায় জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে ‘জুলিও কুরি’ পদকে ভূষিত হন।

জাতির পিতার বিচক্ষণ নেতৃত্বে স্বাধীনতার মাত্র তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্র বাহিনী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। ১২৬টি রাষ্ট্র স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। তিনি তদানীন্তন বিশ্ব বাস্তবতার চেয়েও অগ্রবর্তী থেকে সমুদ্রসীমা আইনসহ রাষ্ট্রপরিচালনায় নানা আইন প্রণয়ন ও অধ্যাদেশ জারি করেন। তাঁর নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে মাত্র ১০ মাসে প্রণীত হয় একটি অসাম্প্রদায়িক, সমঅধিকার, সমুন্নতকারী-সংস্কারমুক্ত সংবিধান। সদ্য স্বাধীন দেশে জনবান্ধব ও ভারসাম্যমূলক প্রশাসন, যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো সচলকরণ, নির্যাতিত মা-বোন ও শরণার্থী পুনর্বাসন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের ফেরত আনা, রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকে পাকিস্তানি বাহিনীর দোসরদের রাহুমুক্ত করে পুনর্গঠন ইত্যাদি প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো তিনি দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ শুরু করেন। ভারতের সাথে স্থল সীমানা সমস্যা সমাধানে সীমান্ত চুক্তি করেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে উন্নীত হয়। মাত্র সাড়ে ৩ বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে তিনি স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে সামিল করেন। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে সুসস্পর্ক বজায় রাখতে ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’-এই পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশকে জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসি, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-সহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু যখন ‘সোনার বাংলা’ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের সদস্যসহ নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের যেন বিচার না হয় সেজন্য প্রণীত হয় দায়মুক্তির কালাকানুন-ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স। দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের রায়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এই কালাকানুন বাতিল করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়।

চলমান পাতা/৩

-৩-

২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার কমেছে, গড় আয়ু বেড়ে ৭৩ বছরে পৌঁছেছে। প্রবৃদ্ধি, শিক্ষার হার বেড়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি। যুবসমাজের হাতে অস্ত্রের পরিবর্তে কম্পিউটার ও প্রযুক্তি তুলে দেওয়া হয়েছে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন। আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক ও কর্মমুখী করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি রায় কার্যকর হয়েছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছি। জঙ্গিবাদ ও হরতালের অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছি। ভারতের সাথে দীর্ঘ প্রতিক্ষিত সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন করেছি। ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছি। গ্রামকে শহরে রূপান্তর করা হচ্ছে। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, ২৮টির অধিক হাই-টেক পার্ক, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২, গভীর সমুদ্রবন্দর, পদ্মাসেতু, এলএনজি টার্মিনাল, এক্সপ্রেসওয়ে, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছি।

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আসুন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা দৃঢ় সংকল্পে আবদ্ধ হই- বাংলাদেশকে আমরা বিশ্ব সভায় আরো উচ্চাসনে নিয়ে যাব; আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ-শান্তিপূর্ণ আবাসভূমিতে পরিণত করবো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/মামুন/শামীম/১২০০ ঘণ্টা

Handout Number : 966

**Prime Minister’s message on the occasion of the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day**

Dhaka, 16 March :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the   
birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day :

"I extend my heartiest greetings to all the citizens of Bangladesh, expatriate Bangladeshis and people of the world on the occasion of celebration of the birth centenary of the architect of independent Bangladesh, the greatest Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Mujib Year has been declared from March 2020 to March 2021 to highlight the life and work of the Father of the Nation to the mass people. Bangabandhu's birth centenary celebration starts with a grand opening on 17 March 2020. Along with Bangladesh, Mujib Year is being celebrated globally with the initiative of the UNESCO.

I pay my deepest homage to the Father of the Nation. I also pay my respect to all the martyrs of the 15 August 1975.

Bangabandhu Sheikh Mujib was born in Tungipara village of Gopalganj subdivision [now district] of the then Faridpur district on 17 March 1920. From his childhood he was fearless, indomitable brave and kind. He was conscious about politics and people's rights. The key aim of the long political life of this world leader who had keen memory and farsighted vision was to liberate the Bengali nation from the chains of subjugation, and ensure a developed life by freeing people from the Curse of hunger, poverty and illiteracy.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was a legend. While studying at Islamia College in Kolkata, he got involved in active politics. After the famine of 1943 and the communal riots of 1946 in Kolkata, young Sheikh Mujib with his classmates and colleagues devoted himself in humanitarian activities in the affected areas daring his life. After the partition of India, he returned from Kolkata and got admitted into the University of Dhaka, Discriminatory attitudes towards the people of the East Bengal by the elite rulers of the just-liberated Pakistan hurt Bangabandhu.

In the meantime, attacks were made on our mother tongue. Bangabandhu came forward in the struggle to establish the status and dignity of Bangla language. In 1948, 'Rashtrabhasha Sangram Parishad (State Language Movement Council)' was formed on Bangabandhu's proposal by Chhatra League, Tamaddun Majlish and other student organizations- On 11 March 1948, Bangabandhu was arrested while observing a strike to materialize the demand for recognition Bangla as the state language. He was imprisoned thrice between 1948 and 1949. He was continuously in jail from 1949 to 1952. Both while in and out of jail, the Father of the Nation had led the Language Movement. During the incident of killings of language movement activists on 21 February 1952, Bangabandhu was observing hunger strike in jail.

Contd/2

-2-

In continuation of the language movement, all major movements of Bangalees including United Front elections in 1954, anti-Ayub Movement in 1958; the Education Movement in 1962, the Six-Point movement in 1966, the Agartala Conspiracy Case in 1968, the Mass Upsurge in 1969, the General Elections in 1970 and the War of Liberation in 1971 were led by the Father of the Nation, The charismatic personality and influential leadership of Bangabandhu united all the freedom-aspiring Bangalees during the Liberation War. As a result, we got an independent, sovereign Bangladesh. The entity of the Bangalee nation got flourished. Bangabandhu was not only a leader of the Bangalees, he was also the leader of all oppressed-exploited arid deprived people of the world in establishing their rights and emancipation.

Bangabandhu was imprisoned at least 3,053 days during the British and Pakistani regimes just for the cause of establishing the rights of the people. It can be said that prison was his second home. In order to strengthen Awami League as political organization, he voluntarily resigned from the cabinet in 1957. The historic 7 March speech of Bangabandhu has been recognized by UNESCO as a world documentary heritage, Bangabandhu was awarded Juliot Curie Peace Award in 1973 for his outstanding contribution to the world peace.

The Indian Allied forces returned home just within three months of independence under the prudent leadership of the Father of the Nation. A total of 126 countries recognized independent Bangladesh. During his tenure Bangabandhu enacted many laws and promulgated ordinances, many of which were ahead of their time, including the law for land and maritime boundaries to run the state. Under his directions and supervision, a secular, rights-based and equality prioritizing Bangladesh Constitution was adopted in mere 10 months. He boldly faced major challenges of nation building by establishing a people-centric balanced public administration, resumption of the communication network and infrastructure destroyed during the Liberation War, rehabilitating the refugees and the violated women, controlling the law and order situation, repatriating the stranded Bangladeshis from Pakistan and rebuilding all the national, institutions by freeing those from the grips and influence of collaborators of the Pakistani forces. Bangabandhu started trials of the war criminals. The Father of the Nation signed the historic Land Boundary Agreement with India. Five- Year Plan for economic development was formulated. The GDP growth rate reached 7 percent. Within three years, Bangabandhu turned Bangladesh into a Least Developed Country (LDC) from a war-ravaged country. In order to maintain good relations with all the countries in the world, he adopted the foreign policy based on the principle of 'Friendship to all, malice to none'. Bangabandhu made Bangladesh a dignified country in the world through ensuring the country's membership to the United Nations, the Commonwealth, the Organization of Islamic Cooperation (OIC), the Non-Aligned Movement (NAM) and the World Trade Organization (WTO), among others.

When Bangabandhu was moving forward with an aim to building a Golden Bangladesh facing all obstacles, the defeated and anti-liberation war clique assassinated the Father of the Nation along with most of his family members on 15 August 1975, A black law titled 'Indemnity Ordinance' was enacted to prevent justice to one of the most shameful killings in the history and to give immunity to the killers. After coming to power in 1996 with the people's mandate, the Awami League government repealed the black law and started the trial of Bangabandhu murder case. With the execution of the verdict of the trial, the nation got rid of the stigma.

Contd/3

-3-

Since 2009, the successive governments of Bangladesh Awami League have relentlessly been working to improve living standards of people. In the meantime, Bangladesh has achieved outstanding socio-economic progress, It has fulfilled the requirements for graduating from least developed country to developing one. Child and maternal mortality rates have drastically come down and life expectancy has risen to 73 years. Literacy and economic growth rates have grown rapidly. We have established 'Digital Bangladesh'. Youths have been provided with modern information -technology instead of arms. The scope of education for girls has been widened and women empowerment has been ensured at all levels. We have modernized the Madrasa education and made it job-centric. Trials of war criminals are going on and several verdicts have already been executed. The rule of law has been established. Stability has been ensured by rooting out terrorism and putting an end to the culture of strikes. The long-awaited Land Boundary Agreement with India has been implemented. We have resolved maritime disputes with India and Myanmar. Villages are being equipped with all civic amenities. Many mega projects such as 100 Special Economic Zones, more than 28 Hi-Tech Parks, Bangabandhu Satellite-2, deep seaport, Padma Bridge, LNG terminals,. Expressways and Nuclear Power Plants, among others, are being implemented. The country is moving forward. Today we have become a self-respecting country in the world holding our heads high.

By formulating and implementing our 'Vision-2021', 'Vision-2041' and 'Delta Plan-2100', we have been working tirelessly to build a hunger-poverty free developed-prosperous Bangladesh as envisioned by the Father of the Nation. In the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, let us all resolve to take Bangladesh to even higher heights in the International arena; let us determine to transform Bangladesh into a safe and peaceful home for our next generation.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Emrul/Anasuya/Mamun/Asma/2020/1330 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৬৫

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

টিভি স্ক্রল হিসেবে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৭-২৬ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত গোপালগঞ্জ জেলার ঘোনাপাড়া হতে বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থল পর্যন্ত বিনামূল্যে যাত্রী পরিবহণের জন্য বিআরটিসির বিশেষ বাস সার্ভিস চালু থাকবে।

#

এহছানে/অনসূয়া/গিয়াস/জসীম/আসমা/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা

Handout Number : 964

**President's message on the occasion of the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day**

Dhaka, 16 March :

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day :

"Today is 17th March, a memorable day in the history of the Bengali nation. This year is the birth centenary of the greatest Bangali of all time Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On the very occasion, I pay my deep homage to the memory of the greatest leader. The Government has announced 'Mujibbarsho' (Mujib Year, 17 March 2020 to 17 March 2021) to celebrate gorgeously the birth centenary of Father of the Nation both at home and abroad throughout the year. I call upon my fellow countrymen living at home and abroad to observe the birth centenary celebration of Bangabandhu in a very colourful and befitting manner.

Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the architect of sovereign and independent Bangladesh, was born in Tungipara of Gopalganj district on 17 March in 1920. From his boyhood, this most distinguished great man was very kind and generous but uncompromising on attaining the rights. In the early forties of the last century, as a young student leader, having come into contact with Huseyn Shaheed Suhrawardy, Sher-e-Bangla A K Fazlul Haque and Moulana Abdul Hamid Khan Bhasani, Bangabandhu got involved in active politics. He led the nation in every democratic movement including Sarbodolio Rashtrobhasa Sangram Parishad(All Party State Language Action Committee), formed in 1948, the Language Movement in 1952, Jukta-Front Election in 1954, movement against Martial Law in 1958, Six-Point Movement in 1966, Mass Upsurge in 1969 and the General Elections in 1970 for attaining freedom and rights of our people. He was sent to jail several times and had to bear inhuman sufferings for his active participation in those movements. Despite manifold challenges, he did never compromise with the Pakistani rulers on the question of establishing the rights of Bengalis.

On 7 March in 1971 at the Race Course Maidan, keeping the feelings and aspirations of the Bengalis, Bangabandhu uttered in his thunderous voice, 'The struggle this time is a struggle for emancipation, the struggle this time is a struggle for independence'. This historic address was, in fact, the true charter of our independence. On the night of March 25, when Pakistani invaders attacked the unarmed Bengalis in a blaze, the Father of the Nation declared the long-cherished independence on 26th March in. 1971. We achieved ultimate victory on 16 December 1971 through a nine-month long armed struggle under the leadership of Bangabandhu. How an address can rouse the whole nation, inspire them to leap into the war of liberation for independence, the historic 7th March Speech by Bangabandhu is its unique example! UNESCO has recognized the 7th March Speech of Bangabandhu as part of the 'World's Documentary Heritage' and included it in the 'Memory of the World international Register' on 30th October 2017. The Newsweek Magazine in its Issue on 5th April in 1971 termed Bangabandhu as the 'Poet of Politics' for this historic address. During our war of liberation, Bangabandhu was confined in Pakistan jail and the then ruler of Pakistan farcically awarded him death sentence. But Bangabandhu said, 'I shall not bow down my head to them rather I will say I am a Bangali, Bangla is my country, Bangla is my language'. For his extraordinary contributions to the nation, Bangla, Bangladesh and Bangabandhu, thus, emerged as a unique symbol to the people of Bangladesh.

Contd/2

-2-

Just after independence, Bangabandhu returned home on 10 January in 1972 freeing from Pakistan Jail. He put all-out efforts to rebuild the war-torn economy. He took all preparations including the returning of the members of allied forces to their country, framing the country's constitution in a short time, fulfilling the basic rights of the people, eliminating corruption at all levels, launching agricultural revolution, nationalizing the industries to transform the country into 'Sonar Bangla'. But the anti-liberation forces did not give the scope for materializing that dream as this murderer group assassinated Bangabandhu and almost all of his family members on 15 August in 1975.

In politics, Bangabandhu appears as a symbol of principle and ideals. The new generation will be able to know about the life and works of Bangabandhu by reading 'Unfinished Memoirs' and 'Karagarer Rojnamcha' (Diary in Jail) written by Bangabandhu himself and other autobiographical books written on him and thus will be able to contribute towards building the nation inspired by the ideology of Bangabandhu.

Bangabandhu is not amongst us but his ideals will remain to be our source of eternal inspiration. Let the principle and ideals of Bangabandhu spread from generation to generation; build a courageous, selfless and idealistic leadership-it is my expectation on this day. Imbued with the spirit of the war of liberation, let us pledge on the eve of 'Mujibbarsho' to turn Bangladesh into 'Sonar Bangla' by completing the unfinished tasks of Bangabandhu.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Azad/Anasuya/Mamun/Zashim/Asma/2020/1145 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৬৩

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে সকল শিশুসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শহীদদের।

এবারের জাতীয় শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ‘মুজিববর্ষে সোনার বাংলা, ছড়ায় নতুন স্বপ্নাবেশ; শিশুর হাসি আনবে বয়ে, আলোর পরিবেশ’। জাতির পিতার জীবন ও কর্ম আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে মার্চ ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের পাশাপাশি ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে ‘মুজিববর্ষ’।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে আমরা এ দিনটিকে “জাতীয় শিশু দিবস” ঘোষণা করেছি।

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অপরিসীম মমতা। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, অমিত সাহসী, মানবদরদী এবং পরোপকারী। ছিলেন রাজনীতি ও অধিকার সচেতন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্বনেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা; ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করা। স্কুলে পড়ার সময়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ লাভ করতে থাকে। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেন বাংলার নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল। ১৯৪৮-৫২’র ভাষা আন্দলোন, ’৫৪-র য্ক্তুফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ’৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬-র ছয় দফা, ’৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০-এর নির্বাচন এবং ’৭১-র মহান মুক্তিযুদ্ধ জাতির পিতার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তাঁর নেৃতত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু যখন ‘সোনার বাংলা’ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের প্রায় সকল সদস্যসহ নৃশংসভাবে হত্যা করে। দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের রায়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভুতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি।

চলমান পাতা

-২-

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন। বর্তমান সরকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, শিশু আইন-২০১৩, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিশু দিবস উদ্‌যাপন, সুবিধাবঞ্চিত পথ শিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিকাশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার প্রিয় মাতৃভূমিকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাস ভূমিতে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করেছি। শিশুদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন, সৃজনশীলতার বিকাশ এবং আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলার বিভিন্ন শাখায় শিশুদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

সকল শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিতা-মাতা, পরিবার ও সামাজের ভূমিকা অপরিসীম। শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ এবং সকল ধরনের নির্যাতন বন্ধ করার জন্যে আজকের এদিনে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রত্যয়ে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আসুন, দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব শিশুদের কল্যাণে আমরা বর্তমানকে উৎসর্গ করি। সবাই মিলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য ও আগামী দিনের কর্ণধার শিশু-কিশোরদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/মামুন/শামীম/১১০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৬২

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী** **ও জাতীয় শিশু দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ১৭ মার্চ, বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এ বছর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি এই মহান নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। বছরজুড়ে দেশ-বিদেশে সাড়ম্বরে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করেছে। জন্মশতবার্ষিকীর এই বর্ণাঢ্য আয়োজন যথাযথ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে উদ্‌যাপনের জন্য আমি দেশবাসী ও প্রবাসী বাঙালিদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী কিন্তু অধিকার আদায়ে আপোশহীন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী’র সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। ১৯৪৮ সালে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’, ’৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ’৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮ এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬ এর ৬-দফা, ’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপোশ করেননি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’, যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে World’s Documentary Heritage-এর মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ ভাষণের কারণে বিশ্বখ্যাত নিউজউইক ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে 'Poet of Politics' হিসেবে অভিহিত করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় শাসকগোষ্ঠী তাঁকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করবো না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা’। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে।

চলমান পাতা

-২-

স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। মিত্রবাহিনীর সদস্যদের দেশে প্রত্যাবর্তন, স্বল্পসময়ের মধ্যে দেশের সংবিধান রচনা, জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ, সকল স্তরে দুর্নীতি নির্মূল, কৃষি বিপ্লব, কলকারখানাকে রাষ্ট্রীয়করণসহ দেশকে ‘সোনার বাংলা’ হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি।

রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। বঙ্গবন্ধু রচিত ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও ‘কারাগারের রোজনামচা’ সহ তাঁর ওপর লিখিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আগামীতে জাতিগঠনে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তাঁর নীতি ও আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক, গড়ে উঠুক সাহসী, ত্যাগী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব- এ প্রত্যাশা করি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করাই হোক মুজিববর্ষে সকলের অঙ্গীকার।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/মামুন/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১০.৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৬১

**শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরকে গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর হুইলচেয়ার উপহার**

কুড়িগ্রাম, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলায় নিজস্ব অর্থায়নে অসহায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরকে হুইল চেয়ার উপহার দেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ রৌমারীর তাঁর নিজ বাড়িতে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বেশকিছু প্রতিবন্ধীর মাঝে এসব হুইল চেয়ার উপহার দেন।

রৌমারী উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোছাঃ সুরাইয়া সুলতানা, উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আহসান হাবিব বাবু, রৌমারী প্রেস ক্লাবের সভাপতি সুজাউল ইসলাম সুজা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সোহরাব হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৬০

**রপ্তানিমুখী শিল্পায়নকে জোরদারের আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর**

ধামরাই, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বিসিক শিল্পনগরীসমূহে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নকে জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে মানসম্মত শিল্প পণ্য উৎপাদন করতে হবে।

আজ ঢাকায় ধামরাইয়ে সম্প্রসারিত বিসিক শিল্প নগরীর ভিত্তিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর চেয়ারম্যান মোঃ মোশতাক হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, ঢাকা-২০ আসনের সংসদ সদস্য বেনজীর আহমেদ।

মন্ত্রী বলেন, এগ্রো প্রসেসিংসহ বিভিন্ন সম্ভাবনাময় শিল্পের উন্নয়নে ক্লাস্টার চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সহজ শর্তে উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন দেশের উন্নয়নের গতিকে আরো শক্তিশালী করবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, ধামরাইয়ের সম্প্রসারিত বিসিক শিল্প নগরীতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উদ্যোক্তাদের কারখানা স্থাপন করতে হবে অন্যথা প্লট বরাদ্দ বাতিল করে সেটি অন্য উদ্যোক্তাকে প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিসিক, বিটাক ও এসএমই ফাউন্ডেশন হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী।

#

মাসুম/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৫৯

**কুড়িগ্রামে সাংবাদিক আরিফকে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া বিধিসম্মত হয়নি**

**---তথ্যমন্ত্রীর অভিমত**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ):

কুড়িগ্রামে বাংলা ট্রিবিউন প্রতিনিধি আরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এটি বিধিসম্মত হয়নি।'

আজ ঢাকার আগারগাঁওয়ে জাতীয় বেতার ভবনে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'গত ১৩ মার্চ রাতে কুড়িগ্রামে একজন সাংবাদিককে যেভাবে ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র কোর্ট বসিয়ে শাস্তি দেয়া হয়েছে, আমার দৃষ্টিতে এটি কোনোভাবেই বিধিসম্মত হয়নি। এটর্নি জেনারেল ইতোমধ্যেই তার বক্তব্যে এভাবে মধ্যরাতে অন্যত্র কোর্ট বসানো যায় না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।'

মন্ত্রী বলেন, 'আমরা যতদূর দেখে আসছি, মোবাইল কোর্ট ঘটনাস্থলেই বসাতে হয়। একজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র মোবাইল কোর্ট বসানো কোনোভাবেই বিধিসম্মত নয় এবং এটা যেভাবে ঘটানো হয়েছে, তা সমর্থনযোগ্য নয়। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ডিসি হোন বা অন্য কর্মকর্তা হোন, যেই হোন, তিনি যদি আইন বহির্ভূতভাবে কোনো কাজ করে থাকেন, সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এবং অন্যরাও যারা এর সঙ্গে জড়িত, তারাও এর দায় এড়াতে পারেন না।'

'কারো কোনো অপরাধ থাকলে তার বিচারেরও নিয়মনীতি রয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়েছে বলে আমি মনে করি না', বলেন ড. হাছান।

অপর একজন সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল নিখোঁজ রয়েছেন বলে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি সাংবাদিকরা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ড. হাছান বলেন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তার খোঁজখবর করছে।

এ সময় 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আলোকসজ্জা করোনা সংক্রমণে কোনো প্রভাব ফেলবে কি না' - এ প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান বলেন, 'আলোকসজ্জা বরং করোনার কারণে চিন্তিত মানুষকে উজ্জীবিত করবে। প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকলেও করোনা ভাইরাসের কারণে জনসমাগমপূর্ণ সব অনুষ্ঠান পূণর্বিন্যাস করা হয়েছে। এবং আলোকসজ্জার সাথে জনসমাগমের কোনো সম্পর্ক নেই বিধায় করোনা সংক্রমণে এর কোনো প্রভাবও নেই।'

এরপর মন্ত্রী বেতার মিলনায়তনে সংক্ষিপ্ত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রের পাশাপাশি উন্নত জাতি গঠন আমাদের লক্ষ্য এবং বেতার সেই লক্ষ্য অর্জনে বড় ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক হোসনে আরা তালুকদার, সংবাদ ও অনুষ্ঠান শাখার উপমহাপরিচালকদ্বয়, পরিচালকবৃন্দসহ সকল পর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৫৬

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধন উপলক্ষে নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে :

জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ‘মুক্তির মহানায়ক’ ১৭ই মার্চ রাত ৮টায় বাংলাদেশ টেলিভিশন-সহ সকল বেসরকারি টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইন মিডিয়ায় একযোগে সম্প্রচারিত হবে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় উৎসবমুখর পরিবেশে, তবে জনসমাবেশ পরিহারপূর্বক সীমিত আকারে জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। ১৭ই মার্চ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোপধ্বনি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সকল সরকারি, বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে।

এছাড়া মসজিদ, মন্দির, গির্জা-সহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনার আয়োজন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাবার/মিষ্টান্ন বিতরণ এবং হাসপাতাল, কারাগার, শিশু পরিবার ও এতিম খানায় মিষ্টান্ন বিতরণ ও উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হবে।

স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক গৃহহীনদের মধ্যে গৃহ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনসমাবেশ ব্যতিরেকে আতশবাজির আয়োজন করা হবে। মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাদের ভবনে ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি, উদ্ধৃতি, জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সংবলিত সামঞ্জস্যপূর্ণ মাপ অনুযায়ী ড্রপডাউন ব্যানার ব্যবহার ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে সজ্জিতকরণ করা হবে।

সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা, সৌন্দর্যবর্ধন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উৎসবমুখর পরিবেশে নিজস্বভাবে সীমিত আকারে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন: আলোচনা অনুষ্ঠান, দেয়াল পত্রিকা/স্মরণিকা প্রকাশ, কুইজ, রচনা, বিতর্ক ও চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, মিষ্টান্ন বিতরণ, দুপুরের খাবার ইত্যাদির আয়োজন এবং ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর নির্মিত ভিডিও ক্লিপিংস/ফুটেজ প্রচার করা হবে। স্থানীয়ভাবে স্যুভেনির, গ্রন্থ, স্মরণিকা, দেয়াল পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা হবে।

#

লিপি/ফারহানা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৫৪

**মুজিববর্ষের উদ্বোধনী দিনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ এর উদ্বোধনী দিনে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী ১৭ মার্চ শিল্প মন্ত্রণালয় ভবন এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ভবন এবং দপ্তর/সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন অফিস, কারখানা ও স্কুল-কলেজ ভবনের সামনে বিধি মোতাবেক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এছাড়া, মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ভবনগুলোতে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জ্বা করা হবে।

এ দিন সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম-সহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

এছাড়া, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কারখানাগুলোর মসজিদে বাদ জোহর জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। মন্দির, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনা আয়োজন করা হবে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিস, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টরা জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্থানীয়ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

মুজিববর্ষ উদ্যাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৫-২৩ মার্চ, ২০২০ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যানার, ড্রপ ডাউন, এসএস ফ্রেমড ডিসপ্লে বোর্ড, ফেস্টুন, জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সংবলিত পতাকা, রঙিন পতাকা, ফুলের টব ইত্যাদির মাধ্যমে নিজ নিজ ভবন সুসজ্জ্বিত করবে। ১৬ মার্চ ২০২০ থেকে মন্ত্রণালয়ের সামনে স্থাপিত এলইডি ডিসপ্লেতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর নির্মিত ভিডিও ক্লিপস্ প্রদর্শন করা হবে। দপ্তর/সংস্থাগুলোও এ ধরনের ভিডিও ক্লিপস্ প্রদর্শন করবে। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েব সাইট থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে।

এছাড়া, মুজিব বর্ষে দেশের কোনো ব্যক্ত গৃহহীন থাকবে না মর্মে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশা পূরণে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাগুলো বছরব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে নিজ উদ্যোগে গৃহহীনদের মাঝে গৃহের ব্যবস্থা করবে। শিল্পমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

#

জলিল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৪৯

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিজিএমইএ’র টি-শার্ট ও পোলো শার্ট হস্তান্তর**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এর পক্ষ হতে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র প্রধান সমন্বয়কের নিকট এক লাখ টি-শার্ট ও পোলো শার্ট হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র কার্যালয়ে প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর নিকট টি-শার্ট ও পোলো শার্ট হস্তান্তর করেন বিজিএমইএ’র সভাপতি ড. রুবানা হক।

এ সময় ড. রুবানা হক বলেন, দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিজিএমইএ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। আমাদের কাজের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে পারলেই তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী মুজিববর্ষের বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিতরণের জন্য টি-শার্ট ও পোলো শার্ট দেওয়ায় বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়া মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনে স্ব-উদ্যোগে ক্যাপ ও কোটপিন সরবরাহকারীদের প্রতিও তিনি ধন্যবাদ জানান। মুজিববর্ষ সফলভাবে উদ্‌যাপনে সবাই সম্মিলিত সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র কার্যালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, যুগ্মসচিব সৈয়দ নাসির এরশাদ ও অজয় কুমার চক্রবর্তী এবং বিজিএমইএ’র কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

নাসরিন/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৭৫১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪৬

**জলবায়ু বাসের যাত্রা শুরু**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ জলবায়ু বাস। এ বাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিতকরণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগ ‘জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন (সিসিটিএফ)’ বিষয়ে প্রণীত ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু বাস এর কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

শাহাব উদ্দিন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় নানা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বিসিসিএসএপি-২০০৯ এ বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব উদ্যোগে রাজস্ব বাজেট হতে সিসিটিএফ গঠন করা হয়। ট্রাস্ট ফান্ড হতে জলবায়ু পরিবর্তন নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অভিযোজন, প্রশমন ও গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সিসিটিএফ ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে অদ্যাবধি প্রায় ৩ হাজার ২৬৪ কোটি ৪৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭২০ টি (৬৫৯টি সরকারি এবং ৬১টি বেসরকারি) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৭৫টি (সরকারি-৩১৮টি, বেসরকারি-৫৭টি ) প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। সিসিটিএফ এর অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৩টি প্রকল্প জাতীয় পুরষ্কার এবং ১টি প্রকল্প আন্তর্জাতিক পুরষ্কার লাভ করেছে। ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্পসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

উল্লেখ্য, জলবায়ু বাসে ডিজিটাল এলইডি ডিসপ্লে, মোবাইল থ্রিডি সিনেমা সিস্টেম, ইন্টারেক্টিভ কিয়স্ক, গ্রিন এনার্জির জন্য সোলার প্যানেল, ওয়াইফাই ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক তথ্য সম্বলিত আর্কাইভসহ বিশেষ এ জলবায়ু বাসটি তৈরি করা হয়েছে। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে তৈরিকৃত সচেতনতামূলক টেলিভিশন বিজ্ঞাপন, রেডিও বিজ্ঞাপন, থিম সং এবং ডকুমেন্টারি জলবায়ু বাসের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রচার করা হবে।

উদ্বোধনকালে অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি, প্রকল্প পরিচালক   
মোঃ মোখতার আহমেদ বক্তব্য রাখেন ।

#

দীপংকর/অনসূয়া/মামুন/গিয়াস/জসীম/শামীম/২০২০/১৫২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪১

**বর্তমান সরকারই বীরকন্যাদের সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়েছে**

**-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ ফাল্গুন (১৪ মার্চ):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বিএনপি-জামাত সরকারের আমলে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীরকন্যারা ছিলেন নীরবে-নিভৃতে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। বর্তমান সরকারই মুক্তিযোদ্ধা, বীরঙ্গনা-সহ বীরকন্যাদের যথোপযুক্ত সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর ঢাকা ক্লাবের স্যামসন এইচ চৌধুরী সেন্টারে স্বাধীনতার মাস এবং 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে নারী সংগঠন 'চেষ্টা' আয়োজিত বীরকন্যাদের সম্মাননা ও সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের নেতৃত্বে 'গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র' ২০টি জেলায় জরিপ চালিয়ে ইতোমধ্যে পাঁচ হাজারের অধিক বধ্যভূমি চিহ্নিত করেছে। তাঁদের জরিপ পুরোপুরি শেষ হলে দেশব্যাপী আরো কয়েক হাজার বধ্যভূমি চিহ্নিত হবে। এ থেকে বোঝা যায়, পাকিস্তানি হানাদার চক্র মুক্তিযুদ্ধে কি ভয়াবহ গণহত্যা ও নির্যাতন চালিয়েছে। প্রতিমন্ত্রী এ সময় 'চেষ্টা' সংগঠনকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রতি বছর এক লাখ টাকা হারে এবং সংবর্ধিত বীর কন্যাদের মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদানের ঘোষণা দেন।

'চেষ্টা'র সভাপতি সংসদ সদস্য সেলিনা বেগম শেলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য মেহের আফরোজ চুমকি ও আরমা দত্ত, সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল এম হারুন অর রশীদ বীরপ্রতীক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হারুন অর রশিদ।

#

ফয়সল/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৩৩

**নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর** **শিমুলিয়াঘাট ও কাঁঠালবাড়ীঘাট পরিদর্শন**

শিমুলিয়াঘাট (মুন্সিগঞ্জ), ২৯ ফাল্গুন (১৩ মার্চ):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুজিববর্ষের একটি বিশেষ উপহার। ২০২১ সালে পদ্মা সেতু চালু হলে এক্সপ্রেসওয়ের গতি আরো বেড়ে যাবে। শেখ হাসিনা শুধু স্বপ্ন দেখাচ্ছেন না, তিনি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়াঘাট এবং মাদারীপুরের কাঁঠালবাড়ীঘাট এলাকা পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৭ মার্চ থেকে বছরব্যাপী মুজিববর্ষ শুরু হতে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে  মানুষ বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থলে যাবেন। যাত্রী ও যানবাহন সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে তিনি বিআইডব্লিউটিএ'র কর্মকর্তাদের সতর্ক থাকতে এবং বছরব্যাপী যানবাহন চলাচল নিরাপদ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। এছাড়া বন্দর এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং লঞ্চ ও ফেরি  চলাচল সচল রাখতে প্রয়োজনীয় খনন কাজ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন।

বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, সদস্য (পরিকল্পনা) মোঃ দেলওয়ার হোসেন, সদস্য (অর্থ) মোঃ নুরুল আলম এবং প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং) মোঃ আব্দুল মতিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯২৫

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান আয়োজন বিষয়ে ভিডিও**

**কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের প্রতি নির্দেশনা**

ঢাকা, ২৮ ফাল্গুন (১২ মার্চ) :

বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান পরিকল্পনা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের এ বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

জন্মশতবার্ষিকীর পুনর্বিন্যাসকৃত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনি জেলা প্রশাসকগণকে ধারনা দিয়ে বলেন, জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে ১৭ই মার্চ যে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল করোনা ভাইরাসজনিত কারণে সৃষ্ট বিশ্ব পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী জনসমাগম পরিহারের প্রেক্ষিতে তা আপাতত হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত অনুশাসনের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, জনসমাগম ব্যতিরেকে দেশ বিদেশের অগণিত মানুষ যেন উদ্বোধনী আয়োজনে সম্পৃক্ত হতে পারেন সে লক্ষ্যে টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান একযোগে সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জনসাধারণের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ১৭ই মার্চের উদ্বোধন অনুষ্ঠান মিডিয়ায় সম্প্রচার-সহ জেলা পর্যায়েও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে বিভাগীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরিত নির্দেশনাগুলো অনুসরণের আহ্বান জানান।

এ সকল নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে : বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় উৎসবমুখর পরিবেশে, তবে জনসমাবেশ পরিহারপূর্বক সীমিত আকারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন; ১৭ই মার্চ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোপধ্বনি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); সকল সরকারি, বেসরকারি ভবনে ১৭ই মার্চ জাতীয় পতাকা উত্তোলন; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন; মসজিদ, মন্দির, গির্জা-সহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনার আয়োজন; দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাবার/মিষ্টান্ন বিতরণ; হাসপাতাল, কারাগার, শিশু পরিবার ও এতিম খানায় মিষ্টান্ন বিতরণ ও উন্নতমানের খাবার পরিবেশন; স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক গৃহহীনদের মধ্যে গৃহ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ; জনসমাবেশ ব্যতিরেকে আতশবাজির আয়োজন; মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাদের ভবনে ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি, উদ্ধিৃতি, জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সংবলিত সামঞ্জস্যপূর্ণ মাপ অনুযায়ী ড্রপডাউন ব্যানার ব্যবহার ও মুজিববর্ষ উদ্যাপনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে সজ্জিতকরণ; সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা, সৌন্দর্যবর্ধন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা; বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উৎসবমুখর পরিবেশে নিজস্বভাবে সীমিত আকারে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন: আলোচনা অনুষ্ঠান, দেয়াল পত্রিকা/স্মরণিকা প্রকাশ, কুইজ, রচনা, বিতর্ক ও চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, মিষ্টান্ন বিতরণ, দুপুরের খাবার ইত্যাদির আয়োজন; ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর নির্মিত ভিডিও ক্লিপিংস/ফুটেজ প্রচার; স্থানীয়ভাবে স্যুভেনির, গ্রন্থ, স্মরণিকা, দেয়াল পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ।

ভিডিও কনফারেন্সে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আ: গাফফার খান, জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

#

লিপি/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯১৩

‘পাপিয়া’ সংশ্লিষ্টতার কাল্পনিক তালিকা প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী

**সত্যতা যাচাই না করে তালিকা প্রকাশ কোনোভাবেই সমীচীন নয়**

ঢাকা, ২৭ ফাল্গুন (১১ মার্চ):

সত্যতা যাচাই না করে কোনো সংবাদ মাধ্যমে কোনো ধরনের কাল্পনিক তালিকা প্রকাশ করা কোনভাবেই সমীচীন নয়, বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মন্ত্রী।

এ সময় সম্প্রতি গ্রেফতারকৃত ‘পাপিয়া’র সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাল্পনিক তালিকা প্রকাশের অভিযোগে দৈনিক মানবজমিন সম্পাদক-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে রুজু মামলার বিষয়ে মন্তব্য চাইলে মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, ‘এ বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে কিছু কাল্পনিক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। আমি মনে করি, সত্যতা যাচাই না করে এ ধরনের কাল্পনিক তালিকা প্রকাশ কোনভাবেই সমীচীন নয়। যদি কেউ করে থাকে, সেটি পত্রিকা হোক, অনলাইনে হোক বা অন্যভাবে হোক সেটার দায় তারা এড়াতে পারেন না।’

**‘পোড় খাওয়া নেতাকর্মীরাই দলের নেতৃত্বে থাকবেন’**

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান এ সময় বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকন্যা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি একদিকে যেমন দেশ পরিচালনা করছেন, সরকার পরিচালনা করছেন, অন্যদিকে তিনি দলের প্রতিটি বিষয় নিয়ে খোঁজ খবর রাখেন। জননেত্রী শেখ হাসিনাই হচ্ছেন আমাদের দলের অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। সেকারণেই আজকে আমরা পরপর তিনবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। এ দীর্ঘ সময়ে যে সমস্ত সুযোগসন্ধানী এবং সুবিধাবাদী দলের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ঢুকে পড়েছে, দলকে তাদের থেকে মুক্ত করার জন্য আমরা কাজ করেছি।’

তিনি বলেন, ‘দলের পোড় খাওয়া নেতাকর্মীরাই দলের নেতৃত্বে থাকবেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গণমানুষের দল, সবাই এ দল করতে পারে, সমর্থন করতে পারে, কিন্তু সবাই এই দলের নেতৃত্বে আসতে পারে না। নেতৃত্বে তারাই আসবেন, যারা দলের সুসময় এবং দুঃসময়ে দলের জন্য অবিচল কাজ করবে। দলের সাধারণ সম্পাদকও বারংবার বলেছেন, যারা মাদক বা জমি দখলের সাথে যুক্ত, যারা চাঁদাবাজ তারা নেতৃত্বে থাকবে না।’

মন্ত্রী বলেন, ‘আর কয়েকদিন পরেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ১৭ মার্চ। এ উপলক্ষে জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে সমস্ত জনসমাগম সম্পৃক্ত কর্মসূচিগুলো আপাতত স্থগিত করেছেন। কোনো কর্মসূচি বাতিল করা হয় নাই। আমরা পুর্নবিন্যাস করতে যাচ্ছি। জনসমাগম হবে এমন দলীয় কর্মসূচিগুলোও আমরা স্থগিত করেছি, পরবর্তীতে এগুলো সুবিধাজনক সময়ে পালিত হবে।’

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন, নাটোর জেলার আওয়ামী লীগ সভাপতি মোঃ আব্দুল কুদ্দুস এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি, মোঃ শফিকুল ইসলাম শিমুল এমপি, দলের উপ-দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান-সহ নাটোর জেলার আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সভায় যোগ দেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯০৮

**দেশপ্রেমিক সোনার মানুষ হয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা**

**জানাতে শিশুদের প্রতি নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ২৭ ফাল্গুন (১১ মার্চ) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী শিশুদের উদ্দেশে বলেন, ’৭৫ পরবর্তী আমাদেরকে বঙ্গবন্ধুর কথা উচ্চারণ করতে দেয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধুর কথা স্কুল-কলেজে বলতে দেয়া হতোনা। তোমরা ইতিহাসের সৌভাগ্যবান শিশু।’ সত্যিকার দেশপ্রেমিক সোনার মানুষ হয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে তিনি শিশুদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে এসব কথা বলেন। ‘বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা’ এর আয়োজন করে।

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেন, আমরা বিজয়ী জাতি। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত ও মা-বোনদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়। তখন বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের বয়স ছিল ১০ বছর। রাসেলকে মায়ের পাশে নিয়ে হত্যা করা হয়, যা ইতিহাসের একটি নির্মম পৈশাচিক ঘটনা।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা এখন স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধুর কথা বলতে পারছি। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ‘কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন’ গঠন করেছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সেটি আর আলোর মুখ দেখেনি।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, শুধু ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হয়না। এজন্য দেশপ্রেমিক সোনার মানুষ হতে হবে। প্রকৃত সোনার মানুষ হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনে অবদান রাখতে প্রতিমন্ত্রী শিশুদের শপথবাক্য পাঠ করান। পরে বঙ্গবন্ধুসহ শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/মামুন/গিয়াস/জসীম/শামীম/২০২০/১৫৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯০৬

**আন্তঃকলেজ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ২০২০ স্থগিত**

ঢাকা, ২৭ ফাল্গুন (১১ মার্চ) :

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহে আগামী ১৮ মার্চ থেকে দেশব্যাপী অনুষ্ঠেয় ‘মুজিববর্ষ আন্তঃকলেজ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০২০' করোনা ভাইরাসের কারণে স্থগিত করা হয়েছে।

পরিবর্তিত কর্মসূচির তারিখ কলেজসমূহকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যথাসময়ে জানিয়ে দেয়া হবে।

#

ফয়জুল/অনসূয়া/মামুন/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৫০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৯৭

**আদালতের রায় অনুযায়ী বিএনপি’রও ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেয়া উচিত**

**- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ) :

আদালতের রায় অনুযায়ী বিএনপি’রও ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ ।

আজ দুপুরে ঢাকায় সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান হিসেবে গ্রহণ করে সবাই যাতে জয় বাংলা স্লোগান দেয় সেজন্যই মহামান্য হাইকোর্ট একটি রায় দিয়েছে। এই কাক্সিক্ষত রায়কে আমরা স্বাগত জানাই।’

‘জয় বাংলা’ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান, ‘জয় বাংলা’ কোন দলের স্লোগান নয় উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, মুক্তিযুদ্ধ এবং আমাদের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম সবক্ষেত্রেই স্লোগান ছিল ‘জয় বাংলা’। সুতরাং এই স্লোগান দিতে যাদের লজ্জা লাগে হাইকোর্টের রায়ের পর আমি আশা করবো সেই লজ্জা আর থাকবে না। হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী বিএনপি-সহ তাদের সবারই এখন জয় বাংলা স্লোগান দেয়া উচিত।

**‘করোনা’ নিয়ে রাজনীতি নয়**

‘মুজিববর্ষে বিদেশিরা আসতে চায়নি বলে সরকার দেশে করোনা শনাক্তের ঘোষণা দিয়েছে’- বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের এহেন মন্তব্য খণ্ডন করে মন্ত্রী বলেন, ‘বিশ্বনেতারা মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানে আসার সম্মতি দিয়েছিলেন এবং নিশ্চিত করেছিলেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের মান্যবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফর নিশ্চিত মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। যেদিন মুজিববর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটি বেশি জনসমাগমের অনুষ্ঠানগুলো আপাতত পরিহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়েছিল, সেদিনও ভারতের পক্ষ থেকে সফরের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল। আমাদের সরকার, দল ও সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এবং বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হবার পর সেই অনুষ্ঠানগুলো সংকুচিত এবং পুনর্বিন্যাস করার নির্দেশনা দেন, কোনো অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়নি।’

মন্ত্রী এ সময় করোনা নিয়ে অযথা আতঙ্ক পরিহারের বিষয়ে বলেন, ‘কিছু পত্র-পত্রিকা করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, যা না করার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ জানাবো। বাংলাদেশে তেমন আতঙ্ক ছড়ানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। সরকার এই করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বহু আগে থেকে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে।

‘অন্যদিকে একটি অসাধু মহল মাস্ক, হ্যান্ডওয়াশ ও ক্লিনিক মেটেরিয়ালসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, যে বিষয়ে সরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে এবং সরকার তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে’ জানিয়ে ড. হাছান বলেন, করোনা ভাইরাস নিয়ে রাজনীতি, আতঙ্ক ছড়ানো বা মুনাফা লোটা কোনভাবেই সমীচীন নয়।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৮৭

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ):

করোনা ভাইরাসজনিত কারণে সৃষ্ট বিশ্ব পরিস্থিতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য এবং জনগণের কল্যাণের বিষয় বিবেচনা করে ব্যাপক জনসমাগম পরিহার করে জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান পালন করা হবে। জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে উদ্বোধন অনুষ্ঠান হচ্ছে না।

জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কর্মসূচি নতুনভাবে সাজানোর লক্ষ্যে আজ ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

সভায় প্রধান সমন্বয়ক গতকাল গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তাৎক্ষণিকভাবে অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটি ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির যৌথসভায় তাঁর প্রদত্ত নির্দেশনা সম্বন্ধে সবাইকে অবহিত করেন। তিনি জানান, ১৭ই মার্চ ব্যাপক জনসমাগম পরিহার করে উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কর্মসূচি পালন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও দোয়া মাহফিল আয়োজন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সীমিত আকারে অনুষ্ঠান, স্মারক ডাকটিকিট ও স্মারক মুদ্রা উন্মোচন এবং স্মরণিকা ও স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। প্রধান সমন্বয়ক প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বলেন, “বঙ্গবন্ধু বলেছেন, আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন বাংলাদেশের মানুষ যেন অন্ন পায়, বাসস্থান পায়, বস্ত্র পায়’’। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মুজিববর্ষে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের গৃহ দেওয়া হবে। প্রতিটি মানুষের ঠিকানায় ঘর দেওয়া হবে। এরকম জনকল্যাণমূখী কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপিত হবে।

আজকের সভায় পুনর্বিন্যাসকৃত উদ্বোধন অনুষ্ঠান ভিন্নমাত্রায় ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যাতে জনসমাগম এড়িয়ে সবাই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারেন। এ লক্ষ্যে আসাদুজ্জামান নূর, এমপি-কে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সূচি সম্বন্ধে প্রস্তাবনা জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সবাইকে জানানো হবে।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে এম আব্দুল মোমেন, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূর, অসীম কুমার উকিল, র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

লিপি/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৮৫

**জনগণের স্বাস্থ্য নয়, এখনো বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়েই চিন্তিত বিএনপি**

**--- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ):

'জনগণের স্বাস্থ্য নয়, এখনো বিএনপি বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়েই বেশি চিন্তিত' বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘সমগ্র পৃথীবীর মানুষ এখন করোনা ভাইরাস নিয়ে চিন্তিত।  আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে যে প্রতিকার ও শনাক্তকরণ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তার মাধ্যমে তিন জনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। শনাক্ত প্রক্রিয়াধীন অন্যদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। কিন্তু বিএনপি'র বক্তব্যে মনে হচ্ছে তারা করোনা ভাইরাস নিয়ে শঙ্কিত নয়, বরং চিন্তিত খালেদা জিয়াকে নিয়ে। কারণ তাদের মধ্যে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে বেশি চিন্তা দেখতে পাচ্ছি। দেশের মানুষ যেটা নিয়ে চিন্তিত সেটা নিয়ে বিএনপি চিন্তিত নয়, এটি তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে মনে হচ্ছে। ’

'আমি বিএনপিকে অনুরোধ জানাবো, যদি জনগণের রাজনীতি করতে চান, বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে বেশি চিন্তিত না হয়ে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হন', বলেন তথ্যমন্ত্রী ।

মুজিববর্ষে বিএনপি'র রাজনীতি কেমন হওয়া উচিত- এমন প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি মুজিববর্ষে হিংসা ও বিদ্বেষের নিরসন হওয়া প্রয়োজন। খালেদা জিয়া হিংসার রাজনীতিটা করেন। তার জন্ম তারিখ পাল্টে যেদিন জাতির পিতাকে হত্য করা হয়েছিলো, সেদিন তার জন্মের তারিখ নয়, তবুও সেদিন ভুয়া জন্মদিন পালন করেছেন, নিজে কেক কেটেছেন। তার সরকার যখন ক্ষমতায়, তখন বঙ্গবন্ধু কন্যাকে হত্যার জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তার সন্তান তারেক রহমানের নেতৃত্বে গ্রেনেড হামলা পরিচালনা করা হয়েছিলো। যারা ঘৃণা ও হিংসার রাজনীতি করে, দেশের মানুষ নিয়ে তারা চিন্তা করে না।’

'করোনা' বিষয়ে রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষের পদক্ষেপ কেমন হওয়া উচিত সে প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, শুধু করোনা ইস্যু নয় যেকোনো জাতীয় ইস্যুতে দল-মত নির্বিশেষে সবার ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা উচিত।

বিমানবন্দরে করোনা স্ক্যনিংয়ে কোনো ঘাটতি রয়েছে কি না, এ প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সবাইকেই পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আমি চিকিৎসক নই, সে কারণে আমি টেকনিক্যাল উত্তর দিতে পারবো না। আমি যেটুকু জানি, করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার ১৫ দিন পর  শনাক্ত করা যায়। চীনে এটির উৎপত্তি কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যাদের উন্নত সব প্রস্তুকি ছিলো, তারাও করোনা ভাইরাস আটকাতে পারেনি। ইতালিতেও গেছে। তারা এতো কিছু প্রস্তুতি নিয়েও এই যাওয়াটা ঠেকাতে পারেনি। সেখানে বাংলাদেশ যতটা ঠেকিয়ে রেখেছে, সেটি অন্য অনেক দেশের চেয়ে ভালো প্রস্তুতিরই স্বাক্ষর।'

#

আকরাম/মাহমুদ/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৯২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৮৪

**দ্রুত ফাইল নিষ্পত্তির নির্দেশ শ্রম প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ) :

সহজে জনগণের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতে মন্ত্রণালয়ের কাজ আরো গতিশীল করতে কর্মকর্তাদের দ্রুত ফাইল নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় নিজ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের এ নির্দেশ দেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুদ্ধ আচরণই শুদ্ধাচার, শুদ্ধাচার বর্তমান সরকারের দূরদর্শিতা। তিনি কর্মকর্তাদের কর্মচারী আচরণ বিধিমালা যথাযথভাবে পালন এবং সহকর্মীদের সাথে শুদ্ধাচরণ ও সুসম্পর্ক রাখার তাগিদ দেন এবং কর্মকর্তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করতে বলেন। জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের ফলে উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের মাঝে পৌঁছে যাবে বলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ এর প্রাক্কালে তিনি প্রত্যাশা করেন।

কর্মশালায় মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, ড. মোঃ রেজাউল হক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায় এবং শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কে এম মিজানুর রহমান-সহ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তরসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী তিন দিনব্যাপী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

#

আকতারুল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭৮

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসীদের ঐক্য অটুট থাকতে হবে**

**- আইনমন্ত্রী**

**ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ) :**

‘সফল হতে হলে আমাদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসীদের ঐক্য অটুট রাখতে হবে। সেই প্রতিজ্ঞা আমাদের সবসময় থাকতে হবে এবং এই ব্রত নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।’

গতকাল রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে তিনি এ কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

আইনমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর সারাটা জীবন বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করে গেছেন, জীবনের দীর্ঘ সময় জেল খেটেছেন। ১৯৭১ সালে আমাদেরকে স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর এই সময়ে তাঁর জন্য কর্তব্য পালনের সুযোগ এসেছে। কর্তব্য পালনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি ঋণশোধ করার জন্য তিনি আইনজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সাবেক আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু এর সভাপতিত্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর নবনির্বাচিত মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস।

#

রেজাউল/পরীক্ষিৎ/গিয়াস/জসীম/আসমা/*২০২০/১৬০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৭৬

**জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ):

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১০ মার্চ ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২০’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে পূর্ব প্রস্তুতি, টেকসই উন্নয়নে আনবে গতি’ যা জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, অসময়ে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, পাহাড়ধস, বজ্রপাত, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদির প্রকোপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জীবন-জীবিকার পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় স্থানীয় জনগণ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ডের সংস্কৃতি বিশ্বে বাংলাদেশকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-কে সরকারি কর্মসূচি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের কার্যক্রম শুরু করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে প্রতিহত করা না গেলেও দুর্যোগ মোকাবিলার পূর্ব প্রস্তুতির মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। এ কারণে দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। মুজিববর্ষে টেকসই উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনগণকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, গণমাধ্যম, স্থানীয় জনগণসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাক-দুর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও ঝুঁকিহ্রাসে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২০’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/গিয়াস/জসীম/শামীম/২০২০/১৫৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৬৭

**ব্লু-ইকোনমির বিকাশে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম যুগপৎ কাজ করবে**

**বাংলাদেশে নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎকালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ ফাল্গুন (৮ মার্চ):

ব্লু-ইকোনমির বিকাশে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম যুগপৎ কাজ করবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত Pham Viet Chien সাক্ষাৎ করতে এলে মন্ত্রী একথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম দু’টি দেশই দীর্ঘ সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তাই দু’টি দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক মিল রয়েছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জায়গাও দু’টি দেশের মধ্যে অনেক যোগসূত্র রয়েছে।’

ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘ভিয়েতনামের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে একসাথে কাজ করতে পারে। তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে দুটি দুশের সম্পর্ক আরো গভীর হতে পারে।’ এ বছর ভিয়েতনামের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের পরিকল্পনা রয়েছে বলেও রাষ্ট্রদূত মন্ত্রীকে অবহিত করেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, যুগ্মসচিব মোঃ তৌফিকুল আরিফ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদার এবং বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম চেম্বার অভ্ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি এস এম রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শেষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূতের হাতে মুজিববর্ষের স্মারক তুলে দেন এবং ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত মন্ত্রীর হাতে ভিয়েতনামের ঐতিহ্য সংম্বলিত একটি ক্রেস্ট তুলে দেন।

#

ইফতেখার/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৬৪

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে ডিজিটাল কিয়স্ক উদ্বোধন**

ঢাকা, ২৪ ফাল্গুন (৮ মার্চ):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন আজ সচিবালয়ের ১৪ তলায় মন্ত্রণালয়ের অতিথি বিশ্রামাগারে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ডিজিটাল কিয়স্কের উদ্বোধন করেছেন।

কিয়স্ক উদ্বোধনকালে মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বঙ্গবন্ধু বৃক্ষ রোপণ, হাওর, নদী ও অন্যান্য জলাভূমির উন্নয়ন এবং উপকূলীয় বনভূমি সৃজনে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছিলেন। জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত এই কিয়স্কের মাধ্যমে আগত দর্শনার্থীরা পরিবেশ সংরক্ষণে জাতির পিতার বৃক্ষরোপণ-সহ পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যান্য বিষয়ে জানতে পারবে।

মন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের স্থির এবং ভিডিও চিত্রও এ কিয়স্কে মুজিববর্ষ ব্যাপী প্রদর্শিত হবে। বৃক্ষ রোপণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে, ‘সুরক্ষিত গাছ নির্মল বায়ু, বৃদ্ধি পাবে মোদের আয়ু’ ; ‘সবাই মিলে লাগাই বৃক্ষ, মুজিব বর্ষে শতলক্ষ ’ এবং ‘জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করি, ধরিত্রী রক্ষা করি’ ইত্যাদি স্লোগান অফিস চলাকালীন প্রদর্শন করা হবে। তিনি জানান, এ কিয়স্কের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম সম্পর্কে আগত ব্যক্তিবর্গ জানতে পারবে।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৬১

**দেশে কোনো গৃহহীন থাকবে না**

**-- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ ফাল্গুন (৮ মার্চ):

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, আগামীতে বাংলাদেশে কোনো গৃহহীন থাকবে না। প্রত্যেক দরিদ্র গৃহহীন পরিবারকে  দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ করে দেয়া হবে। যাদের ঘর করার জমি নেই, তাদের জন্য সরকার জমির ব্যবস্থা করে সেখানেই ঘর নির্মাণ করে দিবে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশের প্রতিটি গ্রামের একটি দরিদ্র পরিবারকে দুর্যোগ সহনীয় ঘর করে দেওয়া হবে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে ৬০ লাখ ঘর তৈরি করে দেয়া হবে।

        প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় চকবাজারে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উপলক্ষে অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্পে করণীয় বিষয়ে আয়োজিত মহড়ায়  প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতির বিকল্প নেই। পূর্ব প্রস্তুতি থাকলে যেকোনো দুর্যোগে ঝুঁকি ও ক্ষয় ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। তাই সারাদেশে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডে করণীয় বিষয় দেশের মানুষকে সচেতন করতে মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে । তিনি আরো বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বাড়াতে ১৭০০ কোটি টাকার উদ্ধার সরঞ্জাম ক্রয় করা হবে। এসব সরঞ্জামের মধ্যে হেলিকপ্টার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

      অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য হাজী মোহাম্মদ সেলিম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ কামাল, অতিরিক্ত সচিব মোঃ আকরাম হোসেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মহসিন এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিচালক জিল্লুর রহমান।

#

সেলিম/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৫২

**বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিলো  
 --পরিবেশ মন্ত্রী**

মৌলভীবাজার, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলো। এই ভাষণের কল্যাণেই আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। মন্ত্রী আরও বলেন, জাতির পিতার এই ভাষণটিকে ইউনেস্কো বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বে এখন এই মহাকাব্যিক ভাষণটি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে।

আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার দাশের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী আরও বলেন, সরকার ১৭ মার্চ থেকে পরবর্তী এক বছর জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ  'মুজিববর্ষ' উদযাপন করবে। ১৭ মার্চ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সাফারিপার্ক, ইকোপার্কসহ সকল স্থাপনা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, বিনামূল্যে পরিদর্শন করতে পারবে। পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, তাঁর মন্ত্রণালয় মুজিব শতবর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে ৫ জুন সারাদেশে একযোগে শতলক্ষ গাছের চারা রোপণ করবে।

উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, তোমাদের আদর্শ মানুষ হতে হবে। কোনো কিছু না বুঝে মুখস্থ করা যাবে না। মন্ত্রী বলেন, জীবনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগুতে হবে এবং প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তিনি  বলেন, বর্তমানে মানসম্মত শিক্ষাই সরকারের অগ্রাধিকার।

উল্লেখ্য, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে চারতলা ভিত বিশিষ্ট একতলা ভবনটি  নির্মাণে মোট বিরাশি লাখ উনআশি হাজার টাকা ব্যয় হয়। একাডেমিক ভবনে তিনটি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পরিবেশ মন্ত্রী বিদ্যালয়ের বার্ষিক ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন করেন।

#

দীপংকর/নাইচ/মোশারফ/শামীম/২০২০/২০৩৩ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৮৫১

**ইস্তাম্বুলে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালিত**

ইস্তাম্বুল (তুরস্ক), ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

বাংলাদশে কনস্যুলেট, ইস্তাম্বুল যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ৭ই মার্চ কনস্যুলেট প্রাঙ্গনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালন করে । এ দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি Ôবঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও প্রবাসীদের ভূমিকাÕ র্শীষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনার শুরুতে কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম তাঁর স্বাগত বক্তব্যে ৭ই মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধুর এ কালজয়ী ভাষণটি আজ বিশ্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। UNESCO এ ভাষণটিকে World’s Documentary Heritage এর মর্যাদা দিয়েছে, যা জাতি হিসেবে আমাদেরকে করেছে গর্বিত ও আনন্দিত । এ দিবসটি আজ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে কারণ জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এ ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ সময়কে সরকার ′মুজিববর্ষ′ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আলোচনার প্রারম্ভে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের কালজয়ী ভাষণের ভিডিও প্রর্দশন করা হয় ।

#

নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৪২

**৭ মার্চ পালন না করা প্রকারান্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামকেই অস্বীকার করার শামিল**

**-- বিএনপির উদ্দেশে তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

'৭ মার্চ পালন না করা প্রকারান্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামকেই অস্বীকার করার শামিল' বলেছেন তথ্যমন্ত্রী  ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ ঢাকায় সার্কিট হাউজ রোডের তথ্য ভবন মিলনায়তনে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা ও সম্মাননা স্মারক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বিএনপি’র উদ্দেশে মন্ত্রী একথা বলেন।

  তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আজ সেই ৭ই মার্চ, যেদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, তার ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির রক্তে আগুন ধরিয়েছিল, নিরস্ত্র বাঙালি জাতি সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। আজ সমগ্র জাতি পালন করলেও বিএনপি ৭ই মার্চ পালন করতে পারে না এবং করে না। এটি তাদের রাজনৈতিক দীনতা।'

'৭ই মার্চ কোনো দলের নয়, এটি সমগ্র জাতির' উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, 'সমস্ত বিচার বিশ্লেষণ করে জাতিসংঘের ইউনেস্কো যে ৭ই মার্চের ভাষণকে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে, স্বীকৃতি দিয়েছে, সেই ৭ই মার্চের ভাষণকে বিএনপি-সহ কিছু গোষ্ঠী স্বীকৃতি দিতে পারে না, পালন করে না। ৭ই মার্চ পালন না করা প্রকারান্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামকেই অস্বীকার করার শামিল।'

বিএনপি’র উদ্দেশে তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর দ্বারপ্রান্তে এসে আমি আশা করবো, বিএনপি যে ভুলের রাজনীতি করছে, তা থেকে তারা বেরিয়ে আসবে এবং ভবিষ্যতে তারা ৭ই মার্চও পালন করবে। তাহলেই বরং বাংলাদেশের মানুষ তাদের বাহবা দেবে এবং তারাও তাদের নেতিবাচক ও ভুলের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।'

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় তথ্যসচিব কামরুন নাহার বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী যখন সমাগত, আজ ৭ই মার্চের এই দিনে দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলাই হোক আমাদের শপথ।’

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)’র ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক স ম গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ও ডিএফপি'র সাবেক মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ ধারণ ও সংরক্ষণে দুঃসাহসী ভূমিকা পালনকারী ৮ জনের দলের দুই জীবিত সদস্য আমজাদ আলী খন্দকার ও সৈয়দ মইনুল আহসান এ সময় স্মৃতিচারণ করেন। তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ তাদের দু'জন ও অপর ছয় প্রয়াত সদস্য আবুল খায়ের মোঃ মহিব্বুর রহমান, জি জেড এম এ মতিন, এম এ রউফ, এস এম তৌহিদ, মোঃ হাবিব চোকদার ও মোঃ জোনায়েদ আলীর পরিবারের হাতে ৭ মার্চ সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাহানারা পারভীন, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক বিধান চন্দ্র কর্মকার, চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান নিজামুল কবীর, তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাবৃন্দ ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩৭

**আন্তর্জার্তিক নারী দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ মার্চ ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে শুরু করে সকল কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার নারী-পুরুষের সমতা বিধানে নারী শিক্ষার বিস্তার, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়নসহ নারীর প্রতি সবধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১’, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন-২০১০’, ‘ডিএনএ আইন-২০১৪’, ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭’ ও ‘যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৮’। ভিজিডি, মাতৃত্বকালীন ভাতা, ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নে এসব সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ কর্তৃক ‘প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন’ ও ‘এজেন্ট অভ চেঞ্জ’ অ্যাওয়ার্ডে ভুষিত হয়েছে। আমি আশা করি, দেশের টেকসই উন্নয়নে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সহযাত্রী হিসেবে কাজ করবেন।

বতর্মান সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের ফলে নারী উন্নয়ন আজ দৃশ্যমান। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, কূটনীতি, সশস্ত্র বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী, শান্তিরক্ষা মিশনসহ সর্বক্ষেত্রে নারীর সফল অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ ক্রমন্বয়ে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। মুজিববর্ষে নারী উন্নয়নে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে সমঅধিকারের একটি বাসযোগ্য পৃথিবী, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এটাই হোক সকলের প্রত্যাশা।

আমি ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২০’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরানুল/গিয়াস/আব্বাস/২০২০/১৭০৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩১

**আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মসূচি**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

আগামী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এ বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারীর অধিকার রক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতা সৃষ্টির জন্য  দিবসটির গুরুত্ব অপরিসীম। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-

প্রজন্ম হোক সমতার

সকল নারীর অধিকার

আগামী ৮ মার্চ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে উদ্বোধন অনুষ্ঠান, দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, ডকুমেন্টারি প্রদর্শন ও জাতীয় পর্যায়ে ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতাকে সম্মাননা প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। বাংলাদেশে টেলিভিশনসহ অন্যান্য টেলিভিশন ও গণমাধ্যমে টকশো, বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

দেশব্যাপী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ পালনের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে অসামান্য অগ্রগতি, সমতা সৃষ্টি, বৈষম্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিয়ে বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধে ব্যানার, প্লাকার্ড, ফেস্টুন, স্যুভেনিয়ুর প্রকাশিত ও প্রদর্শিত হবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উপলক্ষে আগামী ১৬ থেকে ১৮ মার্চ দেশজুড়ে তিন দিনব্যাপী ‘নারী উন্নয়ন মেলা’ আয়োজন করা হবে।

#

আলমগীর/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৭১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৮

**ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক ৭ মার্চউপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে ৭ মার্চ এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক এদিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসমুদ্রে তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।’

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ অঞ্চলের জনগণের উপর নেমে আসে বৈষম্য আর নির্যাতনের জাঁতাকল। অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাড়াও সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী। শুরু হয় বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। ১৯৪৮-৫২’র ভাষা আন্দোলন, ৫৪’র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২’র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬’র ৬-দফা আন্দোলন, ৬৯’র গণঅভ্যুত্থান এবং ৭০’র সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ের পথ ধরে বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম যৌক্তিক পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। আর এসব আন্দোলন-সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

অবশেষে চলে আসে ৭ মার্চের সেই ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণ। রেসকোর্সের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে তিনি প্রদান করলেন স্বাধীনতার পথ-নকশা। যুদ্ধ অনিবার্য জেনে তিনি শত্রুর মোকাবিলায় বাঙালি জাতিকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন: ‘তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।’ জাতির পিতার এই সম্মোহনী আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা গণহত্যা শুরু করে। জাতির পিতা ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ শহিদ হন। ২ লাখ মা-বোন সম্ভ্রমহারা হন। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ আর বহু ত্যাগের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ছিনিয়ে আনি মহান স্বাধীনতা, বাঙালি জাতি পায় মুক্তির কাঙ্ক্ষিত সাধ। প্রতিষ্ঠা পায় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ। লেখক ও ইতিহাসবিদ Jacob F. Field এর বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা 'We Shall Fight on the Beaches : The Speeches That Inspired History' গ্রন্থে এই ভাষণ স্থান পেয়েছে। অসংখ্য ভাষায় অনুদিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ।

জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক ২০১৭ সালে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহাসিক (World Documentary Heritage) হিসেবে ইউনেস্কোর International Memory of the World Register এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সমগ্র দেশ ও জাতি গর্বিত। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বাঙালির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতার এই ভাষণের দিকনির্দেশনাই ছিল সে সময় বজ্রকঠিন জাতীয় ঐক্যের মূলমন্ত্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে অমিত শক্তির উৎস ছিল এ ঐতিহাসিক ভাষণ। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ আমাদের ইতিহাস এবং জাতীয় জীবনের এক অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য অধ্যায়; যার আবেদন চির অম্লান। কালজয়ী এই ভাষণ বিশ্বের শোষিত, বঞ্চিত ও মুক্তিকামী মানুষকে সবসময় প্রেরণা যুগিয়ে যাবে।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ২৬ মার্চ ২০২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা বঙ্গবন্ধুর অসামপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করছি। তিনি যে সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, বাঙালি জাতির জন্য যে উন্নত জীবনের কথা ভেবেছিলেন, তার সেই স্বপ্নকে আজ আমরা বাস্তবে রূপ দিচ্ছি।

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছি। গত ১১ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি খাতে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। ইতোমধ্যে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

আসুন, আমরা দৃঢ় সংকল্পে আবদ্ধ হই-বাংলাদেশকে আমরা বিশ্বসভায় আরও উচ্চাসনে নিয়ে যাব; আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ-শান্তিপূর্ণ আবাসভূমিতে পরিণত করবো। ঐতিহাসিক ৭ মার্চে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/কুতুবুদ-দ্বীন/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৭

**ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ৭ মার্চ, বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। এ দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর অনন্য সাধারণ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে অর্জন করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। তবে তা একদিনে অর্জিত হয়নি। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনের এই দীর্ঘ বন্ধুর পথে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিকনির্দেশনা জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১ মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অসীম সাহসিকতার সাথে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে বজ্রকণ্ঠে যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন তা ছিল মূলত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাস্বর ওই ভাষণে জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’, যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। ঐতিহাসিক সেই ভাষণের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পৃথিবীর কালজয়ী ভাষণগুলোর অন্যতম। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্তিকামী জনগণকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ঐ ভাষণ ছিল এক মহামন্ত্র। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর এই ভাষণকে World's Documentary Heritage এর মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাঙালি হিসেবে এটি আমাদের বড় অর্জন। এ ভাষণের কারণে বিশ্বখ্যাত নিউজউইক ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে Poet of Politics হিসেবে অভিহিত করে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ কেবল আমাদের নয় বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলা’য় পরিণত করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্ন। আমাদের মহান নেতার সে স্বপ্ন পূরণে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হবে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘রূপকল্প-২০২১’ ও ‘রূপকল্প-৪১’ ঘোষণা করেছেন। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমি দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার আহ্বান জানাই।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

ইমরানুল/কুতুবুদ-দ্বীন/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৪

**নতুন প্রজন্ম সমতার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে**

**- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

‘প্রজন্ম হোক সমতার, সকল নারীর অধিকার’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পালিত হতে যাচ্ছে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০। এবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ ঢাকা-সহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সকাল দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত উদ্যাপিত হল মহিলা সমাবেশ।

আজ ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি নারী উন্নয়ন সংগঠনের অংশগ্রহণে মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন অনুষ্ঠানের দ্বারপ্রান্তে। বঙ্গবন্ধু নারীর সমঅধিকার ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংবিধানে নারী-পুরুষের সমতার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। জাতির পিতার আদর্শ অনুসারে সমতা সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক উন্নত দেশকে পিছনে ফেলে দিয়েছে যা বিশ্বে রোল মডেল। আমাদের নতুন প্রজন্ম সমতার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। মুজিববর্ষে এটাই আমাদের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা বলেন, ১৮৫৭ সালের যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সূচ তৈরির কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিকরা সমমুজুরির দাবিতে সোচ্চার হয়। কারখানার কর্মপরিবেশ, অসম মজুরি ও বার ঘণ্টা কর্ম দিবসের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ মিছিল করে। সেই মিছিলে পুলিশ হামলা করে ও অনেক নারী শ্রমিককে বন্দি করে। এই দিনটিকে সামনে রেখে সম-অধিকারের দাবিতে চলতে থাকে বিভিন্ন আন্দোলন। এই দিনটি স্মরণ করার জন্য জার্মান নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন ১৯১০ সালে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের ঘোষণা দেন। বাংলাদেশে দিনটি যথাযথ মর্যাদায় উদ্যাপিত হয়ে আসছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন, জাতীয় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, শ্রম বাজারে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যেম দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর। তিনি আরো বলে, বাংলাদেশে নারীরা রাজনীতি, প্রশাসন, বিচারবিভাগ, চিকিৎসা, প্রকৌশল, সামরিক বাহিনী, খেলাধুলা-সহ উন্নয়নের সর্ব ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। বক্তারা নারী উন্নয়নে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সমাবেশে আরো বক্তৃতা করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পারভীন আকতার, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ বেগম এডভোকেট-সহ মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। সমাবেশে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরাম, স্টেপ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, সেভ দ্য চিলড্রেন, গার্লস গাইড ও ইউসেফ-সহ বিভিন্ন সংগঠন।

#

আলমগীর/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

Handout Number: 816

**UNHC for Human Rights recognises Bangladesh’s achievement**

Dhaka, 5 March 2020:

The High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet acknowledged Bangladesh’s proven track record as a trusted partner of the United Nations and recognized it’s achievement of the Sustainable Development Goals as well as the government’s commitment to uphold the rule of law. She commended the Government’s efforts in hosting the forcibly displaced Rohingyas despite scarcity of resources. The High Commissioner profusely lauded, in particular, the Government for allowing education for the Rohingya children.

Michelle Bachelet made this comment during a meeting with the visiting State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam in Geneva, Switzerland yesterday.

State Minister said, Bangabandhu’s daughter Prime Minister Sheikh Hasina is committed to strengthen the roots of democratic norms, rule of law and respect for human rights in Bangladesh. 'Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, struggled for a secular and pluralistic society and, as we are celebrating his birth centenary, we have the opportunity to reflect on his values and ideals' he added.

Following up on the recent engagements at the high political level, the State Minister reiterated Bangladesh Government’s willingness to continue to work closely. Referring to the High Commissioner’s comment on Bangladesh during her recent global round up in the ongoing session of the Human Rights Council, he highlighted the risks associated when UN bodies use unconfirmed information. In order to avoid exaggeration, he urged the UN human rights chief to verify information received from alternative sources.

Bachelet accepted the State Minister’s invitation to visit Bangladesh in the context of the Mujib Year.

The State Minister was in Geneva in connection with the launch of the ‘Joint Response Plan for Rohingya Humanitarian Crisis’. He also met the UN High Commissioner for Refugees on Tuesday.

#

Tohidul/Anasuya/Parikshit/Shamim/2020/1641 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮১৫

**মুজিববর্ষে আইসিটি বিভাগ ‘হান্ড্রেডপ্লাস স্ট্র্যাটেজি’ গ্রহণ করেছে**

**-আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে ‘হান্ড্রেডপ্লাস স্ট্র্যাটেজি’ গ্রহণ করেছে। আইসিটি বিভাগ প্রতিটি কার্যক্রমে শতভাগ অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বলে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মুজিববর্ষের সময়সীমার মধ্যে নতুন ১০০টি নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা হবে। ১০০ জন স্টার্টআপকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। আইসিটি বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ সারা বছর অতিরিক্ত ১০০ ঘণ্টা কাজ করবেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি বিভাগের সভাকক্ষে ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আইসিটি সেক্টরে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে এক লক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে এবং পরবর্তীতে প্রতিবছর এক লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। তিনি বলেন, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। তথ্যপ্রযুক্তি যেমন নারী পুরুষের সমতা নিশ্চিত করে তেমনি দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে। তিনি জানান বর্তমান সরকারের ‘বটম আপ এপ্রোচ’ পদ্ধতি অনুসরণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি-কৌশলের কারণে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৪তম। তিনি সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আইসিটি বিভাগের গৃহীত উদ্যোগ ও কার্যক্রমসমূহের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট ২০২০, জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের হলোগ্রাফিক প্রোজেকশন, অনলাইনে মুজিববর্ষ, মোবাইল গেইম ও অ্যাপ্লিকেশনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উদ্যোগ, আইসিটি ডিভিশনের ১০০ প্লাস কৌশলগত পরিকল্পনা, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) এর দশ বছর   
উদ্‌যাপন উপলক্ষে মহাসম্মেলন আয়োজন, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০ আয়োজন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন প্রতিমন্ত্রী।

এসময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও এর অধীন সংস্থাসমূহের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮১৪

**পাটখাতে অবদানের জন্য ১১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করবে সরকার**

ঢাকা, ২১ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

পাট বিষয়ে গবেষণা, পাটের উৎপাদন, বহুমুখি পাটপণ্যের উৎপাদন, ব্যবহার ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে অবদানের জন্য সরকার ১১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করবে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক। পাট গবেষণা, উদ্ভাবন, বীজ উৎপাদন, পাটপণ্য প্রস্তুত, রপ্তানি ও মহিলা উদ্যোক্তাসহ ১১ টি ক্যাটাগরিতে ১১ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘জাতীয় পাট দিবস ২০২০’ উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা বিবেচনায় পাটচাষীদের উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি পাট শিল্পের সম্প্রসারণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাটের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ, পাট ক্রয়-বিক্রয় সহজিকরণের জন্য এসএমএসভিত্তিক পাট ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাকরণ, কাঁচা পাট ও বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে প্রণোদনা ও অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধিকরণে সরকার ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। তিনি জানান, গত মৌসুমে দেশে ৭৪ দশমিক ৪৬ লক্ষ বেল কাঁচাপাট উৎপাদন হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি পর্যন্ত পাট ও পাটজাত পণ্যে ৬১৬ দশমিক ২০ মিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয় হয়েছে। এই আয় গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ২০ দশমিক ৮২ শতাংশ বেশি।

তিনি বলেন, পলিথিন ও প্লাস্টিকের অতি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহারে বিশ্বব্যাপী নতুন আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। পাটের তৈরি বহুমুখী পরিবেশবান্ধব নতুন পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পাটের গৌরব পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর মাধ্যমে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ ও ব্যবহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বহুমুখী পাটজাত পণ্যের প্রায় ৭০০ উদ্যোক্তা ২৮২ প্রকার দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্য উৎপাদন করছেন যার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে বলে তিনি এসময় উল্লেখ করেন।

ব্রিফিং-এ জানানো হয়, আগামী ৬ মার্চ ঢাকায় অফিসার্স ক্লাবে পাট দিবসের মূল অনুষ্ঠান এবং ৬-১০ মার্চ পাঁচদিনব্যাপী বহুমুখী পাট মেলা আয়োজিত হবে।

এ সময় বস্ত্র ও পাট সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এবারের জাতীয় পাট দিবসের শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে- ‘সোনালি আশেঁর সোনার দেশ, মুজিববর্ষে বাংলাদেশ’।

#

সৈকত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/১৬৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮১১

**জাতীয় পাট দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২১ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৬ মার্চ ‘জাতীয় পাট দিবস ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘জাতীয় পাট দিবস ২০২০’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পাটখাতের সমৃদ্ধি সুসংহত করতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগ সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

পাট শিল্পের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি জড়িত। দেশীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে মানানসই পাটজাত পণ্য দেশে ও দেশের বাইরে পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসাবে সমাদৃত। মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন। সে লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি রাষ্ট্রের উৎপাদন যন্ত্রের ওপর জনগণের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পাট ও বস্ত্রকল জাতীয়করণ করেন এবং পাট গবেষণায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় পাটকলসমূহের আধুনিকায়ন ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে পাটখাতের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে পাটখাত আবারও জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সক্ষমতা ফিরে পেতে শুরু করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব পণ্যের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পলিথিন ব্যাগের বিকল্প ‘সোনালী ব্যাগ’, ‘জিও জুট টেক্সটাইল’ সহ দেশে উদ্ভাবিত পাটজাত পণ্য বিশ্ব বাজারে অনন্য পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে সমাদৃত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্যের চাহিদা সৃষ্টিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। পাটজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। মুজিববর্ষে দেশের পাটখাতের উন্নয়নে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে -এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘জাতীয় পাট দিবস -২০২০’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১১.০৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮০৭

**বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে অতিরঞ্জিত কিছু না করার আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শুধু মহান স্বাধীনতার স্থপতিই নন, তিনি একজন বিশ্ব নেতা। বঙ্গবন্ধুকে যারা হৃদয়ে ধারণ না করে তার ছবি অপব্যবহার করবে তাদের প্রতি সাবধানী উচ্চারণ করে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কেউ অতিরঞ্জিত কিছু করবেন না।

আজ রাজধানীর কাকরাইলস্থ হোটেল রাজমনি ঈশাখাঁ’র ব্যাঙ্কুয়েট হলে সার্ক চলচ্চিত্র সাংবাদিক ফোরাম- বাংলাদেশ এর উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ‘বঙ্গবন্ধু বাঙালির হাজার বছরের অনুপ্রেরণা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সার্ক চলচ্চিত্র সাংবাদিক ফোরাম- বাংলাদেশ’র সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সহ সভাপতি, রেদুয়ান খন্দকারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, সাবেক তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ দিদার বখত প্রমুখ।

#

হাসান/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮০৬

**ড. কামাল চৌধুরীর সাথে কসোভো রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সাথে আজ তাঁর কার্যালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত এঁহবৎ টৎবুধ সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্যাপনের প্রস্তুতির নানা বিষয় নিয়ে তাঁরা মতবিনিময় করেন। দুই দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়ে আলোকপাত করে রাষ্ট্রদূত মুজিববর্ষ উদ্যাপনের বর্ণাঢ্য আয়োজনে কসোভোর অংশগ্রহণের বিষয়ে তাঁর সরকারের আগ্রহের কথা জানান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে কসোভোর জনগণকে জানানোর নানা উদ্যোগ সম্বন্ধেও সাক্ষাৎকালে আলোচনা হয়।

#

নাসরিন/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮০২

**পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই আরো বেশি পড়তে হবে**

**- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ২০ ফাল্গুন (৪ মার্চ) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, শুধু জ্ঞানার্জন নয়, সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে হলেও বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এর বিকল্প নেই। তাই একদিকে যেমন পাঠ্যপুস্তকের বই পড়তে হবে, তেমনি জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই আরো বেশি করে পড়তে হবে। আজ যারা জ্ঞানী-গুণী ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন, তাঁরা সকলেই বেশি করে বই পড়েছেন, জ্ঞান চর্চা করেছেন। তাই নতুন প্রজন্মের উচিত আরো বেশি করে বই পড়া, জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করা।

প্রতিমন্ত্রী আজ ময়মনসিংহ জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে ও ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সাত দিনব্যাপী (৪-১০ মার্চ) ময়মনসিংহ বিভাগীয় বইমেলা-২০২০ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মোঃ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এ এইচ এম নোমান, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক কবি মিনার মনসুর, ময়মনসিংহ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জয়িতা শিল্পী, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি ফরিদ আহমেদ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, গ্রামে গ্রামে পাঠাগার শীর্ষক স্লোগানকে সামনে রেখে সপ্তাহব্যাপী এ বইমেলা আয়োজিত হয়েছে।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী আজ ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে মুক্তাগাছা উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত মহান ভাষা আন্দোলন ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে ‘ভাষা ও পিতা’ শীর্ষক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

#

ফয়সল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৯৪

**৯ম বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমসের উদ্বোধন ১ এপ্রিল**

**- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

আগামী ১ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ৯ম বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমসের পর্দা উঠবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গেমসের উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ গেমস আয়োজনের সাংগঠনিক কমিটির কো-চেয়ারম্যান মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল।

আজ পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মেলন কক্ষে ৯ম বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমসের সাংগঠনিক কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যান অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

সভা শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ গেমস দেশের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া আসর। আর তাই মুজিব বর্ষে বাংলাদেশ গেমসকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। আগামী ১-১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমস আয়োজন করা হবে। গেমসটিতে এবার ৩১টি ডিসিপ্লিনে প্রায় ১২ হাজার ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করবে। দেশের ২০টি ভেন্যুতে ইভেন্টগুলো আয়োজিত হবে।

সভায় যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন, তথ্যসচিব কামরুন নাহার, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের মহাসচিব শাহেদ রেজা-সহ বিভিন্ন উপকমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আগামী ১০ মার্চ অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সাংগঠনিক কমিটির পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে।

#

আরিফ বিল্লাহ/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৯৩

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ২২ মার্চ শুরু**

ঢাকা, ১৯ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামী ২২ মার্চ রবিবার সকাল ১১টায় মুজিববর্ষ-২০২০ উপলক্ষে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশন (একাদশ জাতীয় সংসদের ৭ম এবং ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ২য় অধিবেশন) আহ্বান করেছেন।

রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ অধিবেশন আহ্বান করেছেন।

জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের গণসংযোগ অধিশাখা-১ প্রেরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ এ তথ্য জানানো হয়।

#

তারিক/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৯১

**টাঙ্গাইলকে সাংস্কৃতিক নগরী হিসেবে গড়ে তোলা হবে**

**-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

টাঙ্গাইল, ১৯ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, টাঙ্গাইলে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা সর্বাধিক। টাঙ্গাইল থেকেই মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছিল।  এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নগরী হিসেবে টাঙ্গাইলকে বিশেষভাবে লালন ধারণ করেন এবং এ বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন। সাংস্কৃতিক নগরী হিসেবে গড়ে তোলার অংশ হিসেবে টাঙ্গাইলে একটি সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার করা হবে। টাঙ্গাইলের শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু মাওলানা ভাসানী মিলনায়তন জরাজীর্ণ হওয়ায় এটিকে ভেঙ্গে নতুন করে নির্মাণ করা হচ্ছে। করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের মঞ্চ ও মিলনায়তন-সহ ক্লাবটির সংস্কার ও যুগোপযোগীকরণ করা হবে। এছাড়া পৌরউদ্যান ও শিল্পকলা একাডেমিতে মুক্তমঞ্চ স্থাপন করা হবে। মোদ্দাকথা, সাংস্কৃতিক নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে যা যা করণীয় তার সবই করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ টাঙ্গাইল পৌরউদ্যানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে টাঙ্গাইল সাধারণ গ্রন্থাগারের আয়োজনে বাংলাদেশ ও ভারতের কবিদের অংশগ্রহণে তিন দিনব্যাপী (৩-৫ মার্চ) ‘৫ম বাংলা কবিতা উৎসব ২০২০’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক ও টাঙ্গাইল সাধারণ গ্রন্থাগারের সভাপতি মোঃ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে উৎসব উদ্বোধন করেন টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য ফজলুর রহমান খান ফারুক।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, ভারতের কবি অমৃত মাইতি, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সহ-সভাপতি খান মাহবুব প্রমুখ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন খন্দকার আশরাফুজ্জামান স্মৃতি। স্বাগত বক্তৃতা করেন মাহমুদ কামাল।

#

ফয়সল/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৮৯

বিএনপি’র মোদি বিরোধিতার জবাবে তথ্যমন্ত্রী

**মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের জন্য ভারত সরকারপ্রধানকে মুজিববর্ষে আমন্ত্রণ**

ঢাকা, ১৯ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে অন্য কোনো দেশের যদি এককভাবে সবচেয়ে বেশি অবদান থাকে, সেটি হচ্ছে ভারত এবং ভারতের জনগণ। মুক্তিযুদ্ধে এবং বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার জন্য ভারতের যে অবদান, সে সমস্ত বিবেচনাতেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে মুজিববর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।’

আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে আগামী ১৭ মার্চ মুজিববর্ষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ‘নরেন্দ্র মোদি’র আগমন নিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উত্থাপিত প্রশ্ন এর বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের এই ধরণের প্রশ্ন উপস্থাপন করার দু’টি উদ্দেশ্য আছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘একটি হচ্ছে তাদের রাজনীতির মূল প্রতিপাদ্য ভারত বিরোধিতার ধারাবাহিকতা রক্ষা, আরেকটি হচ্ছে বাংলাদেশে যে বিশ্বে উদাহরণযোগ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রয়েছে, তার বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়া। আমি আশা করবো, তারা সেই পথ পরিহার করবেন। মনে রাখতে হবে, যখনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা হয়েছে, তখনই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার তা কঠোর হস্তে দমন করেছে।’

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, ‘বাংলাদেশে এখন মুজিববর্ষকে সামনে রেখে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। মানুষ উন্মুখ হয়ে বসে আছে। এখানে ভারতের অংশগ্রহণ তথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মান্যবর প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

এ সময় ‘বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে শিল্প হিসেবে গ্রহণ করার জন্য একটি উকিল নোটিশে’র বিষয়ে মন্তব্য চাইলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বেসরকারি টেলিভিশনের যাত্রাটাই শুরু হয়েছে বাংলাদেশে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। বাংলাদেশে এর আগে প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেল ছিল না। গত এগারো বছরে এ সেক্টরে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। ১০টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ছিল, সেখান থেকে এখন ৩৪টি চ্যানেল চালু রয়েছে, সরকার ৪৫টির লাইসেন্স দিয়েছে।’

‘শুধু তাই নয়,মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেবার পর থেকেই বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর নানাবিধ সমস্যা সমাধানে আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছি’ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, কারণ এ চ্যানেলগুলো শুধু বিনোদনই দেয় না, দেশ, জাতি ও সমাজ গঠনে, নতুন প্রজন্মের মনন গঠনে, সমাজের তৃতীয় নয়ন খুলে দেয়া ও ভুলত্রুটি তুলে ধরার ক্ষেত্রে এ টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর ব্যাপক অবদান রয়েছে। ক্রমিকের বিষয়ে কেব্‌ল অপারেটরদের হাতে জিম্মিদশা থেকে বেসরকারি টেলিভিশনগুলোকে মুক্ত করা হয়েছে,  যেটি ১২ বছরে সম্ভবপর হয়নি, সেটি আমরা ৬ মাসে করতে সক্ষম হয়েছি। অবৈধ ডিটিএইচের মাধ্যমে বিদেশি অনেক টেলিভিশন চ্যানেল দেখানো হচ্ছিল। এই অবৈধ সংযোগের বিরুদ্ধে আমরা ইতোমধ্যেই অভিযান পরিচালনা করেছি। দেশের প্রচুর বিজ্ঞাপন বিদেশে চলে যাচ্ছিল, সেটিও রোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা কেব্‌ল অপারেটিং সিস্টেম ডিজিটাল করার উদ্যোগ নিয়েছি, যদিও কেব্‌ল অপারেটররা আমাদের দেয়া সময়সীমার মধ্যে করতে পারেনি। এবিষয়ে আমরা আরো কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছি, যাতে খুব সহসাই কেব্‌ল অপারেটিং সিস্টেমটা ডিজিটাল হয়। অর্থাৎ এখানে একটি শৃঙ্খলা স্থাপন করার জন্য আমরা প্রথম থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং আপনাদের সহযোগিতাও পাচ্ছি।’

#

**আকরাম**/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৮৬

**K‡ivbv fvBivm wb‡q AvZ‡¼i KviY †bB**

**-- ¯^v¯’¨gš¿x**

ঢাকা, ১৯ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿x Rvwn` gv‡jK e‡j‡Qb, K‡ivbv fvBivm †gvKvwejvq †`‡ki me †Rjvq wmwfj mvR©b‡`i gva¨‡g nvmcvZvj e¨e¯’vcbv cÖ¯‘Z ivLv n‡q‡Q| cÖwZwU miKvwi I †emiKvwi nvmcvZv‡j Avjv`v AvB‡mv‡j‡UW BDwbU cÖ¯‘Z ivLv n‡q‡Q| wPwKrmK, bvm©‡`i cÖwkwÿZ Kiv n‡q‡Q| K‡ivbv mbv³Ki‡Yi Rb¨ ch©vß wKUm ivLv Av‡Q| Gi cvkvcvwk †`‡ki cÖwZwU †Rjvi †Rjv cÖkvmK Ges Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v‡`i †bZ…‡Z¡ K‡ivbv fvBivm †gvKvwejvq 10 m`m¨ wewkó Avjv`v 2wU KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| GgbwK, Avgvi (¯^v¯’¨gš¿x) mfvcwZ‡Z¡ I gwš¿cwil` mwPe, gyL¨ mwPe, Ab¨vb¨ wmwbqi mwPe-mn wek^ ¯^v¯’¨ ms¯’v, GwWwe, BDwb‡md, Iqvì© e¨vsK, BDGmGBW Gi cÖwZwbwaeM©‡`i mgš^‡q 31 m`m¨ wewkó GKwU kw³kvjx KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| myZivs K‡ivbv fvBivm wb‡q AvZ‡¼i †Kv‡bv KviY †bB| †`‡k †Kv‡bv Kvi‡Y K‡ivbv fvBivm P‡j G‡jI Zv eo †Kv‡bv ÿwZ Ki‡Z cvi‡e bv|

AvR gš¿Yvj‡qi mfv K‡ÿ ¯^v¯’¨ gš¿Yvjq Av‡qvwRZ K‡ivbv fvBivm wel‡q evsjv‡`‡ki cÖ¯‘wZ wb‡q Av‡qvwRZ msev` m‡¤§j‡bi weªwdsKv‡j gš¿x Gme K\_v e‡jb|

K‡ivbv fvBivm Gi Rb¨ gywRee‡l©i Abyôvb evwZj Kiv n‡e wK bv, R‰bK mvsevw`‡Ki Ggb cÖ‡kœi DË‡i ¯^v¯’¨gš¿x e‡jb, Ôe½eÜy Rb¥kZevwl©Kx 100 eQ‡i Avgiv GKeviB cv‡ev| †h‡nZz †`‡k GLb ch©šÍ GKRbI K‡ivbv fvBivm †ivMx cvIqv hvqwb, Kv‡RB K‡ivbv fvBiv‡mi Kvi‡Y e½eÜzi Rb¥kZevwl©Kx cvj‡bi †Kv‡bv Abyôvb eÜ \_vK‡e bv|Õ

weªwdsKv‡j ¯^v¯’¨ †mev wefv‡Mi mwPe †gvt Avmv`yj Bmjvg; ¯^v¯’¨, wkÿv I cwievi Kj¨vY wefv‡Mi mwPe †gvt Avjx b~i; ¯^v¯’¨ Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK Aa¨vcK Wv. Aveyj Kvjvg AvRv`; †ivMZË¡, †ivM wbqš¿Y I M‡elYv Bbw÷wUDU (AvBBwWwmAvi) Gi cwiPvjK-mn wewfbœ `ß‡ii mswkøó EaŸ©Zb Kg©KZ©viv Dcw¯’Z wQ‡jb|

#

gvB`yj/gvngy`/mÄxe/†iRvDj/2020/1840 NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৭৭৭

**বছরব্যাপী মুজিববর্ষ ঘোষণা করলো ওয়াশিংটন ডি সি**

ওয়াশিংটন ডিসি, ৩ মার্চ ২০২০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডি সি’র মেয়র আগামী ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বছরব্যাপী মুজিববর্ষ ঘোষণা করেছেন।

ওয়াশিংটন ডি সি’র মেয়র মুরিয়েল বোসার এই বিশেষ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে আজ এক ঘোষণাপত্র জারি করেন।

ঘোষণাপত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর ‘বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক, সহিষ্ণু, বহুদলীয় ও মধ্যপন্থী দেশ’ হিসেবে বর্ণনা করে বলেছে দেশটির সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’য় রূপান্তর ও বিকশিত হচ্ছে। ঘোষণায় আরো বলা হয়, ওয়াশিংটন ডি সি’র সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে বাংলাদেশ দূতাবাস অবদান রেখে চলেছে।

#

শামীম/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১০.১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৬২

**মুজিববর্ষে ৫০ লাখ নারীকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা হবে**

**-- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ ফাল্গুন (১ মার্চ) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, জাতির পিতা দেশ স্বাধীনের পরপরই সংবিধানে  নারীর অধিকার ও সমতা নিশ্চিত করেন। বর্তমান সরকারই এ দেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে কল্যাণকর বিভিন্ন আইন ও নীতি প্রণয়ন করেছে। এ সময় তিনি আরো বলেন, মুজিববর্ষে ৫০ লাখ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত নারীকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা হবে।

আজ ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে আগামী ৯ থেকে ২০ মার্চ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের উদ্যোগে কমিশন অন দ্য স্টাটাস অভ্ উইমেন এর ৬৪ তম অধিবেশনের মূল আলোচ্য বিষয় “Review and appraisal of the implementation of Beijing Declaration and Platform for Action” বিষয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএন উইমেন বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার গত ১০ বছরে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্য  নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মসংস্থান, সমতা প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য হ্রাসের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে যার ফলে সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে।

সভায় কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অভ্ উইমেনের ৬৪তম সভায় আলোচিত হতে যাওয়া বেইজিং প্লাটফর্ম ফর একশনের ফলাফল, নারীর অন্তর্ভুক্তিমুলক উন্নয়ন, শোভন কর্মপরিবেশ, দারিদ্র্য হ্রাস, সহিংসতা প্রতিরোধ, সর্বস্তরে নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সমতা অর্জন বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া বেইজিং ঘোষণা পরবর্তী ২৫ বছরে দেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের চিত্র তুলে ধরা হয়।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএন উইমেনের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ শোকো ইশিকাওয়া ও দিপ্ত ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জাকিয়া কে হাসান। সভায় বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

#

আলমগীর/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৩০ ঘণ্টা

Handout Number : 751

**Foreign Minister inspects the Bangladesh Embassy in Paris**

Dhaka, 29 February:

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen paid a visit to the Bangladesh Embassy in Paris yesterday. During the visit, Dr. Momen inspected the Embassy's consular service facilities and talked to the present service seekers to get firsthand knowledge on the quality of service provided by the Embassy. He was also updated on the Paris Embassy's preparedness for the celebration of the Birth Centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Later, he attended a Reception held in his honour by the Jalalabad Association of Paris where two Mayors and a handful of councilors from various French cities were also in attendance to exchange views on various contemporary global issues. The French representatives were fulsome in praising Bangladesh Government for its proactive role to promote climate change related issues and adopting innovative approaches to combat the menace of climate change.

#

Tohidul/Nice/Sanjib/Abbas/2020/2110 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৫৪

**সকলে মিলে কাজ করলে বাংলাদেশের পরিবেশ হবে বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ**

**---পরিবেশ ও বন মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বর্তমান সরকার পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি বাস্তবায়ন করছে। গত এক বছরে ক্ষতিকর ধোঁয়া নিঃসরণকারী প্রায় ৫ শত অবৈধ ইটভাটা ও কারখানা ধ্বংস করা হয়েছে। ক্ষতিকর ধোঁয়া নিঃসরণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন,  ইটভাটার দূষণ থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তির জন্য ইটের বিকল্প ব্লকের ব্যবহার শুরু করা হচ্ছে। সকল কারখানায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকারের সাথে সকলে মিলে দূষণ রোধে কাজ করলে আমরা ফিরে পাবো বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক পরিবেশ সমৃদ্ধ সুজলা, সুফলা, শস্য, শ্যামলা সোনার বাংলাদেশ ।

মন্ত্রী আজ ধামরাইয়ের আলাদিনস পার্কে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত বার্ষিক বনভোজন-২০২০ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।  
  
 মন্ত্রী বলেন, অন্যতম দূষণকারী পলিথিন ও প্লাস্টিকের বর্জ্য রিসাইক্লিংয়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মন্ত্রী জানান, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে মুজিববর্ষে দেশের ৪শত ৯২টি উপজেলায় একযোগে শতলক্ষ গাছের চারা রোপণ করা হবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশ ঠিক করলেই হবে না। মনোজাগতিক দূষণ রোধে সন্তানদের সাহিত্য চর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করাতে হবে।

#

দীপংকর/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৫৬

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রজন্মের কাছে রেখে যেতে হবে**

**-- অর্থমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ফাল্গুন (২৯ ফেব্রুয়ারি) :

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, মুজিববর্ষ ভিক্টোরিয়ান্স ক্রিকেট টি-২০ টুর্নামেন্টের আয়োজনটি একটি আদর্শকে উপস্থাপন করা, আদর্শটি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ। বঙ্গবন্ধু  শেখ  মুজিবুর  রহমানের আদর্শ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে  রেখে  যেতে  হবে। এজন্যই বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে  মুজিববর্ষ  ভিক্টোরিয়ান্স  ক্রিকেট টি-২০ টুর্নামেন্টের  আয়োজন করা হয়েছে।

আজ কুমিল্লার লালমাইস্থ শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে মুজিববর্ষ ভিক্টোরিয়ান্স ক্রিকেট   
টি-২০ টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উল্লেখ্য, গত ২৫ জানুয়ারি এ টুর্নামেন্টের ফাইনালে অংশগ্রহণ করে বরুড়া ও মনোহরগঞ্জ উপজেলা দল। মনোহরগঞ্জ উপজেলা দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

#

গাজী তৌহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৭৪৬

**মুজিববর্ষে বাংলাদেশ হবে উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ**

**---পানিসম্পদ উপমন্ত্রী**

ঢাকা, 1৫ ফাল্গুন (২৮ ফেব্রুয়ারি) :

পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, মুজিববর্ষে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ। সেই লক্ষ্যে সরকার দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে চলেছে।

আজ নড়িয়া-জাজিরা সড়কের নড়িয়া পৌরসভা বাজার অংশের ৩৯০ মিটার সড়ক নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, পদ্মা নদীর ভাঙন রোধে বাঁধের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ২০১৮ সালে পদ্মার ভাঙনে ৫ হাজার পরিবার গৃহহীন হয়েছিল। গত বছর পদ্মা নদীর ভাঙন আমরা ঠেকাতে পেরেছি। গত বর্ষা মৌসুমের শেষের দিকে ১২টি বাড়ি আকস্মিকভাবে ভাঙনের কবলে পড়েছিল। এ বছর নদী ভরাট করে ওই জমি ভাঙন কবলিতদের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভাঙন রোধে নড়িয়া-সহ শরীয়তপুরে নতুন আরো দুটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যাতে পদ্মা পাড়ের মানুষ ভাঙনের কবলে পড়ে ভিটে বাড়ি না হারায়।

এর আগে উপমন্ত্রী পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

#

আসিফ/ফারহানা/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৩৩

**নভেম্বরের মধ্যে লক্ষ্মীপুরে ‘মুজিববর্ষ স্মারক গুচ্ছগ্রাম’**

**- ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা,১৪ **ফাল্গুন (২৭ ফেব্রুয়ারি) :**

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত লক্ষ্মীপুরের চর পোড়াগাছায় একটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মুজিববর্ষ স্মারক গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করে তার প্রবেশ পথে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে। নভেম্বরের মধ্যেই রামগতি উপজেলার পোড়াগাছা গুচ্ছগ্রাম এলাকায় বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও উন্নতমানের গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করা হবে।

আজ বৃহস্পতিবার ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার পোড়াগাছা গুচ্ছগ্রামে ‘বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রাম নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি’র সুপারিশমালা, প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান, ত্রিমাত্রিক নকশা এবং স্বতন্ত্র বাড়ির নকশা বাস্তবায়নের বিষয়ক সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী জানান, বঙ্গবন্ধু স্মারক গুচ্ছগ্রামের অভ্যন্তরে স্থানীয় জনগণের চলাচলের জন্য পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হবে। গ্রামের এক প্রান্তে একটি শিশু পার্কের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি চিন্তা করে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা রাখা হয়েছে।

গুচ্ছগ্রামের বর্তমান মডেলের পরিবর্তে ভূমি মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু স্মারক গুচ্ছগ্রামের মডেলটি ভবিষ্যতে প্রণিতব্য ডিপিপি’তে  অন্তর্ভুক্ত করে  দেশব্যাপী আধুনিক গুচ্ছগ্রাম সৃজনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী।

ভূমিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাটির সঞ্চালনা করেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী। বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী সংসদ সদস্য এ. কে. এম. শাহজাহান কামাল, সাবেক পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী সংসদ সদস্য মেজর (অব.) আবদুল মান্নান সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আবদুল মান্নান, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম, লক্ষীপুরের জেলা প্রশাসক অঞ্জন চন্দ্র পালসহ ভূমি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সহ লক্ষীপুরের কয়েকজন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ অন্যান্যদের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

নাহিয়ান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৬৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯৮

**গৃহহীন পরিবারকে দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ করে দেবে সরকার**

**- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, আগামীতে বাংলাদেশে কোনো গৃহহীন থাকবে না। প্রত্যেক গৃহহীন পরিবারকে দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ করে দেবে সরকার। যাদের জমি নেই তাদেরকে সরকার জমির ব্যবস্থা করে দেবে এবং সেই জমিতে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হবে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশের প্রতিটি গ্রামের একটি দরিদ্র পরিবারকে একটি করে দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হবে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে ৬০ লাখ দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ করে দেবে সরকার।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অভ্ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি-এর শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ প্রতিবেদন উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, দেশের টেকসই উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকার সারা দেশে ব্রিজ, কালভার্ট, রাস্তা যেখানে যা প্রয়োজন নির্মাণ করে দিবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ভবিষ্যতে কোনো বাঁশের সাঁকো থাকবে না, সেখানে পাকা ব্রিজ করে দেওয়া হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ কামাল।

#

সেলিম/ইসরাত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯৭

**ড. কামাল চৌধুরীর সাথে ভারতীয় হাই কমিশনারের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সাথে আজ তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাস।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ১৭ই মার্চ ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের বর্ণাঢ্য এই আয়োজনে ভারতের অংশগ্রহণের বিষয়ে হাই কমিশনার তাঁর সরকারের আগ্রহের কথা জানান।

#

লিপি/ফারহানা/রাহাত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯৫

**‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে**

**বীর মুক্তিযোদ্ধাদের টার্মিনাল চার্জ ও লঞ্চঘাটের প্রবেশ ফি মওকুফ**

ঢাকা, ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি) :

‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে আগামি ১৭ মার্চ হতে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য ফেরিঘাটে টার্মিনাল চার্জ ও লঞ্চঘাটের প্রবেশ ফি মওকুফ করেছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার নৌপথে চলাচল সহজতর করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিআইডব্লিউটিএ’র নিয়ন্ত্রণাধীন সকল ফেরিঘাটে টার্মিনাল চার্জ, সকল প্রকার লঞ্চঘাটের প্রবেশ ফি যথাযথ পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে পরবর্তী আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত মওকুফ করা হয়েছে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আজ এ সংক্রান্ত এক অফিস আদেশ জারি করেছে।

**#**

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শা*মীম/২০২০/১৫৪৩ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯২

**যথাযথভাবে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন করতে**

**পৌর মেয়রদের প্রতি আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম যথাযথভাবে মুজিববর্ষ পালনে পৌর মেয়রদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে পৌরসভার প্রশাসনিক এবং উন্নয়ন কাক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সংক্রান্ত এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান। এতে ঢাকা বিভাগের ৬৩ জন পৌর মেয়র অংশগ্রহণ করেন।

সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পৌরসভাসমূহকে যে সকল নির্দেশনা প্রদান করা হয় তা হলো সকল পৌরসভায় দৃশ্যমান এলাকায় এলইডি ডিসপ্লে স্থাপনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ছবি/ভাষণ/উক্তি/ঘটনা বছরব্যাপী প্রদর্শন করা, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন, ওয়ার্ডগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ইনোভেটিভ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ। এছাড়া পৌরকর নির্ধারণ, পৌর কর আদায়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

পৌর মেয়রগণ এসময় বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কথা মন্ত্রীর নিকট তুলে ধরেন। মন্ত্রী তাদের কথা ও দাবি দাওয়ার বিষয়গুলো ধৈর্য্য ধরে শুনেন এবং পর্যায়ক্রমে তা সমাধানের আশ্বাস দেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ঢাকা বিভাগের পৌর মেয়ররা উপস্থিত ছিলেন।

#

হাসান/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৮

**সেবাবর্ষে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে গ্রাহক গ্রাহক সন্তুষ্টিতে অবদান রাখুন**

**- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, সেবাবর্ষে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে গ্রাহক সন্তুষ্টিতে অবদান রাখুন। মুজিববর্ষকে বিদ্যুৎ বিভাগ সেবাবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। দৈনিক এক ঘণ্টা করে বেশি কাজ করবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বিদ্যুৎ ভবনে ‘ডিপিডিসি’র বঙ্গবন্ধু কর্নার এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রি-পেইড মিটার রিচার্জের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা আধুনিক করতে হবে। প্রি-পেইড মিটার গ্রাহক হয়রানি হ্রাস করে এবং গ্রাহকের অর্থের সাশ্রয় ঘটায়। বর্তমানে ৩ কোটি ৬২ লাখ গ্রাহকের মধ্যে মাত্র ৩৩ লাখ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের গতি বাড়ানো প্রয়োজন। ব্লকচেইন প্রযুক্তি অধিকার নিরাপদ এবং ডিজিটাল প্রতারণা রোধ করে। এসব নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে দপ্তর পরিচালনা কার্যক্রম বাড়ানো প্রয়োজন এবং প্রয়োজন হলে গ্রাহকদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এভাবে সম্মিলিত উদ্যোগে মুজিববর্ষের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ড. সুলতান আহমেদ ও ডিপিডিসি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকাশ দেওয়ান বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৭৩

**স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে স্কাউটরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে**

**-- ভূমিমন্ত্রী**

কক্সবাজার,৯ **ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :**

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, যা সারা পৃথিবীতে এখন অনুকরণীয়। এই পথচলায় স্কাউটরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে বলে আমার বিশ্বাস।

ভূমিমন্ত্রী আজ কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ট্যুরিজম পার্কে '২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প'-এর মহা তাঁবু জলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'উন্নয়নে এগিয়ে' এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে স্কাউটদের জন্য এই ক্যাম্প হবে সুন্দর, আদর্শ, দেশপ্রেমিক সুনাগরিক তৈরির পাথেয়। এ সময় ‘ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা, ২০১৯'-এর বিভিন্ন কার্যক্রমে স্কাউটদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটকে ধন্যবাদ দেন। এছাড়াও মুজিববর্ষে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে স্কাউটদের আহ্বান জানান ভূমিমন্ত্রী।

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এবং ক্যাম্প-এর সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ থেকে শুরু হওয়া ২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত স্কাউট ছাড়াও যুক্তরাজ্য, নেপাল ও ভারতের স্কাউটরা অংশগ্রহণ করেন।

#

নাহিয়ান/রাহাত/মোশারফ/সেলিম*/২০২০/২২৫০ ঘণ্টা*

তথ্যববিরণী নম্বর : ৬৭১

**একশত দেশের অংশগ্রহণে ১৯তম দ্বি-বার্ষিক এশীয় চারুকলা**

**প্রদর্শনী ২০২০ আয়োজনের চেষ্টা চলছে**

**-সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিবশতবর্ষ' উপলক্ষে সারাবিশ্বের একশত দেশের অংশগ্রহণে আগামী ১৯তম এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী ২০২০ আয়োজন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। তাছাড়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ বইমেলা ফ্রাঙ্কফুট আন্তর্জাতিক বইমেলার আগামী আসরে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের পরিসর চারগুণ বৃদ্ধি করা হবে। একইসঙ্গে আগামী ৫৯তম দ্বি-বার্ষিক ভেনিস আন্তর্জাতিক আর্ট বিয়েনালেও বাংলাদেশের অংশগ্রহণের মাত্রা আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর ধানমন্ডির এডওয়ার্ড এম কেনেডি (ইএমকে) সেন্টারে নিউইয়র্ক প্রবাসী চিত্রশিল্পী খুরশিদ আলম সেলিমের 'স্পিড অভ্ কালার' শীর্ষক ৭৪তম চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক শিল্পাঙ্গনে এবং সমকালীন চিত্রকলায় বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী খুরশিদ আলম সেলিম যাঁর কাজের মূল জায়গা বিমূর্ত শিল্পকর্ম। এটি ৭০ বছর বয়সে তাঁর ৭৪তম একক চিত্রপ্রদর্শনী। তাঁর চিত্রকর্ম জুড়ে রয়েছে প্রকৃতির বন্দনা। প্রকৃতি ও এর বহুমাত্রিক প্রকাশ সেলিমের শিল্পের অনুপ্রেরণা। শিল্পের প্রতি তাঁর যে একাগ্রতা ও নিবিষ্টতা, তরুণ চিত্রশিল্পীদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে শিক্ষণীয় ও অনুপ্রেরণাদায়ক।

#

ফয়সল/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৬৯

**মুজিব জন্মশতবর্ষে শতলক্ষ গাছের চারা রোপণ করা হবে  
 -- পরিবেশ মন্ত্রী**

মৌলভীবাজার, ৯ **ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :**

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, সরকার বায়ু, পানি, মাটি ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। তিনি বলেন, পরিবেশ সুরক্ষায় অধিক পরিমাণে বৃক্ষ রোপণের অংশ হিসেবে সরকার 'মুজিবশতবর্ষ' উপলক্ষে শতলক্ষ গাছের চারা রোপণ করবে। ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৯২টি উপজেলায় গাছের চারা রোপণের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আজ মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার দুটি উচ্চ বিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়াশোনা করার আহ্বান জানিয়ে পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, পর্যায়ক্রমে সকল একাডেমিক ভবনই পাকা করার ব্যবস্থা করা হবে।

#

দীপংকর/নাইচ/মোশারফ/সেলিম*/২০২০/২০২৫ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৬১

**ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে অনিয়ম সহ্য করা হবে না**

**-- ভূমিমন্ত্রী**

কক্সবাজার, ৯ **ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি) :**

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, পর্যটন শিল্পের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কক্সবাজার-সহ দেশের কোথাও ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে কোন ধরনের অনিয়ম সহ্য করা হবে না।

আজ কক্সবাজার জেলার হিল-ডাউন সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভায় ভূমিমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, সরকার অনলাইনের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করছে। এছাড়া বাড়ি বাড়ি গিয়ে অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

এ সময় ভূমি সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ ভূমি সেবা হটলাইন ১৬১২২ নম্বরে কল করে ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য এবং ভূমিসংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ দায়ের করার জন্য সবাইকে পরামর্শ দেন ভূমিমন্ত্রী।

আগামী ১৭ মার্চ থেকে নামজারির জন্য কোন ম্যানুয়াল আবেদন গ্রহণ করা হবে না। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের বছরই ভূমি অফিসে নামজারির আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধপরিকর - দৃঢ়তার সাথে সাইফুজ্জামান চৌধুরী এ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১ জুলাই এ আনুষ্ঠানিকভাবে সারা দেশের ৪৮৫টি উপজেলা ভূমি অফিস ও সার্কেল অফিসে এবং ৩৬১৭ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ই-নামজারি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। কিছু কিছু অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ ও বিদ্যুৎ সংযোগ অপ্রতুল হবার কারণে অনলাইনের বদলে ম্যানুয়াল আবেদনপত্র (কাগজে) গ্রহণ করা হচ্ছে। যেসব ভূমি অফিসে এখনও বিদ্যুৎ সুবিধা অপ্রতুল সেসব অফিসে সৌরবিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন করে ই-নামজারি চালু করা হবে।

#

নাহিয়ান/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম*/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা*

তথ্যববিরণী নম্বর : ৬৫৮

**দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার স্থাপন করা হবে**

**----প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

চিলমারী (কুড়িগ্রাম), **৯ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি)** :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহিদ মিনার  এবং বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার স্থাপন  করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলা সদরে মুদাফৎ থানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আকস্মিক পরিদর্শনকালে একথা বলেন।

  প্রতিমন্ত্রী বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ ঘুরে দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের বাংলা বই পড়তে বলেন। তিনি বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর বাংলা পঠন দক্ষতা শতভাগে উন্নীত করা হবে।

#

রবীন্দ্রনাথ/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৪৬

**খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমেই শিক্ষা পূর্ণতা পায়**

**- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা পূর্ণতা পায় না। এর সঙ্গে প্রয়োজন খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার সমন্বয় ঘটানো। আর এর মাধ্যমেই একজন শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর নটরডেম কলেজ প্রাঙ্গণে নটরডেম নাট্যদল আয়োজিত ‘10th Notre Dame Carnival: The Rejuvenation 2020’ শীর্ষক নাট্যোৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও সি এসসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন নাট্যজন ড. ইনামুল হক ও সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আজিজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যজন ঝুনা চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নটরডেম নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাতা ও দৈনিক অধিকার এর সম্পাদক মোঃ তাজবীর হোসাইন এবং নাট্যোৎসব পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সায়ন্ত সরকার। স্বাগত বক্তৃতা করেন নটরডেম নাট্যদলের মডারেটর মোঃ আক্তারুজ্জামান।

পরে প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ আর্টিস্ট গ্রুপের আয়োজনে ৫১ জন চিত্রশিল্পীর বাছাইকৃত শিল্পকর্ম নিয়ে মুক্তির দূত-২ শীর্ষক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

#

ফয়সল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৮

**বাংলাদেশ সফরে আসছেন ইউনিডো মহাপরিচালক**

ঢাকা,৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

বাংলাদেশ সফরে আসছেন জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থার (ইউনিডো) মহাপরিচালক LI Yong। তিনি আগামী ৩-৫ মার্চ বাংলাদেশ সফর করবেন। বাংলাদেশ মিশন, ভিয়েনা এবং ইউনিডো ঢাকা কার্যালয় এটি নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশ সফরে লি ইয়ং পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। ইউনিডো’র কর্মসূচি, অংশীদারিত্ব ও মাঠ অঙ্গীভূতকরণ বিভাগের পরিচালক Zou Ciyong, কৃষিভিত্তিক ব্যবসা বিভাগের পরিচালক TEZERA Dejene, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রোগ্রাম অফিসার Prakash Mishra এবং ইউনিডো’র বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রধান Zaki Uz Zaman প্রতিনিধিদলে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

আগামী ৩ মার্চ সকালে তাঁর ঢাকায় পৌঁছার কথা। মুজিববর্ষ উপলক্ষে তিনি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করবেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে সফরসূচি শুরু করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে। এছাড়া, তিনি শিল্প, পররাষ্ট্র, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, অর্থ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হবেন। তিনি টেক্সটাইল, শিপবিল্ডিং, ফার্মাসিউটিক্যাল-সহ বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্পখাত সম্পর্কে সরেজমিনে ধারনা নেবেন। এছাড়া তিনি বিএসটিআই পরিদর্শন করবেন এবং প্রতিষ্ঠানের মেট্রোল্যাব ফ্যাসিলিটি ঘুরে দেখবেন।

সফরকালে তিনি ফেডারেশন অভ্ চেম্বার অভ্ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) আয়োজিত ‘বাংলাদেশের শিল্পখাত এবং জনশক্তির ওপর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব’ শীর্ষক কী-নোট বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।

ইউনিডো’র মহাপরিচালক ৬ মার্চ ভোরে ভিয়েনার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের কর্মসূচি রয়েছে।

#

জলিল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৫

**জুন মাস থেকে ভূমি সেবা দানকারী সকল সংস্থা একই ছাদের নিচে**

ঢাকা,৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সেবা দানকারী সকল দপ্তর ও সংস্থাকে একই ছাদের নিচে এনে জনগণকে ‘এক জায়গায় সকল সেবা’ (One Stop Service) প্রদানের জন্য ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় নির্মাণাধীন ‘ভূমি ভবন কমপ্লেক্স’ এ বছরের জুন মাস থেকে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীকে তেজগাঁওয়ে ‘ভূমি ভবন কমপ্লেক্স’ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক আজ এ তথ্য জানান।

এ সময় মুজিববর্ষ উপলক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ভূমি সংস্কারক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভূমি ভবনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপনের ঘোষণা দেন ভূমিমন্ত্রী।

‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস’ কার্যক্রম পরিচালনা করলে 'ভূমি সেবা হচ্ছে ডিজিটাল, বদলে যাচ্ছে দিনকাল' এ প্রতিপাদ্যে চলমান ডিজিটাল ভূমি সেবা কার্যক্রম আরো বেগবান হবে বলে মনে করেন ভূমিমন্ত্রী।

২০ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন ২টি বেজমেন্ট-সহ ১৩ তলা ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে ৩১ হাজার বর্গ মিটারের বেশি স্থান সংকুলান হবে। এতে ১৫০টি গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধাও থাকবে। এ ভবনে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড ইত্যাদি অফিস ছাড়াও ফুড ক্যাফে, প্রার্থনা স্থান, ব্যাংক ও বুথ ইত্যাদি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

ভূমিমন্ত্রীর ‘ভূমি ভবন কমপ্লেক্স’ নির্মাণ অগ্রগতি পরিদর্শনের সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মোঃ আবদুল হক-সহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান।

উল্লেখ্য, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের যৌথ তত্ত্বাবধানে ‘ভূমি ভবন কমপ্লেক্স’ নির্মিত হচ্ছে।

#

নাহিয়ান/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮২৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৪

**মুজিববর্ষে এক লাখ নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা হবে**

**- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

মুজিববর্ষকে সামনে রেখে দেশজুড়ে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক লাখ নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করবে।

‘জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ’ শীর্ষক ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতা (সফল নারী)দের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। আজ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পারভীন আকতার।

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম নারী মুক্তি ও নারী-পুরুষের সমতার কথা ভেবেছেন। এর প্রতিফলন দেখা যায় বাহাত্তরের সংবিধানে। যেখানে অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি নারী-পুরুষের সমতার কথাও বলা আছে। বাল্যবিবাহ নারী অগ্রগতির পথে বাধা। এটি শুধু আমাদের দেশের জন্যই জন্য বিশ্বের অনেক দেশেই এই সমস্যা রয়েছে।

প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘মুজিববর্ষে বাল্যবিবাহ রোধে মহাপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে যাতে বাংলাদেশকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করা যায় সেই লক্ষ্যে সকলকে কাজ করতে হবে।’

অনুষ্ঠানে পাঁচটি ক্যাটেগরিতে ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের সম্মাননা জানানো হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী হিসেবে গোপালগঞ্জের ফেরদৌসী আক্তার, শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী হিসেবে ঢাকার আখতারী বেগম, সফল জননী হিসেবে মানিকগঞ্জের রেখা রানী ঘোষ, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যোমে জীবন শুরু করেছেন ক্যাটেগরিতে ঢাকার অরনিকা মেহেরিন ঋতু এবং সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য ঢাকার ভেলরী এন টেইলরকে সম্মাননা জানানো হয়।

#

আলমগীর/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬২৩

**পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু চত্বরের প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পূর্বাচল শহরে নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধু চত্বরের প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

আজ রাজধানীর পূর্বাচল প্রকল্পের সেক্টর ৪ ও ৫ এর সংযোগস্থলে প্রস্তাবিত এ স্থান পরিদর্শন করেন প্রতিমন্ত্রী।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ সাঈদ নূর আলম, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম, স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি আ স ম আমিনুর রহমান, রাজউকের সদস্য ও প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ এ সময় প্রতিমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর চত্বর নির্মাণের সর্বশেষ অগ্রগতির খোঁজ-খবর নেন এবং এটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী পূর্বাচল প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন এবং প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতির বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। এরপর প্রতিমন্ত্রী রাজউক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিকুঞ্জ-১ লেকের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

#

ইফতেখার/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৬১৪

**একুশে পদক ২০২০ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘একুশে পদক ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের মাস, বাঙালির প্রাণের ভাষা- বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাস। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা অর্জনের আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদের রক্তের অক্ষরে লেখা হয় ‘আমার মাতৃভাষায় কথা বলতে চাই’। এই ভাষার মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে আত্মাহুতিদানকারী বীর শহিদ রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত, শফিউদ্দীন, সালামসহ ভাষা শহিদদের। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভাষা সৈনিকদের।

একুশ আমাদের অমিত প্রেরণার উৎস। একুশ মানেই মাথা নত না করা, একুশ মানেই একাত্তরের দিকে অনন্ত অভিযাত্রা, ভাষাভিত্তিক-ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা। একুশের চেতনায় আমরা মুক্তিযুদ্ধসহ সকল আন্দোলন-সংগ্রামে এগিয়ে গিয়ে বিজয়ী হয়েছি। আমরা আন্তর্জাতিক প্রাঙ্গণে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন শুধু বাঙালিকে নয়, সমগ্র মানবজাতিকে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে। আমরা বিশ্বের সকল ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা ও ভাষা সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

মহান একুশের চেতনা ‍ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধারণ করে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়ন বিস্ময়। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই মন ও মননের প্রকাশ এবং সুচিন্তন কর্মকে সাধুবাদ জানিয়ে সকল সহযোগিতা করে থাকে। মুক্তবুদ্ধির চর্চা, স্বাধীন মত প্রকাশ এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার জন্য বর্তমানে দেশে অত্যন্ত সুন্দর ও আন্তরিক পরিবেশ বিরাজ করছে। আমি একুশে পদক ২০২০ প্রাপ্তদের আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি এবং পদকপ্রাপ্তদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত চিত্তে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি প্রত্যাশা করি, আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/১১.০১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৬১৩

**একুশে পদক ২০২০ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘একুশে পদক ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘একুশে পদক ২০২০’ প্রাপ্ত গুণীজনদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। মুজিববর্ষের প্রাক্কালে এবারের একুশে পদক প্রদানের এ আয়োজন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

স্বাধীনতা বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল। আমি ৫২’র মহান ভাষা আন্দোলনসহ আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ সংগ্রামে অমর শহিদদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্ৰদ্ধা।

একুশকে জাতীয় স্মারকে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশের যে সকল কৃতী সন্তান তাঁদের মনন ও মেধার সমন্বয়ে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের নানা অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয় একুশে পদক। প্রতি বছরের মতো এবারও যাঁরা এই সম্মান পেলেন তাঁরা নিঃসন্দেহে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের সম্মানিত করার মধ্য দিয়ে দেশে মেধা ও মনন চর্চার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হবে বলে আমি মনে করি।

বায়ান্ন’র ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে এ দেশের ছাত্র ও তরুণসমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁরা সেদিন দিকনির্দেশনা পেয়েছেন সমাজের বুদ্ধিজীবী ও মুক্তমনা অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে। এ বছর যাঁরা একুশে পদক পেলেন তাঁরাও সেই চেতনা বর্তমান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আমি তাঁদের সৃষ্টিশীল অবদানের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আগামীতে এসব আলোকিত গুণীজন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আরো উৎকর্ষের স্বাক্ষর রাখবেন - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘একুশে পদক ২০২০’ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১১.০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬১০

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ৫ ফাল্গুন (১৮ ফেব্রুয়ারি) :

সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

‘মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকান্ড ভিত্তিক বিভিন্ন প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধুর জীবনী আলোচনা, কবিতা পাঠ, শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে’।

#

বিবেকানন্দ/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১৫১৫ ঘণ্টা

Handout Number: 608

**State Minister for Foreign Affairs of Qatar meets Foreign Minister**

Dhaka, 17 February:

A five-member delegation led by State Minister for Foreign Affairs of Qatar Soltan bin Saad Al-Muraikhi met Foreign Minister Dr. A. K. Abdul Momen at his office today.

Dr. Momen mentioned that Bangladesh has a big pool of IT professionals as well as a good number of event management firms, whom the government of Qatar can employ in their workplaces as well as during the Qatar FIFA 2022. Foreign Minister suggested the Qatar side for employing more professional workers in their different economic sectors. The Qatari Foreign Minister mentioned that FIFA 2022 is a mega event for Qatar for which Qatar requires support from foreign countries.

Foreign Minister said that the government has undertaken befitting programmes to celebrate the birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman through March 2020 to March 2021. Bangladesh will also celebrate the golden jubilee of fifty years of anniversary of independence of Bangladesh in March 2021, he added.

Dr. Momen also said, ‘the government of Prime Minister Sheikh Hasina is working for poverty alleviation. During the last decade poverty has been drastically reduced. Bangladesh has registered remarkable economic growth’ He also particularly sought continued support from Qatar on Rohingya crisis for their early repatriations of Rohingya people to their homeland in safe and secured manner.

Minister of Qatar conveyed the regards of Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Foreign Minister of Qatar to the Foreign Minister Dr. Momen. Qatari State Minister assured that Qatar would be happy to employ skilled Bangladeshi workers in befitting areas. Bangladeshi workers are playing very important role in their workplaces in Qatar, he added. He informed that the Foreign Office Consultations would continue to review the progress of the ongoing cooperation and follow up.

Both leaders agreed to maintain cooperation for the mutual benefit of the peoples of Bangladesh and Qatar.

#

Tohidul/Mahmud/Mosharaf/Abbas/2020/2048 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬০১

**আইসিটি বিভাগে প্রথম পেপারলেস সভা অনুষ্ঠিত**

**ঢাকা, ৪** ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

ভাষা আন্দোলনের মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বিভাগের সভাকক্ষে আজ দেশে উন্নয়নকৃত বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট জি আর পি সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় পেপারলেস সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের সভাপতিত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং বিভাগের অধীন বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় মুজিববর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কার্যক্রম অব‍্যাহত রাখা, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার দ্রুত বাস্তবায়ন করা ইত‍্যাদি-সহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রতিমন্ত্রী পরবর্তী সকল সভা ২০২০ সালের মধ্যে লেসপেপার ও ২০২১ সালের মধ্যে পেপারলেস করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপস্থিত কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন।

উক্ত প্রথম পেপারলেস সভায় আইসিটি বিভাগের অধীন সকল সংস্থাসমূহের প্রধান এবং বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/ইসরাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮৪৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫৯৬

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০’-এর জন্য ১৯১ আবেদন জমা**

ঢাকা, ৪ ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রবর্তিত ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০’-এর জন্য ৭ ক্যাটাগরিতে ১৯১টি আবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা পড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বৃহৎ শিল্পে ৭১, মাঝারি শিল্পে ৪৭, ক্ষুদ্র শিল্পে ২৫, মাইক্রো শিল্পে ২১, হাইটেক শিল্পে ৬, কুটির শিল্পে ৮ এবং হস্ত ও কারু শিল্পে ১৩টি আবেদন। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান বিজয়ীদের মাঝে মোট ২১টি পুরস্কার প্রদান করা হবে।

আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সংক্রান্ত এক সভায় এ তথ্য জানানো হয়। শিল্পসচিব  
মোঃ আবদুল হালিম এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় পুরস্কার প্রদানে সার্বিক সহযোগিতার জন্য কয়েকটি   
উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

#

মাসুম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৪৩৩ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৫৮৩

**গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদের যোগদান**

ঢাকা, ৩ ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ আজ তাঁর মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী সচিবালয়স্থ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থা প্রধানগণ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ সময় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার তাকে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্যকালে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তাদের উদ্দেশে গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা সবাইকে বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহযোগিতায় দেশকে উচ্চতর স্থানে নিয়ে যেতে হবে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারের বিশাল কর্মযজ্ঞ গুণগত মান রক্ষা করে এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করতে সবাইকে কাজ করতে হবে।’ এ সময় তিনি মুজিববর্ষ উপলক্ষে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির খোঁজখবর নেন।

শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ-সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৫৬ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৫৬৯

**জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়াই হবে মুজিববর্ষের অঙ্গীকার**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

জামালপুর, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মুজিববর্ষের কর্মসূচি শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়াই হবে মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার।

আজ জামালপুরে জেলা স্কুল মাঠে আয়োজিত মুজিববর্ষ উপলক্ষে জনসভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু সারাটা জীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান প্রমুখ।

#

গিয়াস/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৫৬৭

**মুজিববর্ষকে বিদ্যুৎ বিভাগের সেবা বর্ষ ঘোষণা**

ঢাকা, ২ ফাল্গুন (১৫ ফেব্রুয়ারি) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী সেবা দিতে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের জেনারেল ম্যানেজারদেরকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুজিববর্ষকে বিদ্যুৎ বিভাগ সেবা বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রতিদিন এক ঘণ্টা বেশি কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং দক্ষ জনসম্পদ গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) এর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সবিহ উদ্দিন হলে ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে আরইবির জেনারেল ম্যানেজার সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

নসরুল হামিদ বলেন, জুন ২০২০ এর মধ্যে গ্রিড এলাকায় এবং ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে অফগ্রিড এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হবে। এসব উদ্যোগের সাথে আরইবির জেনারেল ম্যানেজারদের সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের সর্বোচ্চ অবদান রাখতে হবে। তিনি বলেন, গ্রাহকরা এখন মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ চায়। ট্রিপ বা শাট ডাউন শুনতে চায় না। আরইবির গ্রাহকরা গড়ে ৯৮ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে যা দ্রুততার সাথে ১০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টায় উন্নীত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

জেনারেল ম্যানেজার সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) এর চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অব.) ও পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেন বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্লাস্টিক বর্জ্য মুক্ত ভালোবাসার ক্যাম্পাস অনুষ্ঠানে পরিবেশ মন্ত্রীর আহ্বান

**আসুন সবাই প্লাস্টিক বর্জন করি**

ঢাকা, ১ ফাল্গুন (১৪ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, পরিবেশ দূষণের অন্যতম উপাদান হলো প্লাস্টিক। প্লাস্টিক ও পলিথিন বাযু, মাটি ও পানি দূষণ-সহ সার্বিক পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্লাস্টিক মানুষের শরীরে অনেক মরণ ব্যাধির পাশাপাশি ক্যান্সারের জন্য দায়ী। প্লাস্টিক, পলিথিন-সহ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পদার্থ বর্জন করার মাধ্যমে বাসযোগ্য স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য তিনি সকলকে আহবান জানান।

মন্ত্রী আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল ক্যাম্পাসে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের নেচার কনজারভেশন ক্লাব ও পরিবেশ অধিদপ্তরের আয়োজনে ‘প্লাস্টিক বর্জ্য মুক্ত ভালবাসার ক্যাম্পাস ২০২০' শীর্ষক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহবান জানান। ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোঃ আকতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ ইমদাদুল হক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ.কে.এম গোলাম রব্বানী, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ,কে,এম রফিক আহাম্মদ, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হুমায়ুন রেজা খান ।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্লাস্টিক ও পলিথিন সরকারিভাবে নিষিদ্ধকরণ এবং আইন প্রয়োগই যথেষ্ট নয়। ক্ষতিকর দিকটি অনুধাবন করে জনগণকেই এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্জন করতে হবে। বর্জ্য প্লাস্টিক সাড়ে চারশ বছর পর্যন্ত নস্ট হতে সময় লাগে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ওয়ান টাইম কাপ-গ্লাস, চামচ, বোতলজাত পানি, খাবারের প্লাস্টিকের মোড়ক, স্ট্র, পলিথিন ব্যাগসহ যাবতীয় এক বার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের বিকল্প খুঁজে বের করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণা করতে হবে । তিনি এসময় দূষণের কারণে সংকটাপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের রক্ষায় করণীয় বিষয়েও গবেষণা করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানান ।

সার্বিক ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে সরকার আইন করে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পলিথিনের শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, পরিবেশ দূষণ রোধে সরকারের আইন প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে, গত দুই বছরে পরিবেশ দূষণের দায়ে এক হাজার ৬৯৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে ২০ কোটি ২২ লাখ টাকা আদায় করা হয়েছে। অপরদিকে একই সময়ে পরিবেশগত বিভিন্ন অপরাধ ,অবৈধ পলিথিন, ইটভাটাসহ পরিবেশ দূষকদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকা জরিমানা ছাড়াও ৪৬৫ টি অবৈধ ইটভাটা সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস এবং ৩৮৭ মেট্রিক টন নিষিদ্ধ পলিথিন, পলিথিন দানা ও কাঁচামাল জব্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার পরিবেশ সুরক্ষায় আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সরকার বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমও জোরদার করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ, ‘মুজিববর্ষ’ পালনের অংশ হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সারাদেশে শতলক্ষ গাছের চারা রোপন করবে।

'প্লাস্টিক বর্জ্য মুক্ত ভালোবাসার ক্যাম্পাস ২০২০' কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ‘ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্ন রাখার প্রত্যয় ঘোষণা করে শপথ গ্রহণ’ করে। পরবর্তীতে পরিবেশ মন্ত্রী ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

#

দীপংকর/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫৬

**মুজিববর্ষকে সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে**

**-- শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

খুলনা, ৩০ মাঘ (১৩ ফেব্রুয়ারি) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় সবাইকে নিয়ে জাতির পিতার জন্মশত বাষির্কী ও মুজিববর্ষ পালন করতে চায় সরকার। মুজিববর্ষকে সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

আজ খুলনার দৌলতপুরে এ্যাডামস মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বাষির্কী ও মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষক, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী সংগঠন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

           প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার আদর্শকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাঁর আদর্শ ধারণ করে সকলকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য সারা জীবন কাজ করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে প্রত্যেকটি জনগণকে এক সাথে কাজ করার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

            দৌলতপুর সরকারি বিএল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কে এম আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে  বিজেএর সভাপতি ও দৌলতপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ সৈয়দ আলী, সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বন্দ, দৌলতপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল লতিফ, শহীদ জিয়া কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শেখ বদরুল আলম, দৌলতপুর সরকারি মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শহিদুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার, মুক্তিযোদ্ধা নূর ইসলাম বন্দ, শেখ মোশাররফ হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সভায় শিক্ষক, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী সংগঠন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শতাধিক  প্রতিনিধি অংশ নেন।

#

আকতারুল/ইসরাত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৪৯

**কোস্ট গার্ড দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা, ৩০** মাঘ **(১৩ ফেব্রুয়ারি) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও কোস্ট গার্ড দিবস ২০২০উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী ও ‘কোস্ট গার্ড দিবস-২০২০’ উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের সমুদ্রচারী ও উপকূলীয় জনগণের কাছে একটি পরিচিত নাম হয়ে উঠেছে। দেশের জলসীমা ও উপকূলীয় অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান, চোরাচালান ও মানবপাচার প্রতিরোধ, মাদকের বিস্তার রোধ-সহ সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় এ বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। চট্টগ্রাম বহিঃনোঙ্গরে কোস্ট গার্ডের ক্রমাগত তৎপরতার ফলে বিগত বছরে চুরির ঘটনা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চট্টগ্রাম বন্দরের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করে এ বাহিনী বিপুল পরিমাণ অবৈধ মাদক দ্রব্য আটক করেছে। দেশের জাতীয় সম্পদ ইলিশ সংরক্ষণেও কোস্ট গার্ড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। একটি বাহিনীর উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো ক্রমাগত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, পেশাদারিত্ব, দেশপ্রেম এবং নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন। আমি আশা করি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে কোস্ট গার্ডের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করতে সদা তৎপর থাকবে।

বর্তমান সরকার কোস্ট গার্ডের আধুনিকায়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে কোস্ট গার্ডকে একটি আধুনিক দ্বিমাত্রিক বাহিনী হিসাবে গড়ে তুলতে এ বাহিনীর যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তার বিশেষায়িত ক্ষেত্রসমূহে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ‘ব্লু-ইকোনমি’ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাবে - মুজিব বর্ষের প্রাক্কালে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’’

#

ইমরান/মাহমুদ/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৯০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৩৬

**বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ৩০** মাঘ **(১৩ ফেব্রুয়ারি) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলদিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশে ১৪ ফেব্রুয়ারি ‘বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলদিবস ২০২০’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাংবাদিকদের সখ্যতা ছিল আজীবন। জাতির পিতা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা এবং মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলআইন প্রণয়ন করেন। আওয়ামী লীগ সরকার সংবাদপত্রকে ‘সেবা শিল্প খাত’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। আমরা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা পেশাকে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। সারাদেশে প্রতিদিন ১২৭০টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৩০টি বেসরকারি টেলিভিশন, ২৩টি এফএম রেডিও, ১৮টি কমিউনিটি রেডিও, অসংখ্য অনলাইন সংবাদপত্র ও নিউজ পোর্টাল চালু রয়েছে এবং আরো অনেকগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমরা ‘সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট’ গঠন করেছি। সাংবাদিক সহায়তা ভাতা-অনুদান নীতিমালার আওতায় সাংবাদিকদের অনুদান দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকদের পেশাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় প্রেসক্লাবে ৩১তলাবিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু মিডিয়া ভবনের কাজ শুরু হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলসহ গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রেস কাউন্সিল সাংবাদিকদের জন্য অনলাইন ডাটাবেইস তৈরি ও প্রেসক্লাবসমূহে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনের নীতিমালা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলদিবস উপলক্ষে বস্তুনিষ্ঠ, অনুসন্ধানী ও সৎ সাংবাদিকতায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সাংবাদিকদের ‘বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলপদক’ প্রদানের এ উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বর্তমান সরকারের আমলে তথ্য অধিকার আইন পাশের মাধ্যমৈ দেশে অবাধ তথ্য-প্রবাহের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সাংবাদিকদের ভূমিকা রাখতে হবে।

আমরা রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমি আশা করি, এ লক্ষ্য অর্জনে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাংবাদিকরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন ।

আমি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলদিবস ২০২০ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/অনসূয়া/জুলফিকার/*আসমা/২০২০/১১৩৫ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৩৪

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি সম্পন্নের পথে**

**--- ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আয়োজনের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

আজ ঢাকায় জাতীয় প্যারেড স্কয়ার সংলগ্ন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ‘ঘাঁটি বাশার’এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন সংক্রান্ত সমন্বয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা জানান।

সভায় জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল স্থাপন, সকল পর্যায়ের অতিথি ও দর্শকবৃন্দের আসন ব্যবস্থা, অতিথি ও দর্শকবৃন্দের অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের ব্যবস্থাপনা, গাড়ি পার্কিং, অনুষ্ঠান পরিবেশনা, স্বেচ্ছসেবক নিয়োগ, অনুষ্ঠান সম্প্রচার এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও দপ্তরের প্রতিনিধিরা তাঁদের গৃহীত পদক্ষেপের অগ্রগতি তুলে ধরেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এমপি; সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ মাহফুজুর রহমান; এয়ার ভাইস মার্শাল মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম; গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার; তথ্য সচিব কামরুন নাহার; স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মজিবুর রহমান; র‌্যাব ফোর্সেস এর মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ; পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত আইজি (প্রশাসন) মোঃ মইনুর রহমান চৌধুরী; বিটিভি মহাপরিচালক এস এম হারুন-অর-রশীদ; গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মোঃ খলিলুর রহমান এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

#

লিপি/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫২৪

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন** **উপলক্ষে ১৭ মার্চ দেশের সকল ভবনে**

**জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আগামী ১৭ মার্চ সারাদেশে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

#

অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/কুতুব/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫২৩

**বিশ্ব বেতার দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ২**৯ মাঘ **(১২ ফেব্রুয়ারি) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ বেতারের উদ্যোগে 'Radio and Diversity' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবারের মতো এ বছরও ‘বিশ্ব বেতার দিবস-২০২০’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ ‍উপলক্ষে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের শ্রোতা ও সম্প্রচার কর্মীদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশ্বে বেতার এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকর ও সহজলভ্য গণমাধ্যম। ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার যাত্রার সূচনালগ্ন ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে এ অঞ্চলের মানুষের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ এর অনন্য সাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ বেতার পেয়েছে ‘স্বাধীনতা পদক’ পুরস্কার।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে নিরলস কাজ যাচ্ছে। আমরা ইতোমধ্যে ‘তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এবং ‘জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪’ প্রণয়ন করেছি। গণমাধ্যমের বিকাশ অব্যাহত রাখতে অনেকগুলি বেসরকারি টেলিভিশন, এফএম রেডিও এবং কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছি। দেশের গণমাধ্যম এখন পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেতারের উপযোগিতা অনেক। দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা বিস্তার, কৃষি উন্নয়ন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসসহ সার্বিক উন্নয়নে বেতারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এছাড়া নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ এখনও বেতারের ওপরই নির্ভরশীল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ২৬-এ মার্চ ২০২১ সময়কে আমরা ‘মুজিববর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করেছি। গোটা বাঙালি জাতির পাশাপাশি ইউনেস্কোর উদ্যোগেও বিশ্বব্যাপী পালিত হবে মুজিববর্ষ। বাংলাদেশ বেতার বর্ষব্যাপী নানা আয়োজনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে এবং সরকারের সার্বিক ‍উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ বেতার দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রজন্মান্তরের সেতুবন্ধন রচনায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ বেতার আরো দায়িত্বশীল ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি বিশ্ব বেতার দিবস-২০২০ এর সার্বিক সাফল্য কমনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/জুলফিকার/*আসমা/২০২০/১০৩০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৭

**মুজিববর্ষে জাতির পিতার স্বপ্নপূরণ উদযাপন করবো**

**-- নৌ প্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আজ দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে হাটরামপুর ডিগ্রি কলেজের নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, উপজেলার নয়টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন, ভূমি অফিসের দু’টি নতুন ভবন এবং সাতটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের  নবনির্মিত ‘ওয়াশ ব্লক’ উদ্বোধন করেন।

এ উপলক্ষে হাটরামপুর ডিগ্রি কলেজ মাঠে আয়োজিত এক সুধি সমাবেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে স্কুল-কলেজে শিক্ষার পরিবেশ রয়েছে। দেশ আজ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বাংলাদেশ বিরোধী দুর্বৃত্তায়ন দমন করা । সে চ্যালেঞ্জে জয়ী হয়েছি। তিনি আরো বলেন, মুজিববর্ষে আমরা যেমন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করবো, তেমনি জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণের   
উদ্‌যাপনও করবো।

হাটরামপুর ডিগ্রি কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোঃ রবিউল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আফছার আলী, হাটরামপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আবু সাঈদ, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলী এ এস এম শাহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রতিমন্ত্রী  পরে  বোচাগঞ্জ উপজেলার পরমেশ্বরপুর সীমান্ত নদীর (টাঙ্গন নদী) সংরক্ষণ কাজের উদ্বোধন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/*২০২০/১৮০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৯

প্রত্যেক জীবিত মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা রেকর্ড করা হবে

--- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

ঢাকা, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রত্যেক জীবিত মুক্তিযোদ্ধার বক্তব্য রেকর্ড করা হবে। নয় মাস কীভাবে একজন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করেছে তার বর্ণনা থাকবে রেকর্ডে।

আজ কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স উদ্বোধন শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প হতে প্রায় ১ কোটি ৬১ লাখ টাকা ব্যয়ে এ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি-সহ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করা হচ্ছে যাতে শত শত বছর পরেও পরবর্তী প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারে। তিনি আরো বলেন, যে পাকিস্তান আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল সেই পাকিস্তানেও ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের পথে আমাদের অগ্রযাত্রা কেউ রোধ করতে পারবে না।

কুমিল্লা জেলা প্রশাসক আবুল ফজল মীরের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় স্থানীয় প্রশাসন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

#

মারুফ/ইসরাত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫২০

বাঙালি জাতিসত্তা ও চেতনার উন্মেষ বঙ্গবন্ধুর জন্যই সম্ভব হয়েছে

--- পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা, ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, বাংলার মাটিতে অনেক নেতার জন্ম হয়েছে। কিন্তু বাঙালি জাতিসত্তা ও চেতনার উন্মেষ এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা-সহ সম্মানের আসনে নিয়ে যাওয়া কেবল বঙ্গবন্ধুর নেতেৃত্বের জন্যই সম্ভব হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, মহানুভবতা শেখার জন্য বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে এবং অনুকরণ করতে হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ আয়োজিত ‘বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

ড. মোমেন বলেন, ‘আগামী দুই বছর আমাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। আমরা ‘মুজিববর্ষ’ ও স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদ্যাপন করবো। এ সময় আমরা জাতির পিতার বৈচিত্র্যময় জীবন সম্পর্কে জানবো এবং সকলকে জানাবো। সারা বিশ্বে আমরা বাংলাদেশকে সম্ভাবনাময়ী অর্থনীতি হিসেবে তুলে ধরতে চাই।’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, প্রবাসীদের হয়রানি কমাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পদক্ষেপ নিয়েছে। দূতাবাস অ্যাপসের মাধ্যমে ঘরে বসে ৩৪ ধরনের সেবা দেয়া হচ্ছে। প্রত্যেক দূতাবাসে হটলাইন চালু হয়েছে।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১০০ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : ৫০০

**বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করা হলো ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা**

ঢাকা, ২৭ মাঘ (১০ ফেব্রুয়ারি) :

২০২১ সালে অনুষ্ঠেয় ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করে বাংলাদেশকে থিম কান্ট্রি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা কর্তৃপক্ষ গতকাল ৪৪তম আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা ২০২০-এর সমাপনী ও বাংলাদেশ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা প্রদান করে।

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্কুল শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ও সংসদীয় বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়সহ উভয় দেশের রাজনৈতিক ও সরকারের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ‘বাংলাদেশ দিবস’ উপলক্ষে বাংলাদেশ উপহাইকমিশন কলকাতার আয়োজনে সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান খান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ শ্রী গৌতম ভদ্র ও বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এর পরিচালক মিনার মনসুর।

#

ফয়সল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/কুতুব/২০২০/১১০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০৭

**বিদেশিদের কাছে নালিশ করে দেশকে খাটো করবেন না**

**--- বিএনপির প্রতি তথ্যমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ২৭ মাঘ (১০ ফেব্রুয়ারি) :

বিদেশিদের কাছে নালিশ করে দেশকে খাটো না করতে বিএনপির প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) আয়োজিত মুজিববর্ষ উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত অমর একুশে চট্টগ্রাম বইমেলা ২০২০ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশ বহুদূর এগিয়ে যেতে পারতো গত ১১ বছরে, যদি বাংলাদেশে নেতিবাচক রাজনীতি না থাকতো। গতকাল দেখতে পেলাম বিএনপির পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজন বিদেশি রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিককে ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে নালিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। ভোট দিল বাংলাদেশের মানুষ, ভোট হল ঢাকা শহরে, যদি কোনো নালিশ থাকে তাহলে ঢাকা শহরের ভোটারদের কাছে নালিশটা দিতে হয়।’

মন্ত্রী বলেন, যদি কোন নালিশ থাকে, তা বাংলাদেশের মানুষের কাছে দিতে হবে। কথায় কথায় বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দেয়া, এতে দেশ ও জাতিকে অপমান করা হয়। তারা ক্রমাগতভাবে যে কোন বিষয়ে বিদেশিদের কাছে ছুটে যায়, এটি দেশ, জাতি এবং ভোটারদেরকে অপমান করার শামিল ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপির কোন নালিশ থাকলে সেটা নির্বাচন কমিশনে দিতে পারে, সেই নালিশ দেওয়ার জন্য তারা আদালতে যেতে পারে, জনগণ, ভোটারদের কাছে যেতে পারে। সেটি না করে বিদেশি দূতাবাসের কূটনীতিকদের ডেকে নালিশ উপস্থাপন করা, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি দূতাবাসগুলো বা রাষ্ট্রগুলো যাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে, সেটির পথ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এটি কখনো আমাদের জন্য সম্মানজনক নয়, অসম্মানজনক। এই কাজটি ক্রমাগতভাবে বিএনপি করছে।

‘বিএনপিকে আমি অনুরোধ জানাবো, আপনাদের যদি কোন নালিশ থাকে, সেটা জনগণের কাছে উপস্থাপন করুন। দয়া করে ঘরের বিষয় নিয়ে বিদেশিদের কাছে নালিশ উপস্থাপন করে দেশকে খাটো করবেন না’, বলেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

ধারাবাহিকভাবে বইমেলা আয়োজনের জন্য চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, গত বছরের তুলনায় এ বছর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষে বইমেলার কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঢাকা থেকে দেড় শতাধিক প্রকাশক এই বইমেলায় অংশগ্রহণ করছে।

মন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী, প্রধান সমুদ্র বন্দর, প্রধান বাণিজ্য নগরী, বাণিজ্যিক রাজধানী। এই শহরের লোকসংখ্যা বর্তমানে ৭০ লাখের বেশি। এই শহরে এমন একটি বইমেলার বড় অভাব ছিল কয়েক বছর আগেও। বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় বইমেলার আয়োজন করা হতো, যেটির অভাব ঘুচিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন আয়োজিত এই বইমেলা। আমি বিশ্বাস করি চট্টগ্রামের বই মেলা ধীরে ধীরে ঢাকা বইমেলার পর্যায়ে যাবে।

স্কুলের শিক্ষার্থীদের বইমেলায় নিয়ে এসে বই পাঠে উৎসাহ ও পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ নিতে সিটি করপোরেশনের প্রতি আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী।

এর আগে বিকেল ৫টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) আয়োজিত এ বইমেলার উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ। এ সময় পরিবেশন করা হয় জাতীয় সংগীত। বইমেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন চসিকের পতাকা উত্তোলন করেন।

এ সময় চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো সামশুদ্দোহা, চট্টগ্রাম সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের সভাপতি শাহ আলম নিপু, সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন, কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, হাসান মুরাদ বিপ্লব, চসিকের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা সুমন বড়ুয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৭

ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

ঢাকা, ২৬ মাঘ (৯ ফেব্রুয়ারি) :

ভারত সফররত সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ আজ কলকাতার হোটেল ওবেরয় গ্র্যান্ডে ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রীকে অবহিত করেন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া তিনি ‘কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলা ২০২১’ বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গের জন্য মেলা কর্তৃপক্ষ ও ভারত সরকার-সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

নির্মলা সীতারমন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকা-ের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়েছেন। তিনি বর্তমান সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকা-ের সুষ্ঠু বিচার হওযায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী গতকাল বিকালে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি মিউজিয়ামে (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে) ‘বাংলাদেশ ও রবীন্দ্রনাথ’ শীর্ষক বাংলাদেশ গ্যালারির নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সব্যসাচী বসু রায় চৌধুরী, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অভ্ ট্রাস্টিজ এর চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার ও কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে নিযুক্ত উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান উপস্থিত ছিলেন।

#

ফয়সল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭১

**সমাবেশে খালেদা জিয়ার মুক্তি নয়**

**-তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ মাঘ (৮ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, সমাবেশে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি মিলবে না, বরং বিএনপির সমাবেশ আইন- আদালতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন ।

আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবের মওলানা আকরাম খাঁ মিলনায়তনে 'জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা'য় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

বেগম জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপি'র শনিবারের সমাবেশ প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'দুর্নীতির দায়ে আদালতের বিচারে সাজাপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে কেবল আদালতে জামিন বা খালাস পাওয়া ছাড়া বেগম জিয়ার মুক্তির অন্য কোন পথ নেই। সেকারণে, তার মুক্তির জন্য আন্দোলন আইন-আদালতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন।'

মন্ত্রী এসময় পাকিস্তানের নওয়াজ শরিফ ও ভারতের জয়রাম জয়ললিতার বিচারের উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, 'বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তাদের গ্রেফতার ও বিচার প্রক্রিয়া নেয়া হয়েছে। জয়ললিতার গ্রেফতার ও মৃত্যুর পর অনেক ভক্ত আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন, কিন্তু তার দল কখনো আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমাবেশ বা আন্দোলন করেনি।'

'বিএনপি আগেও মেশিন বিক্রি করেছে'

'বিএনপি'র মেশিন বেচার ইতিহাস রয়েছে' উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি তাদের আমলে আদমজী পাটকল-সহ দেশের বিভিন্ন কলকারখানা বন্ধ করে সেখানকার মেশিনপত্র কেজি দরে বেচে দিয়েছিল বলেই তাদের নেতা খসরু সাহেব আজ নির্বাচনে হেরে ইভিএমগুলো কেজি দরে বেচার কথা বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন।'

'মূর্খের মতো কথা না বলার অনুরোধ'

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্বৃত্ত অর্থ রাষ্ট্রীয় খাতে জমা রাখার বিধানের বিরুদ্ধে বিএনপিনেতা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সমালোচনাকে অযৌক্তিক বলে বর্ণনা করে ড. হাছান বলেছেন, 'কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত অর্থ বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকে রাখা হতো, যার হিসাব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রতিবেদনে সময়ে সময়ে অপ্রদর্শিত থাকায় তা অর্থনীতিতে যুক্তও হতো না। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর খরচ মেটানো ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রেখেই উদ্বৃত্ত অর্থ রাষ্ট্রীয় খাতে জমা রাখা দেশের অর্থনীতির জন্য মঙ্গলের। এবিষয়টি না বুঝে বা বুঝেও মূর্খের মতো সমালোচনা করলে তারা নিজেরা লজ্জা না পেলেও আমরা লজ্জা পাই। এটি না করার অনুরোধ জানাবো।'

সভার শুরুতে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ সমাগত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম না হলে ঘুমন্ত বাঙালি  জাগ্রত হতো না, বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না।'

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শুধু দেশ স্বাধীনই করেননি, দেশের ভেতরে এক কোটি গৃহহারা ও ভারতে আশ্রিত প্রায় আরো এক কোটি মানুষকে পুনর্বাসিত করেছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে যাওয়া ধ্বংসস্তুপের ভেতর থেকে দেশের অর্থনীতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি এনে দিয়েছেন। আর তাঁর মৃত্যুর পর দেশ যে দুর্নীতি-দুঃশাসনে পিছিয়ে পড়েছিল, বঙ্গবন্ধুকন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে দেশকে অদম্য গতিতে এগিয়ে নিচ্ছেন। সমস্ত সূচকে আজ আমরা পাকিস্তানকে পেছনে ফেলেছি। গত ১১ বছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার বিশ্বে সর্বোচ্চ।'

'দেশের এই উন্নয়ন যারা সহ্য করতে পারেনা, শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে তারা যে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে, তা থেকে সমগ্র জাতিকে সতর্ক থাকতে হবে' বলেন তথ্যমন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি প্রখ্যাত অভিনেত্রী সারাহ বেগম কবরী'র সভাপতিত্বে সভায় আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দার, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক কণ্ঠশিল্পী মোঃ রফিকুল আলম, সাংবাদিক মানিক লাল ঘোষ, অভিনেত্রী তারিন জাহান, শাহনূর এবং আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ যোগ দেন।

#

আকরাম/কামরুল/শামীম*/২০২০/১৬১৮ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৯

**বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরছে ঢাকা আর্ট সামিট**

**---সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বাঙালির রয়েছে হাজার বছরের সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ চারু ও কারুকলা। চারুকলা বিষয়ক দক্ষিণ এশিয়ায় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত একটি প্রধান শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ঢাকা আর্ট সামিট। এ ধরনের প্রদর্শনী যেমন জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ করে মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়, তেমনি বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ৫ম ঢাকা আর্ট সামিট ২০২০ সে ধরনের একটি নান্দনিক ও সৃজনশীল শিল্পকর্মের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী।

প্রতিমন্ত্রী আজ সকালে রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় সামদানী আর্ট ফাউন্ডেশন আয়োজিত নয় দিনব্যাপী (৭ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০) '৫ম ঢাকা আর্ট সামিট ২০২০' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষকে সামনে রেখে ৫ম ঢাকা আর্ট সামিটের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Lighting the Fire of Freedom Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman' শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনী যেটি সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন (CRI) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ৪৪টির অধিক দেশ থেকে আগত ৩২ জন কিউরেটর দল এবং ৫০০ জন শিল্পীর অংশগ্রহণে এবারের আয়োজন গতবারের তুলনায় আরো বৃহৎ পরিসরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যেটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিচ্ছে। একইসঙ্গে এ আয়োজন দেশে দেশে সংস্কৃতি ও মৈত্রীর বন্ধনকে দৃঢ় করতে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন '৫ম ঢাকা আর্ট সামিট ২০২০' এর আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ফারুক সোবহান। স্বাগত বক্তৃতা করেন সামদানী আর্ট ফাউন্ডেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নাদিয়া সামদানী।

#

ফয়সল/মাহমুদ/মোশারফ/*আব্বাস/২০২০/১৭২৮ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩০

**মুজিববর্ষের বর্ষপঞ্জি প্রকাশনা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্যভাবে উদযাপন উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নানা বর্ণাঢ্য কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

আজ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে মুজিববর্ষের বিশেষ বর্ষপঞ্জি প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একশ’টি ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজন করা হবে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ গেমস আয়োজন করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ‘মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল হিসেবে উদযাপন করবো। গত বছর ২৫ শে ডিসেম্বরে ওআইসি আনুষ্ঠানিকভাবে এ স্বীকৃতি প্রদান করে।  যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে আমরা সারা বিশ্বের কাছে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে পারবো’।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ মাসুদ করিমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন। এছাড়াও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৯

**মুজিববর্ষে শিশুদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে রোডমার্চ ও রোডশো আয়োজন করা হবে**

**--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, কোমলমতি শিশুদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি ও বইমুখী করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে সারা দেশে রোডমার্চ ও রোডশোর আয়োজন করা হবে। এ রোডমার্চে নেতৃত্ব দেবেন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। এছাড়া মুজিববর্ষে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৮শ’হতে এক হাজারে উন্নীত করা হবে। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে এক হাজারটি গণগ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন শীর্ষক একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল মান্নান ইলিয়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় বই পড়তেন। বইয়ের প্রতি তাঁর বেশ আগ্রহ ও ঝোঁক ছিল। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা বইয়ের দিকে না ঝুঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। শিক্ষার্থীদেরকে বই পড়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যতই সোশ্যাল মিডিয়া বিকশিত হোক না কেন, বই থাকবে, গ্রন্থাগার থাকবে। বইয়ের আবেদন কখনো ফুরোবে না।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্পের আওতায় ৭৬টি ভ্রাম্যমাণ গাড়ির মাধ্যমে লাইব্রেরি সেবাকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। এ কাজে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারের সেবাকে আমরা উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে দিতে চাই। সে লক্ষ্যে দেশব্যাপী ১০০ উপজেলায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আধুনিক মিলনায়তন, মাল্টিপারপাস হল, মুক্তমঞ্চ, ক্যাফেটেরিয়া স্থাপনের পাশাপাশি একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) আবদুল্যাহ হারুন পাশা। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি আলী আকবর।

প্রতিমন্ত্রী এর পূর্বে বেলুন উড়িয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের দিনব্যাপী কর্মসূচি ও র‌্যালির উদ্বোধন করেন। র‌্যালিটি গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রাঙ্গণ হতে শুরু হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বর, কলাভবন, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি হয়ে চারুকলা অনুষদের সামনের দিক দিয়ে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।

#

ফয়সল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪২৪

**মুজিববর্ষে শতলক্ষ গাছের চারা রোপণ করা হবে**

-**জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ মাঘ (৫ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন বলেছেন, উন্নত দেশের কাছে জলবায়ু ক্ষতিপূরণের দাবি অব্যাহত রাখলেও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন রোধের অংশ হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এ বছর মুজিববর্ষে দেশে ৪শত ৯২ টি উপজেলায় শতলক্ষ গাছের চারা রোপণ করা হবে।

মন্ত্রী আজ পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে চিলি-মাদ্রিদ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন বা কপ-২৫: প্রত্যাশা, প্রাপ্তি এবং ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে কপ-২৫-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ কার্যকর ও ফলপ্রসু হয়েছে। এ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের সংগঠন ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম(সিভিএফ)’র ২০২০-২১ মেয়াদে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মত স্থাপিত বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে মতবিনিময়কালে বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলোর কার্বন নিঃসরণ ব্যাপক হ্রাসকরণ এবং উন্নয়নশীল ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ কপ-২৫ সম্মেলনে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেছে। তিনি বলেন, প্যারিস চুক্তির আর্টিক্যাল ৬ এর আওতায় মার্কেট ও নন-মার্কেট ম্যাকানিজমের জন্য বিস্তারিত রুলস ও গাইডলাইন অনুমোদনের বিষয়ে রাষ্ট্রসমূহ একমত হতে না পারায় কাংখিত সাফল্য আসেনি। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতির জন্য সুনির্দিষ্ট আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষে পৃথক তহবিল গঠন এবং প্যারিস এগ্রিমেন্ট ও জলবায়ু কনভেনশন দুই জায়গাতেই লস এন্ড ড্যামেজ বিষয়ক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিতে একমত হওয়া সম্ভব হয়নি । কিন্তু এ বিষয়ে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ বেশ কয়েকটি ইস্যুতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসির সভাপতিত্বে কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার।

#

দীপংকর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হেফাজতে থাকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত দুর্লভ ছবি, অডিও-ভিডিও, পান্ডুলিপি, দলিল, হাতে লেখা বা প্রিন্টেড ডকুমেন্টস সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য অনুগ্রহপূর্বক মহাপরিচালক, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর (মোবাইল: ০১৯১৩৩৮৪৮৯৫, ইমেইল: dg@nanl.gov.bd) বরাবর প্রেরণ কিংবা অবহিতকরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

#

ফরিদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০১৯/১৪৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৯

**বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে মুজিববর্ষজুড়ে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ সেমিনার ও আলোচনা সভা**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর বিশেষ সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে গঠিত সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও আলোচনা সভা আয়োজন উপকমিটির আহ্বায়ক শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ দীপু মনির সভাপতিত্বে আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (৪থ তলা) সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ সংক্রান্ত সভায় তিনি এ কথা জানান।

সভাপতির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য সেমিনার ও আলোচনা সভাগুলোতে দেশ বিদেশের আলোচকগণের সমন্বিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এসব সেমিনার ও আলোচনা সভাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে হবে যাতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ বিশ্বে আরো বেশি করে ছড়িয়ে পড়ে।

সভায় মুজিববর্ষজুড়ে সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজনের লক্ষ্যে নির্ধারিত বিষয় ও সূচি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। একই সাথে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্যে ধারণাপত্র তৈরির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসব ধারণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞজনদের মূল প্রবন্ধ লেখার জন্য অনুরোধ জানানোর বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, অথনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ, পাবলিক সাভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জুয়েনা আজিজ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এবং উপকমিটির সদস্য সচিব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন।

#

নাসরীন/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৮

**শ্রম মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান আজ সচিবালয়ে তার অফিস কক্ষে মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মুজিব বর্ষের প্রাক্কালে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকাণ্ডের খুটিনাটি তুলে ধরে একটি সুন্দর প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রকাশনাটি আগামী বছরে মন্ত্রণালয়ের কাজকে ত্বরানি¦ত করতে সহায়ক হবে।

জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকীতে উন্নয়ন অগ্রগতিকে টেকসই করতে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী আরো নিষ্ঠাবান এবং দায়িত্বশীল হবেন বলে প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহের সকল কর্মকাণ্ড সূচারুরূপে সন্নিবেশ করায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

এ সময় শ্রমসচিব কে এম আলী আজম, অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, সাকিউন নাহার বেগম, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬

**কৃষি ও কৃষকের বঙ্গবন্ধু বইয়ের মোড়ক উন্মোচন**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি) :

আজ ঢাকায় শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে ‘কৃষি ও কৃষকের বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান মন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম ও প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন । বইটি রচনা করেছেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম ।

আলোচক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. লুৎফুল হাসান, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর ও প্রাইস ওয়াটার্স কুপার্সের ম্যানেজিং পার্টনার মামুন রশীদ। আলোচনাকালে বক্তাগণ বলেন, ৮০ পৃষ্ঠার বইটিতে লেখক বঙ্গবন্ধুর অনাবিষ্কৃত দিক বিশেষ করে কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নানান ভাবনার বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

এ সময় পরিকল্পনা সচিব মোঃ নুরুল আমিন-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদ/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬

**‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ ফেব্রুয়ারি ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান   
করেছেন :

“প্রতি বছরের মত এবারও ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ আয়োজিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি আয়োজক সংস্থা- বাংলা একাডেমি, দেশি-বিদেশি প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। মুজিববর্ষ উপলক্ষে এবারের একুশে গ্রন্থমেলা উৎসর্গ করা হয়েছে সর্বকালের সর্বশেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

আজকের এই দিনে আমি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিকসহ সকল ভাষা শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি।

বাংলা ভাষা আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি এখন ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’। এই স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার এ বিষয়ে জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। যার ফলশ্রুতিতে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য আমি ইতোমধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাবি উত্থাপন করেছি। বিশ্বের সকল ভাষাগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণ, বিকাশ ও চর্চার লক্ষ্যে আমরা ঢাকায় ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করেছি।

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে বাংলা একাডেমি আজ থেকে পর্যায়ক্রমে ১০০টি নতুন বই প্রকাশ শুরু করেছে। এর মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ বঙ্গবন্ধুর লেখা নতুন বই ‘আমার দেখা নয়া চীন’। আমি বঙ্গবন্ধুর এ বইয়ের প্রকাশক বাংলা একাডেমি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি, অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং কারাগারের রোজনামচা- এর মত এই বইটিও দেশি-বিদেশি পাঠকের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হবে।

জ্ঞানচর্চা ও পাঠচর্চা বিস্তারে গ্রন্থমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রন্থমেলা এমন একটি মাধ্যম, যা জাতির অগ্রগতির ও উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গ্রন্থমেলা আমাদের অস্তিত্ব, জীবনবোধ এবং চেতনাকে জাগ্রত করে। বইয়ের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধুকে যথাযথভাবে তুলে ধরবেন- প্রকাশক ও লেখকদের প্রতি এ আহ্বান জানাচ্ছি।

আসুন, বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলি। সকল ভেদাভেদ ভুলে মহান একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে একসঙ্গে কাজ করব- এই হোক একুশে গ্রন্থমেলায় আমাদের অঙ্গীকার।

আমি ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১৩২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৫

**‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির** **বাণী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২ ফেব্রুয়ারি ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেনঃ

“বাংলা একাডেমির উদ্যোগে প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রাক্কালে একুশে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনে অমর শহিদদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

বাংলা একাডেমি কর্তৃক এবারের একুশে গ্রন্থমেলা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক ১০০টি বই প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি আশা করি লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও সাহিত্যপ্রেমীদের অংশগ্রহণে গ্রন্থমেলা বরাবরের মতো মহামিলন মেলায় পরিণত হবে।

বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির পাদপীঠ বাংলা একাডেমি ১৯৫৫ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা একাডেমি মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে নানাভাবে ধারণ করে আছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ বছর বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হবে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্রষ্টা এবং বাঙালি জাতির মন ও মানস গঠনে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। তিনিই সর্বপ্রথম ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতীয় ‘বাংলা সাহিত্য সম্মেলন’ উদ্বোধন করেন। ভাষা শহিদদের রক্তস্নাত পথ ধরে গড়ে ওঠা বাংলা একাডেমি জাতীয় শিল্প-সংস্কৃতি বিকাশে অনন্য একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে দেশ ও দেশের বাইরে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে বাংলা একাডেমি সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রাণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে - এ প্রত্যাশা করি।

মূল্যবোধের অবক্ষয়রোধ এবং সুকুমার বৃত্তির বিকাশে শিল্প-সাহিত্যচর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নবতর চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধের মাধ্যমেই নতুন মানুষ সৃষ্টি সম্ভব। একাডেমির এই প্রাঙ্গণে সৃজনশীল ও মননশীল লেখকদের বিকাশ ও অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে অমর একুশে গ্রন্থমেলা এক অবিকল্প আয়োজন। মহান ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে সমুজ্জ্বল রেখে ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা’ বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হয়ে উঠবে- এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০’ এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’

#

ইমরানুল/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১৩২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে তরুণ নেতৃত্বই দেশকে এগিয়ে নিবে**

**---স্পিকার**

চরফ্যাসন (ভোলা), ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের বেশিরভাগ জনগণই তরুণ। আর তরুণরাই হচ্ছে দেশের মূল শক্তি, যারা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিবে। এ সময় তিনি তরুণদের মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে দেশকে এগিয়ে নিতে আহ্বান জানান।

স্পিকার আজ ভোলার চরফ্যাসন সরকারি কলেজের ‘সুবর্ণ জয়ন্তী’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ সকল কথা বলেন।

স্পিকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ-২০২০’ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

স্পিকার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার অভূতপূর্ব ও ইতিবাচক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা ট্রাস্ট, বিনামূল্যে বই বিতরণ, নারীদের মেধাবৃত্তি, মায়েদের কাছে মোবাইলের মাধ্যমে বৃত্তির টাকা পাঠানো, স্কুলকে জাতীয়করণ-সহ বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে বছরের প্রথম দিন বিনামূল্যে সকলের মাঝে বই বিতরণের নজির বিশ্বের আর কোথাও নাই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

চরফ্যাসনকে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অংশ হিসেবে উল্লেখ করে স্পিকার বলেন, ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চরফ্যাসনে ভ্রমণ করেছিলেন। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেওয়া বঙ্গবন্ধু ২৩ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশ ও সংবিধান উপহার দিয়েছেন। তিনি বলেন, মাত্র সাড়ে তিনবছরে বঙ্গবন্ধু দেশকে পুনর্গঠন করেছেন।

#

তারিক/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/2020/1933 NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২

**কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন রুটে জাহাজ উদ্বোধন করলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

কক্সবাজার, ১৭ মাঘ (৩১ জানুয়ারি)

দেশে প্রথমবারের মতো কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন রুটে সমুদ্রগামী ক্রুজ জাহাজ চলাচল করবে। মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বেসরকারি একটি শিপইয়ার্ড কোম্পানি আজ থেকে উক্ত রুটে জাহাজটি চালাবে।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী গতকাল কক্সবাজারস্থ বিআইডব্লিউটিএ'র নুনিয়ারছড়া ঘাটে কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন রুটে ক্রুজ জাহাজ 'কর্ণফুলী এক্সপ্রেস' এর উদ্বোধন করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'কর্ণফুলী এক্সপ্রেস' জাহাজ চলাচলের মধ্য দিয়ে কক্সবাজারে পর্যটনের নতুন দ্বার উন্মোচিত হলো। আগে পর্যটকদের সেন্টমার্টিন ভ্রমণে নানা ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। দীর্ঘ সড়কপথ পাড়ি দিয়ে টেকনাফ পৌঁছে জাহাজযোগে পর্যটকদের সেন্টমার্টিন যেতে হতো। এখন পর্যটকদের কক্সবাজার থেকে সরাসরি সেন্টমার্টিন ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দুর্ভোগ লাঘবের পাশাপাশি পর্যটকরা ভ্রমণের সময় পাহাড়, নদী ও সমুদ্র উপকূলের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পারবে।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুর রশিদ উপস্থিত ছিলেন।

৫৮২ জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজটি কর্ণফুলী শিপইয়ার্ড লিমিটেড নির্মাণ করেছে। ভবিষ্যতে জাপান থেকে বড় ধরনের জাহাজ এনে উক্ত রুটে যাত্রী পরিবহনের ব্যবস্থা করবে কর্ণফুলী শিপইয়ার্ড।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫

**মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত হবে বিশেষ স্মারকগ্রন্থ**

ঢাকা, ১৬ মাঘ (৩০ জানুয়ারি) :

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর বিশেষ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

আজ ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা সংক্রান্ত সভায় জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের এ কথা জানান।

কমিটি’র সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, আমরা বিশিষ্ট লেখকগণকে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে অনুরোধ করেছি এবং ইতোমধ্যে বেশ কিছু লেখা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। কয়েক মাসের মধ্যেই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মারক গ্রন্থটি সম্পাদনা বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেছেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান।

#

নাসরীন/ইসরাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮

**জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৬ মাঘ (৩০ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ যথাযথ মর্যাদায় আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদযাপন উপলক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসার সভাপতিত্বে আজ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

সভায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় জানানো হয়, আগামী ১৭ মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধি সৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন এবং এ উপলক্ষে অনার গার্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের যৌথ আয়োজনে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হবে ১০০ জন শিশুশিল্পীর অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত পরিবেশনা, ১০০টি পায়রা অবমুক্তকরণ ও ১০০ টি বেলুন উড়ানোর মাধ্যমে। এ অনুষ্ঠানে থাকছে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষক গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের লেখা নিয়ে বিশেষ প্রকাশনা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সেরা ১০০টি রচনার সংকলন গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন। একই অনুষ্ঠানে মেধাবী শিশুদের মাঝে ১০০টি ল্যাপটপ বিতরণ করা হবে। সাংস্কৃতিক পর্বে থাকছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, কাব্য নৃত্যগীতি আলেখ্যানুষ্ঠান ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বই মেলা উদ্বোধন এবং বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার-সহ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, পুলিশ সদর দপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা, গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক-সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তর-সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

সভায় প্রতিমন্ত্রী জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০ যথাযথ মর্যাদায় আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদযাপনে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় প্রতিমন্ত্রী জানান, মুজিব শতবর্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক লাখ নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করবে। তিনি আরো বলেন, মুজিব শতবর্ষ হবে বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে বন্ধের ভিত্তি বছর। বাল্যবিয়ে বন্ধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসকের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আশা করেন, সকলের সহযোগিতায় বাংলাদেশকে বাল্যবিয়ে মুক্ত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

#

আলমগীর/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩৪

**মুজিববর্ষ বিষয়ক সকল কার্যক্রম যেন মিডিয়ায় সঠিকভাবে প্রচারিত** **হয়**

**-তথ্যসচিব**

ঢাকা, ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

তথ্যসচিব কামরুন নাহার বলেছেন, আগামী ১৭ মার্চ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সকল কার্যক্রম প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক এবং সোস্যাল মিডিয়ায় বহুল প্রচারের লক্ষ্যে সকল জনসংযোগ কর্মকর্তাকে তৎপর থাকতে হবে। তথ্য অধিদফতর সরকারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। এ অধিদফতরের উদ্ভাবিত নতুন কাজগুলো বর্তমান সময়ের জন্য খুবই সহায়ক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আজ তথ্য অধিদফতরের সম্মেলনকক্ষে ‘সরকারের উন্নয়ন প্রচার কৌশল’ বিষয়ক মতবিনিময় সভা ও ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-২০১৯’ প্রদান উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্যসচিব এসব কথা বলেন। প্রধান তথ্য অফিসার সভায় সভাপতিত্ব করেন।

তথ্য অধিদফতরের পদসৃজনসহ এর আধুনিকায়ন এবং সৃজনশীল ও জনমূখী উদ্যোগ গ্রহণে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন তথ্যসচিব। তিনি জনসংযোগ কর্মকর্তাদের আরো দক্ষতার সাথে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রচার নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন।

অনুষ্ঠানে তিনি তথ্য অধিদফতরের নয় জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ২০১৮-২০১৯ এর শুদ্ধাচার পুরস্কারের সনদ এবং নগদ অর্থ প্রদান করেন। পরে তিনি অধিদফতরে স্থাপিত ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ পরিদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত জনসংযোগ কর্মকর্তা, তথ্য অধিদফতরের প্রধান ও আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

পরীক্ষিৎ/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/শামীম/২০২০/১৬৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৬

**মুজিববর্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বেগবান করতে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর  নির্দেশ**

ঢাকা, ১৩ মাঘ (২৭ জানুয়ারি) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব  এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ইসলামের শান্তির বাণী সঠিকভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত  ইসলামিক ফাউন্ডেশন আজ বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। লাখ লাখ আলেমের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম  বেগবান করতে  কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন ।

প্রতিমন্ত্রী  আজ আগারগাঁওয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা  কার্যালয়ের সভাকক্ষে  বদলির কারণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব মোঃ আনিছুর রহমানের  বিদায় ও নবনিযুক্ত সচিব মোঃ নূরুল ইসলামের যোগদান উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে  ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, মাদক, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ-সহ  নানাবিধ আর্থসামাজিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে  এ প্রতিষ্ঠানকে আরো বেশি ভূমিকা পালন করতে হবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  মু. আঃ হামিদ জমাদ্দার।

**#**

আনোয়ার**/**ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস**/২০২০/**২০৩৬ **ঘণ্টা**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৯

**যুবসমাজকে উদ্বুব্ধ করতে অনুষ্ঠিত হবে বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপ**

ঢাকা, ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) :

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁর মহান উক্তি ‘সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই’ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে যুব সমাজকে সুন্দর সমাজ নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২০ অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ ও যুব সমাজের জন্য ক্রীড়া ক্ষেত্রে নিজেদের তুলে ধরে দেশ গঠনে উদ্বুদ্ধ করার একটি ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ক্রীড়া পরিষদের অডিটোরিয়মে বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২০ এর সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

জাহিদ আহসান রাসেল বলেন,  দেশের তরুণ সমাজকে জঙ্গিবাদ থেকে বিরত রাখা ও ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে এ ধরনের উদ্যোগ যেমন গুরুত্বপূর্ণ  ভূমিকা রাখবে তেমনি সুস্থ ধারার সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরিতে ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এ সময়ে সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য স্পেল বাউন্ড লিও বার্নেট ও পোলারকে ধন্যবাদ জানান প্রতিমন্ত্রী।

সমন্বয় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক ও নাইমুর রহমান দুর্জয়, যুব ও ক্রীড়া সচিব মো.আখতার হোসেন, পোলারের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল মামুন-সহ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন ফেডারেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

আরিফ/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯

**তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইটে ‘মুজিব শতবর্ষ’ নামক সেবাবক্স সংযোজন**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইট এ ‘মুজিব শতবর্ষ’ নামে একটি সেবাবক্স সংযোজন করা হয়েছে।

এই সেবাবক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুর্লভ আলোকচিত্র, মুজিব শতবর্ষ   
উদ্‌যাপন বিষয়ক তথ্যবিবরণী, আলোকচিত্র ও ফিচার সংরক্ষিত রয়েছে।

সেবাগ্রহীতারা সহজেই তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইট [http://www.pressinform.gov.bd](http://www.pressinform.gov.bd/) এর মুজিব শতবর্ষ নামের সেবাবক্স হতে উল্লিখিত সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম*/আসমা/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৪

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অনুবাদ করা হবে**

**- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ অনুবাদ করা হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদের পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজিতেও বঙ্গব্ন্ধুর ভাষণ থাকবে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে মন্ত্রী আজ এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশ, সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য রাজধানীর বেইলি রোডে ১৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স’ নির্মিত হয়েছে। পার্বত্যবাসীর উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্ত্রী জানান।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে - তিন পার্বত্য জেলায় ৫ লক্ষ গাছের চারা রোপণ, বঙ্গবন্ধু পার্বত্য মেলা আয়োজন,  হিমালয় প্রদেশের একটি রেঞ্জে নামকরণবিহীন স্থানে পর্বতারোহন এবং বঙ্গবন্ধুর নামে এর নামকরণ। এছাড়া রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রে ৭১ ফুট উঁচু বঙ্গবন্ধু ম্যূরাল উদ্বোধন, বঙ্গবন্ধুর পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ছবি ও সেই সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের বক্তব্য সম্বলিত স্মরণিকা প্রকাশ, ‘Tour-De CHT Mountain Biking’ এবং স্মার্ট ভিলেজ তৈরি করাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে বলে সভায় জানানো হয়।

পাশাপাশি জাতীয় কর্মসূচির আলোকে সমম্বয় রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগডাছড়িতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর সেমিনার আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর নামে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করবে।

মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মেসবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বক্ততা করেন, অতিরিক্ত সচিব সুদত্ত চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর ভাইস চেয়ারম্যান মো: মাহিনুল ইসলাম, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

নাছির/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৬

**মুজিব শতবর্ষ লোগো নির্দেশিকা প্রকাশিত**

ঢাকা, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) :

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ লোগো নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মুজিববর্ষ সম্পর্কিত যে সকল ডিজাইন ও স্মারক তৈরি করবে তার মানের সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচিত ও অনুমোদিত ‘মুজিব শতবর্ষ’ লোগো ব্যবহারের জন্য এই নিদের্শিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ‘মুজিব শতবর্ষ’ লোগো ব্যবহার নিদের্শিকা’ নামে প্রকাশিত এই নির্দেশিকার কপি সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া মুজিববর্ষের ওয়েবসাইট (<http://mujib100.gov.bd>) থেকেও এ নিদের্শিকা ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে।

লোগো ব্যবহার নিদের্শিকায় উল্লিখিত দশটি মূল নির্দেশনা হলো: (১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত রঙ, বর্ণবিণ্যাস এবং আকৃতি ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে না; (২) সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি, সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক সকল ইমেইল, সরকারি পত্র, স্মারকপত্র, আধা-সরকারি পত্রে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের লোগোর সঙ্গে যথাযথভাবে মুজিববর্ষের লোগোটি ব্যবহার করা যাবে; (৩) সরকারি মালিকানাধীন সকল বাস, ট্রেন, দাপ্তরিক গাড়ি, নৌযান, অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রুটে চলমান বাংলাদেশ বিমান, সামরিক এয়ারক্রাফট এবং ক্রুজে উপযুক্ত স্থানে; বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুনে এবং সাজসজ্জায় মুজিববর্ষ লোগোর নির্দেশিকা অনুসরণ করে নির্ধারিত ও আনুপাতিক হারে নান্দনিকভাবে লোগোটি ব্যবহার করা যাবে; (৪) জাতীয় দিবসসহ বিভিন্ন উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে শুভেচ্ছা কার্ড এবং আমন্ত্রণপত্রে উক্ত লোগো ব্যবহার করা যাবে; (৫) জাতীয় পাঠ্যপুস্তক এবং সকল সরকারি তথ্য বাতায়নে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে; (৬) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার, নোটপ্যাড, স্টেশনারি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সকল প্রচার সামগ্রীতে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে; (৭) কোনো ব্যক্তিগত বা বেসরকারি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক প্রোডাক্ট, সেবার উদ্দেশ্যে এই লোগোর ব্যবহার করা যাবে না; (৮) সিগারেট, এলকোহল, আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা অনুরূপ দ্রব্যাদিতে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে না; (৯) বিভিন্ন ক্রীড়া, সাহিত্য, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংস্থার অনুষ্ঠানের আয়োজনে, প্রকাশনার ক্ষেত্রে লোগো ব্যবহার করা যাবে; (১০) জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে নির্বাচিত লোগোটি ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।

এছাড়া উক্ত নির্দেশিকায় উল্লিখিত লোগোর ধরন, লোগোর পটভূমির রঙ, লোগোর চতুর্দিকের ফাঁকা জায়গা, গাঢ় পটভূমিতে লোগোর ব্যবহার, লোগোর মুদ্রণে রঙের নির্দেশনা, লোগোর ব্যবহারিক অবস্থান এবং লোগো ব্র্যান্ডিং এর উদাহরণ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

#

নাসরীন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৬

হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার

--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

ঠাকুরগাঁও, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, খেলাধুলা, সংস্কৃতি-সহ যে সমস্ত পুরাতন ইতিহাস ঐতিহ্য হারিয়ে গিয়েছিল তা ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার। আগে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ধারায় দেশ পরিচালিত হয়ে আসছিল। এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ পাবলিক ক্লাব মাঠে “মুজিববর্ষের অঙ্গীকার মাদক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার” প্রত্যয়ে আয়োজিত বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার কাজে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

সাবেক এমপি ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মু. সাদেক কুরাইশী, পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নুর কুতুবুল আলম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দীপক কুমার রায়, বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র কশিরুল আলম।

উদ্বোধনী খেলায় রাজশাহী কিশোর ফুটবল একাডেমি গাইবান্ধা ফুটবল একাডেমিকে ১-০ গোলে পরাজিত করে।

#

জাহাঙ্গীর/রাহাত/শফিক/২০২০/১২০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪

**অর্থনৈতিক কূটনীতির ওপর সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে**

                               -- **পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ মাঘ (১৭ জানুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বলেছেন, বাংলাদেশের বিনিয়োগ, রপ্তানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং বাংলাদেশের জনবলের বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে অর্থনৈতিক কূটনীতি ও পাবলিক ডিপ্লোমেসি’র বিষয়ে সরকার খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। আগামী দু’বছর- বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্য এদেশের ৭৭টি মিশনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে তুলে ধরা হবে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ব্রান্ডিং সরকার পরিবর্তন করতে চায়।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা- ২০২০ উপলক্ষে আয়োজিত ‘উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তা : ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের চালিকা শক্তি’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ১ কোটি ২২ লাখ লোক বিদেশে কাজ করে যাদের অধিকাংশ অদক্ষ। বিদেশে দক্ষ জনবল পাঠাতে পারলে রেমিটেন্স অনেক বেড়ে যাবে। তিনি বলেন, সেবার মান বৃদ্ধিতে দূতাবাস অ্যাপ চালু করা হয়েছে। এতে ৩৪ ধরনের সেবা খুব সহজে পাওয়া যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার উপস্থিত ছিলেন।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯২

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম থেকে বিশেষ উৎসব শুরু হবে**

--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

চট্টগ্রাম, ১ মাঘ (১৫ জানুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বীরকন্যা প্রীতিলতা-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্মস্থান এ চট্টগ্রাম। তাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী একটি উৎসবের সূচনা এ বীর প্রসবিনী চট্টগ্রাম থেকে করা হবে। আগামী মার্চ-এপ্রিল মাসে মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশব্যাপী একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হবে যেখানে সংগীত, নৃত্য, নাটক, চারুকলা, আবৃত্তি, যাত্রাপালা-সহ সংস্কৃতির সকল শাখার পরিবেশনা থাকবে। প্রতিটি জেলার সংস্কৃতির বিশেষ উপাদানকে অগ্রাধিকার দিয়ে এ উৎসবকে সাজানো হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বাচিক শিল্পচর্চা কেন্দ্র ‘তারুণ্যের উচ্ছ্বাস’ এর যুগপূর্তিতে বছরব্যাপী উৎসবের সমাপনী আয়োজনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী তাঁর মেয়াদে চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমির নতুন আধুনিক মিলনায়তনের কাজ সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

‘তারুণ্যের উচ্ছ্বাস’ এর সভাপতি ভাগ্যধন বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া পৌরসভার মেয়র মোহাম্মদ জোবায়ের এবং চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম বাবু। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ‘তারুণ্যের উচ্ছ্বাস’ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে চট্টগ্রাম থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে স্বদেশ আবৃত্তি সংগঠনের অর্ধযুগে পদার্পণ উপলক্ষে ‘মুজিব মানে মুক্তি’ শীর্ষক আবৃত্তি, কথামালা, স্বর্ণপদক প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

#

ফয়সল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৫

**মুজিববর্ষের কর্মসূচিতে শিশু-কিশোরদের সম্পৃক্ত করতে হবে**

* **সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১ মাঘ (১৫ জানুয়ারি) :

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচিতে শিশু-কিশোরদের সম্পৃক্ত করতে হবে যাতে তারা বঙ্গবন্ধুর দর্শন, চেতনা ও আদর্শ সম্পর্কে জানতে পারে, নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারে। এ ব্যাপারে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ চট্টগ্রামের বন্দর কর্তৃপক্ষ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক সংগঠন চট্টল ইয়ুথ কয়ার আয়োজিত মুজিব বর্ষবরণ ও বছরব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা ছাড়া শিক্ষা পূর্ণতা পায় না। প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটাতে হবে। শিশুদের মধ্যে জানার আগ্রহ ও কৌতূহল বাড়াতে হবে, তাঁদের স্পৃহা জাগ্রত রাখতে হবে।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও চট্টুল ইয়ুথ কয়ারের সভাপতি মফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে অবস্থিত ‘বীরকন্যা প্রীতিলতা ও ওয়াদ্দেদার’ এর ভাস্কর্য পরিদর্শন করেন।

#

ফয়সল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৬

**মুজিববর্ষ থেকে শুরু হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে স্কুল মিল**

রৌমারী (কুড়িগ্রাম), ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি ) :

সরকার মুজিববর্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলোতে মিল চালু করতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন। তিনি বলেন, সারাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে দুপুরে রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হবে। ইতোমধ্যে জাতীয় মিড-ডে-মিল নীতিমালা ২০১৯ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, শ্রেণি কক্ষে ধরে রাখা এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে একদিন অন্তর রান্না করা খাবার ও উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ স্কুল মিল কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের সময় শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহসহ বিভিন্ন শিক্ষাবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে ঝরে পড়ার হার ১৮ ভাগের নিচে নেমে এসেছে। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময় শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার ছিল ৫০ ভাগেরও বেশি। তিনি আরো বলেন, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী প্রায় শতভাগ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক-কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়াসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীনের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সোহেল আহমেদ এবং ডব্লিউএফপি'র আঞ্চলিক প্রতিনিধি বিথিকা বিশ্বাস অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

পরে শিক্ষার্থীদের মাঝে খিচুড়ি বিতরণের মধ্য দিয়ে প্রতিমন্ত্রী রাজিবপুর ও রৌমারী উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল মিল কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

#

রবীন্দ্র/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৬৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৫

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে এক কোটি গাছের চারা বিতরণ করা হবে  
 - পরিবেশ ও বনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ পৌষ (১৩ জানুয়ারি):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণসহ আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে অধিক পরিমাণ বৃক্ষ রোপণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে আগামী ৫ জুন সারাদেশে ৪শ’ ৯২টি উপজেলায় একযোগে ১ কোটি গাছের চারা বিতরণ করা হবে। ফলদ, বনজ ও ঔষধিসহ সকল প্রকার গাছের চারা বিতরণ করা হলেও দেশীয় ফলজ গাছকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। মন্ত্রী এ সময় সুন্দরবন রক্ষাসহ দেশের বনাঞ্চল বৃদ্ধিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন।

আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাবেক আব্দুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী’র বিদায় এবং নতুন সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি’র বরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষকে বিশুদ্ধ পরিবেশ উপহার দিতে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করা হবে। এর অংশ হিসেবে গত একমাসে সারাদেশে সাড়ে তিনশ ইটভাটা ধ্বংস করা হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক এক বছরের মধ্যে পলিথিন ও একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ব্যবহার শুন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, বনশিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার, প্রধান বন সংরক্ষক শফিউল আলম চৌধুরী এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ কে এম রফিক আহাম্মদ।

#

দীপংকর/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/আসমা/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩২

**কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে Ôসোনার বাংলা আর্ট-ক্যাম্প ২০২০’ শুরু হলো**

কলকাতা (ভারত), ২৭ পৌষ (১১ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে উপজীব্য করে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে আজ দু’দিনব্যাপী Ôসোনার বাংলা আর্ট ক্যাম্প ২০২০’ শুরু হলো।

এ আর্ট ক্যাম্পে চিত্রকর্ম নিয়ে একটি প্রদর্শনী বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের Ôবাংলাদেশ গ্যালারিতে ১৩-১৭ জানুয়ারি-২০২০’ প্রতিদিন বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য খোলা থাকবে। এ চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে আগামী ১২ জানুয়ারি ২০২০ রবিবার বিকেল ৫টায়। উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসানের শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর বরেণ্য চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাঙালি জাতির গর্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে ভিত্তি করে আয়োজিত Ôসোনার বাংলা আর্ট ক্যাম্প -২০২০’ এর গুরুত্ব অত্যধিক এবং আজকে ভারত-বাংলাদেশের শিল্পীদের রং তুলিতে যা ঘটবে এক সময় তা ইতিহাস হয়ে থাকবে।

Ôসোনার বাংলা আর্ট ক্যাম্প-২০২০’ এ বাংলাদেশ ও ভারতের প্রথিতযশা যে চিত্র শিল্পীবৃন্দ ছবি আঁকলেন তাঁরা হলেন- বাংলাদেশের শাহাবুদ্দিন আহমেদ, জামাল আহমেদ, রোকেয়া সুলতানা, আহমেদ শামসুদ্দোহা, শেখ আফজাল হোসেন, সৈয়দ হাসান মাহমুদ, আতিয়া ইসলাম, কনক চাপা চাকমা, আনিসুজ্জামান, শাহজাহান আহমেদ বিকাশ ও দুলালা চন্দ্র গাইন এবং ভারতের গণেশ হালুই, বাদল পাল, ইশা মোহাম্মদ, শ্যামশ্রী বসু, শুভাপ্রসন্ন, ওয়াসিম কাপুর, সোহিনী ধর, মনোজ দত্ত, আদিত্য বসাক, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্র ভট্টাচার্য, ছত্রপতি দত্ত ও অতিন বসাক।

#

মোফাকখারুল/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩১

**জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী**

**উপলক্ষে হাতিরঝিলে বর্ণিল অনুষ্ঠান সম্পন্ন**

ঢাকা, ২৭ পৌষ (১১ জানুয়ারি) :

  অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, সরকারের একটাই লক্ষ্য বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন হলেই দেশ উন্নত হবে। বঙ্গবন্ধু আমাদের একটা স্বাধীন দেশ দিয়েছেন, আমাদের নিজস্ব পরিচয় দিয়েছেন। দেশের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচনা বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই। তার হাত ধরেই সংবিধান পেয়েছি।

আজ ঢাকায় হাতিরঝিলের এমফিথিয়েটারে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে  আয়োজিত অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এই  আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে  অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)। অনুষ্ঠান থেকে একযোগে বাংলাদেশের সকল উপজেলায় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে উৎসব পালন ও বর্ণিল আতশবাজি করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস ও বর্তমান সরকারের  উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানে।

অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের জীবনে বেদনার দিন একটাই বঙ্গবন্ধুকে হারাতে হয়েছে । বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া কাজ সম্পন্ন করতে হবে।  জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে আমাদের মধ্যে আজীবন বাঁচিয়ে রাখতে তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে।

#

গাজী তৌহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/রশীদ/২০২০/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫

**মুজিববর্ষের ক্ষণ গণনার উদ্বোধন**

**বছরব্যাপী মুজিব জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান আয়োজনের ঘোষণা রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমার**

নিউইয়র্ক, ১১ জানুয়ারি :

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে জাতিসংঘকে সম্পৃক্ত করে বছরব্যাপী নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে মর্মে ঘোষণা দিলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

গতকাল জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদ্যাপন এবং মুজিববর্ষের ক্ষণ গণনার উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন রাষ্ট্রদূত।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এরপর জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। স্থায়ী প্রতিনিধির বক্তব্য শেষে রাজধানী ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষণ গণনা অনুসরণ করে নিউইয়র্কস্থ স্থায়ী মিশনেও জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনার উদ্বোধন করা হয়।

স্থায়ী প্রতিনিধি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘১৯৭২ সালে জাতির পিতার স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের এই দিনটি নিছক ফিরে আসা ছিল না, সেটি ছিল স্বাধীনতার পূর্ণতা প্রাপ্তি’। জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের এই শুভদিনে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অভিহিত করে তিনি বলেন, ‘জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী বা মুজিববর্ষ শুধু আনুষ্ঠানিকতাই নয়, এটি একটি দর্শন। এই দর্শন আমরা চর্চা করবো, আমার চিন্তায় ও মননে প্রোথিত রাখবো; এই দর্শন ধারণ করে আমরা দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করবো’।

স্থায়ী প্রতিনিধির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় মিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

স্থায়ী মিশন, নিউইয়র্ক/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২২

**মুজিববর্ষে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আধুনিক জব পোর্টাল চালু করা হবে**

**-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক**

ঢাকা, ২৭ পৌষ (১১ জানুয়ারি) :

  তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আইসিটি বিভাগ হতে মুজিব বর্ষে একটি আধুনিক জব পোর্টাল  চালু করা হবে। এর মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষম তার যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির আবেদন করতে পারবেন। অন্যদিকে বিভিন্ন চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান ভিডিও কলের মাধ্যমে দেশের বা বিদেশের যে কোনো স্থান থেকে ইন্টারভিউ গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়াও বিশেষভাবে সক্ষমদের সাথে চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ সৃষ্টি হবে ।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় আগারগাঁওস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো মিলনায়তনে ‘প্রতিবন্ধীদের চাকুরি মেলা ২০২০’ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমর্ন্ত্রী বলেন, সরকার বিশেষভাবে সক্ষমদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে ‘প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন’ প্রণয়ন-সহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

  প্রযুক্তির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন বৈষম্য দূর করা সম্ভব উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের ২৮টি হাইটেক পার্কে ‘ডিজিটাল সার্ভিস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার’ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে বিশেষভাবে সক্ষমগণ প্রশিক্ষণের জন্য অগ্রাধিকার পাবেন ।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের  সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক কে এম আব্দুস সালাম এবং দেশীয় এনজিও সিএস আইডি এর নির্বাহী পরিচালক খন্দকার জহিরুল আলম ও প্রকল্প পরিচালক এনামুল কবির ।

#

শহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২০

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত পোস্টকার্ড পাঠাবে ডাক বিভাগ**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশজুড়ে বিস্তৃত ৯হাজার ৮শত ৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে চার কোটি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতের লেখা শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত পোস্টকার্ড পাঠাবে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ। এছাড়া ডাক বিভাগে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক স্ট্যাম্পগুলো বঙ্গবন্ধুর ছবিযুক্ত হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবনের কালানুক্রম অনুসরণ করে ১০০টি ছবিকে আর্টওয়ার্কে রূপান্তরের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। এই উপলক্ষে গোল্ড ফয়েল যুক্ত পোস্টকার্ডও প্রকাশ করা হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় জিপিওতে মুজিবশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনায় ডাক বিভাগের ব্যবস্থাপনায় দু’টি ডিজিটাল ডিসপ্লে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা জানান। মন্ত্রী এর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনার জাতীয় কর্মসূচির উদ্বোধনের পরবর্তী সময়ে টঙ্গিতে টেলিফোন শিল্পসংস্থা কার্যালয়, গুলশানে টেলিটক সদর দপ্তর এবং ঢাকার পরিবাগে বিটিসিএল সদর দপ্তরে পৃথক পৃথকভাবে ক্ষণগণনার ডিজিটাল ডিসপ্লে উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ডাকে যুদ্ধে গিয়েছি, দেশ স্বাধীন করেছি। কিন্তু যার অঙ্গুলি হেলনে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সেই বিজয়ের দিনও তিনি পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। ৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি দেশে ফিরলেন কিন্তু পরিবারের কাছে না গিয়ে তিনি আসলেন রেসকোর্স ময়দানে জনতার কাছে। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় তাকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশকে পাকিস্তানের ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে আরো বিশ বছর আগে বাংলাদেশ সোনার বাংলায় পরিণত হতো। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা আজ তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বের ফলে বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা -কর্মচারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, যার যার অবস্থান থেকে আমরা যদি সঠিকভাবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করি তবে ডাক বিভাগ, টেলিটক, টেশিস, বিটিসিএল, বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল লিমিটেড-সহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন প্রতিটি সংস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব নূর- উর- রহমান এবং ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সুধাংশু শেখর ভদ্র বক্তৃতা করেন। বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মশিয়ুর রহমান, টেলিটক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন-সহ অধীনস্থ সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৯

**কলকাতায় সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হলো বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের ক্ষণ গণনা**

কলকাতা (ভারত), ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন কলকাতায় সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালনের ক্ষণ গণনা।

কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন আজ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের প্রতীকী বিমান অবতরণের মাধ্যমে শুরু হওয়া জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা অনুষ্ঠান অনুসরণের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। উপ-হাইকমিশনের ‘বাংলাদেশ গ্যালারি’-তে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ‘মুজিববর্ষের ক্ষণ গণনা’ উদ্বোধন জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে বিটিভি কর্তৃক সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উপস্থিত দর্শকরা উপভোগ করেন।

এরপর উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসানের সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করেন উপ-হাইকমিশনের প্রথম সচিব (প্রেস) মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল ও প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) শামীমা ইয়াসমীন স্মৃতি। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা পদকপ্রাপ্ত তৎকালীন আকাশ বাণীর সংবাদকর্মী পঙ্কজ সাহা।

সভাপতির বক্তবে উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিবসটি বাংলাদেশের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশের ফিরে আসার মধ্যেই নিহিত ছিল স্বাধীনতার পরিপূর্ণতা।

#

মোফাকখারুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৭

**ভিয়েতনামে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবাসন দিবস এবং জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা উদ্‌যাপন**

হ্যানয় (ভিয়েতনাম), ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

আজ ভিয়েতনামের হ্যানয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণ গণনার উদ্বোধন যথাযোগ্য মর্যাদায় ও উৎসাহ উদ্দীপনায় উদ্‌যাপন করা হয়।

এ উপলক্ষে রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ চ্যান্সারি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে দিবসটির সূচনা করেন। দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণ গণনার উদ্বোধনের মুহুর্তে হ্যানয়স্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দিনটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যগণ, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা-সহ সকল শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

রাষ্ট্রদূত দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বাংলাদেশের ইতিহাসে এ দিবসের তাৎপর্য এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, জাতির পিতা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণশক্তি। তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মরণ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই বিজয়ের পূর্ণতা লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গত এক দশকে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ এবং ইতোমধ্যে যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে, রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে আলোকপাত করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে রোল মডেল। ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে এ-আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শণীর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণ গণনা মুহুর্তের সাথে একযোগে বাংলাদেশ দূতাবাস হ্যানয়ে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়।

#

রেজা/মাহমুদ/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬

**ইসলামাবাদে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা উদ্‌যাপিত**

ইসলামাবাদ (পাকিস্তান), ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনার উদ্বোধন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর্যের সাথে পালন করেছে। এ উপলক্ষে হাইকমিশনের চান্সারি ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অন্যান্য অতিথি এতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন হাইকমিশনার ও হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বে হাইকমিশনার তারিক আহসান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের সাথে মিল রেখে ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসও ক্ষণগণনার প্রতীকী উদ্বোধন করছে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবাসন দিবস থেকে ক্ষণগণনা শুরু করাটি ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ; কেননা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয়ের পর সসম্মানে ইসলামাবাদ থেকেই বঙ্গবন্ধু স্বদেশের উদ্দেশে রওনা হন।

এরপর জাতির পিতা ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি প্রামাণ্য ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

শহীদুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৫

**বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উপলক্ষে নওগাঁয় বর্ণাঢ্য মোটর শোভাযাত্রা**

নওগাঁ, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা শুরু উপলক্ষে আজ সকালে নওগাঁয় বর্ণাঢ্য মোটর শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ ও জেলা প্রশাসনের যৌথ আয়োজনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

সকাল ৭:৩০টায় শহরের এটিএম মাঠ থেকে মোটর শোভাযাত্রাটি বের হয়। দুই শতাধিক গাড়ি ও মোটর সাইকেল নিয়ে এ শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন নওগাঁ-১ আসনের সাংসদ ও খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। এছাড়াও জেলা প্রশাসক হারুন-অর-রশীদ, পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান মিয়া, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জিএম ফারুক হোসেন পাটোয়ারী-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং মুক্তিযোদ্ধারা এ শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রাটি নওগাঁ শহর থেকে প্রধান সড়ক ধরে বদলগাছী, পত্নীতলা, সাপাহার, পোরশা, নিয়ামতপুর ও মান্দা উপজেলা হয়ে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পুনরায় নওগাঁ শহরে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রাটি যাওয়ার পথে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-সহ বিভিন্ন স্থরের মানুষ মোড়ে মোড়ে রাস্তার দু’পাশে দাঁড়িয়ে ফুল ছিটিয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

শোভাযাত্রাটি যাওয়ার পথে খাদ্যমন্ত্রী নজিপুর পৌরসভার জিরোপয়েন্ট, সাপাহার উপজেলার সদর, পোরশার সারাইগাছী মোড় ও নিয়ামতপুর উপজেলা সদর-সহ বিভিন্ন পথসভায় বক্তব্য রাখেন।

বিকেলে ঢাকায় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ নওগাঁ শহরের মুক্তির মোড় অস্থায়ী মঞ্চে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ঢাকায় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে নওগাঁয় মুক্তির মোড়ে স্থাপিত ক্ষণগণনার ডিজিটাল ঘড়িটিও চালু করা হয়। পরে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মুক্তির মোড়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় খাদ্যমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, দেশের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে ত্যাগ-তিতীক্ষা তা আজকের তরুণ প্রজন্মের অনেকেই সঠিকভাবে জানে না। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করা যায় না। তাই তরুণ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে এ আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেন।

#

সুমন/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬

**জনশুমারি ও গৃহগণনায় নিখুঁত তথ্য দিতে হবে**

**-- পরিকল্পনা মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, জনশুমারি ও গৃহগণনায় পূর্বের চেয়ে আরো নিখুঁত তথ্য জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। এখানে আপস চলবে না।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর সম্মেলন কক্ষে জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ বিষয়ক এক কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, গণনার কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারাই গণনার কাজ করবে তাদের কাজগুলো সঠিকভাবে মনিটরিং করতে হবে যাতে এই গণনার কাজে কেউ বাদ না পড়ে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এবং ইউএনএফপিএ'র প্রতিনিধি ড. আশা টেরকেলসন৷

উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে দেশের ষষ্ঠ ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা’র ক্ষণগণনা (কাউন্ট ডাউন) শুরু হবে আগামী ১৭ মার্চ। দেশব্যাপী জনশুমারির মূল গণনা ২০২১ সালের ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে চলবে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।

#

শাহেদ/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮৫৫ ঘণ্টা

Handout Number : 93

**Prime Minister’s message on the occasion of countdown of celebration**

**of the birth centenary of Bangabandhu**

Dhaka, 9 January :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman :

"I extend my greetings to the countrymen on the occasion of launching of the Countdown Programme of the celebration of birth centenary of the greatest Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The countdown starts on 10 January-the homecoming day of the Father of the Nation. Through the grand inauguration of the birth centenary of Bangabandhu, the celebrations will commence on 17 March 2020.

On this occasion, I pay my deep homage to the memory of the Father of the Nation. I also recall with profound respect the national four leaders, 3 million martyrs, 200 thousand oppressed women and the valiant freedom fighters, whose supreme sacrifice has brought us independence.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is the name of a courageous and fearless person. The Bangalis had struggled for ages to liberate themselves from the subjugation and oppression but failed. At last, Bangabandhu emerged as an apostle of freedom under whose leadership the Bangalis achieved independence by breaking the shackle of oppression.

Bangabandhu was born for the wellbeing of the people and freedom of the Bangalies. He fought lifelong against the rulers for establishing the rights of the people and their freedom. He had to spend the best period of his life in the dark cell of the jail. He was even ready to sacrifice his life for the sake of the people. His lifelong aspiration was to acquire political independence along with economic emancipation of the people of the country. Despite achieving political freedom, the assassination of Bangabandhu along with his most of the family members by the defeated enemies of the Liberation War on 15 August 1975 stopped the path of achieving economic emancipation.

Overcoming the various obstacles, we have been working to build a 'Golden Bangladesh' as Bangabandhu dreamt of. We have been taking practical plans and implementing those to turn Bangladesh into a middle income country by 2021 and a developed one by 2041. To meet the aspiration of the people, we will certainly achieve our goals, InshaAllah.

We have declared 17 March 2020 to 17 March 2021 as 'Mujib Year' with a view to upholding the life and works of Bangabandhu to the people, especially to the next generation through this glorious celebration. In my consideration ' Bangabandhu' belongs to all. I hope that the celebration of the birth centenary will come to a success by projecting his life and works through different programmes and initiatives taken by all government, non-government offices, organizations, educational institutions as well as pro-liberation political parties and social-cultural organizations.

On the occasion of the celebration of the birth centenary of Bangabandhu, I hope, the countdown watch and the display devices that will depict the life and works of Bangabandhu, will create huge enthusiasm among the people.

I wish all out success of the programs taken on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Shakhawat/Parikshit/Zulfiar/Rezzakul/Asma/2020/1330 hours

Handout Number : 92

**President's message on the occasion of countdown of celebration**

**of the birth centenary of Bangabandhu**

Dhaka, 9 January :

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman :

"10 January is the Homecoming Day of founder of our independence, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On this day in 1972, Father of the Nation returned to independent and sovereign Bangladesh after 9 months and 14 days of imprisonment in Mianwali Jail in Pakistan. Though we achieved ultimate victory on 16 December in 1971 through armed struggle but the true essence of victory came into being upon returning home of the Father of the Nation. This year birth centenary of the Father of the Nation will be observed throughout the country with due respect. The countdown of the birth anniversary of the Father of the Nation from January 10, 2020 bears great significance in this context.

On the occasion of countdown of the celebration of birth centenary of founder of our independence, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman I extend my heartfelt thanks and best wishes to my fellow countrymen and all the Bangladeshis living abroad. At this auspicious moment I remember with profound respect and gratitude to the greatest Bengalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at whose call the people from all rank and file joined liberation war. We got independence through nine months-long bloody-war which was fought under the able leadership and direction of Bangabandhu. The celebration of his birth centenary is a glorious event in our national life. I urge the countrymen to come forward to commemorate the birth centenary and the golden jubilee celebrations of our great independence in 2021.

With a view to celebrate the birth centenary throughout the year in home and abroad, the Government has declared March 17, 2020 to March 17, 2021 as 'Mujib Year'. This is an extraordinary opportunity for the nation to pay deep respect and gratitude to Bangabandhu. I believe that through the celebration of Mujib Year, the young generation will be able to know the life and works of Bangabandhu and being inspired by his ideals they will be able to contribute to build Golden Bangla.

I wish all out success of all the programmes taken on the birth anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Azad/Parikshit/Zulfikar/Asma/2020/1330 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯১

**বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা**

**উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধন উপলক্ষে সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ১০ জানুয়ারি জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন হতে এই ক্ষণগণনা শুরু হবে। আর ১৭ মার্চ ২০২০ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালা।

এ উপলক্ষে আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোন এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে, যাঁদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সাহসী অগ্নিপুরুষের নাম। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যুগে যুগে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, কিন্তু সফল হতে পারেনি। অবশেষে বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে মুক্তির দূত হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি শেষ পর্যন্ত পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করে।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল মানুষের কল্যাণের জন্য- বাঙালির মুক্তির জন্য। মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির লক্ষ্যে শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন লড়াই করেছেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। এমনকি জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর আজীবনের আরাধ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ রুদ্ধ করে দেয়।

অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জনগণের রায়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হবোই, ইনশাআল্লাহ।

জাতির জন্য গৌরবময় এই উদ্‌যাপনে আপামর জনসাধারণ- বিশেষ করে আগামী প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুলে ধরতে আমরা ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করেছি। আমি মনে করি, ‘বঙ্গবন্ধু’ সকলের। কাজেই সকলের কাছে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুলে ধরতে সরকারি-বেসরকারি সকল দপ্তর, সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল করে তুলবে -এ আমার প্রত্যাশা।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে সারাদেশে স্থাপিত ক্ষণগণনার ঘড়ি এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম তুলে ধরতে স্থাপিত ডিসপ্লেগুলো জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে বলে আমি আশা করি।

আমি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৪২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯০

**বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে**

**রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী কারাগারে বন্দিজীবন শেষে ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই এ বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। এ বছর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে। এ প্রেক্ষাপটে ১০ জানুয়ারি ২০২০ থেকে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচি উপলক্ষে আমি দেশবাসী ও প্রবাসে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের আপামর জনসাধারণ মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনায় দীর্ঘ নয়মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। তাই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন আমাদের জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় অধ্যায়। জন্মশতবার্ষিকীর মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় রাখতে ও ২০২০ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযথভাবে উদ্‌যাপনে এগিয়ে আসতে আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বছরজুড়ে দেশ-বিদেশে সাড়ম্বরে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৪৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৭

**উদ্বোধন করা হলো মুজিববর্ষ অ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশিপ**

ঢাকা, ২৩ পৌষ (৭ জানুয়ারি) :

কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে আজ প্রধান অতিথি হিসেবে মুজিববর্ষ অ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে ক্রীড়াঙ্গনকে সাজানো হয়েছে নানা বর্ণিল কর্মসূচি দিয়ে। এ বছর আয়োজিত হবে প্রায় ১০০টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। এরই ধারাবাহিকতায় আজ শুরু হচ্ছে স্বাগতিক বাংলাদেশ-সহ ৮টি দেশ নিয়ে মুজিববর্ষ অ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশিপ।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় অ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশিপকে মুজিববর্ষ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

স্বাগতিক বাংলাদেশ-সহ আটটি দেশের ২০৫ জন গলফার অংশ নিচ্ছেন এই প্রতিযোগিতার। দেশগুলো হচ্ছে- আফগানিস্তান, ইরান, চীন, নেপাল, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও ভুটান।

বুধবার থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টের পর্দা নামবে ১১ জানুয়ারি।

#

আরিফ/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৬

**জয় বাংলা স্লোগানকে তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ২৩ পৌষ (৭ জানুয়ারি) :

জয় বাংলা সেøাগানকে তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে আহ্বান জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। পাশাপাশি স্বাধীনতা বিরোধীদের কাছ থেকে দেশকে রক্ষা করতে মুক্তিযুদ্ধে স্বপক্ষের শক্তিকে সর্তক থাকারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রী আজ কুষ্টিয়ার কুমাখালী উপজেলার বাঁশশগ্রাম আলাউদ্দিন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের রজতজয়ন্তী উদ্যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালে জামায়াতে ইসলামি, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস সদস্যরা পাকহানাদার বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে এদেশের মুক্তিকামী মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। তারা মা-বোনদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে। তাদের ভূমিকা পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ করতে হবে। তা না হলে মানুষ ইতিহাস ভুলে যাবে। ভুলে গেলে দেশপ্রেম থাকবে না।

তিনি আরো বলেন, এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে সারাদেশে ১৪ হাজার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হবে। প্রতিটি বাড়ি নির্মাণে ১৬ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে।

উল্লেখ্য এর আগে মন্ত্রী কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় অবস্থিত বংশিতলা স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তর্বক অর্পণ ও দুর্বাচারায় শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ।

#

মারুফ/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৫

**টুঙ্গিপাড়ায় স্কুল মিল কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ), ২৩ পৌষ (৭ জানুয়ারি) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন আজ টুঙ্গিপাড়ায়  মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে একদিন অন্তর রান্না করা খাবার ও উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ  স্কুল মিল কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ফলে দেশের ১৬টি উপজেলার ২ হাজার ১৬৬টি বিদ্যালয়ের ৪ লাখ ১০ হাজার ২৩৮ জন শিক্ষার্থীরা এ কার্যক্রমের আওতায় আসলো। আগামী ২০২০-২০২১ অর্থবছর থেকে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং প্রকল্পের  আওতায় আনার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

    গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আকরাম- আল-হোসেন।

    প্রতিমন্ত্রী বলেন, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প ২০১০ সালে শুধু গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলায় শুরু হয়। বর্তমানে ১০৪ টি উপজেলায় ২৮ লাখ ৭৫ হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে প্রতি স্কুল দিবসে উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দৈনিক ৭৫ গ্রাম  ফর্টিফাইড বিস্কুট কার্যক্রম চলমান আছে।

   প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধ, শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখা এবং শিক্ষার মান বাড়াতে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল মিল  কার্যক্রমটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

  এর আগে প্রতিমন্ত্রী টুঙ্গিপাড়ায় গিমাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার উদ্বোধন করেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১

**বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ট্রাস্টি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৩ পৌষ (৭ জানুয়ারি) :

কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও অনুকরণীয় অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার’ আগের ন্যায় ১৪২৪ বঙ্গাব্দের পুরস্কার দেয়া হবে। মোট ২শ’ ৮৫টি আবেদনের মধ্য হতে সর্বশেষ ৪০টি আবেদনের মধ্য হতে ৩২ জন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে আজ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ট্রাস্টি বোর্ডের ৫ম সভায় এসব তথ্য জানানো হয়।

সরকার খাদ্য উৎপাদনের জন্য আধুনিক, উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারকে শক্তিশালী করেছে। এছাড়া খাদ্য উৎপাদন খরচ হ্রাস করার জন্য সারের মূল্য একাধিকবার কমানো হয়েছে। কৃষি শতভাগ যান্ত্রিকীকরণ কাজ এগিয়ে চলছে। এর ফলে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্জন করা-সহ ইতিমধ্যে রপ্তানিও করেছে বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য পরিবশে, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিবৃন্দ এবং বঙ্গবন্ধু চেয়ার এর অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৮

**‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বছরব্যাপী কর্মসূচি**

ঢাকা, ২২ পৌষ (৬ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এক আলোচনা সভা আজ ঢাকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এতে সভাপতিত্ব করেন।

মন্ত্রী ‘মুজিববর্ষ’ এর সকল কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর অবদান যাতে সকলের নিকট তুলে ধরা যায় সে লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সেই সাথে মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থার সকল কর্মকর্তার আন্তরিকতা সহযোগিতা-সহ সংস্থাগুলো যে কর্মসূচি গ্রহণে করে সেগুলো যাতে সারা দেশে যথাযথভাবে ও যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি অধীনস্থ সংস্থার কর্মপরিকল্পনা দ্রুত প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও নির্দেশ প্রদান করেন।

‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বছরব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মেসেজ, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্নার তৈরি, সকল অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য সেন্ট্রালি ডিসপ্লের ব্যবস্থা, লাইট এন্ড সাউন্ড শো এর মাধ্যমে পুরো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা, বঙ্গবন্ধু জীবনী নিয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রবেশ পথে বা প্রধান ফটকে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড প্রদর্শন করা। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ওপর রচনা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক ও মুক্তিযুদ্ধের ছবি প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধু ডাকটিকিট ও মুদ্রা প্র্রদর্শনী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক রচনা, কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন, মন্ত্রণালয়াধীন সংস্থা প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

বিবেকানন্দ/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে**

**প্রবেশের জন্য দর্শকদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু**

ঢাকা, ২১ পৌষ (৫ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সর্বসাধারণের উপস্থিতির সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে গণমাধ্যমকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়।

প্রেস ব্রিফিংয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এবং শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর উপস্থিতিতে প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী গণমাধ্যমকে এ বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত করেন।

প্রধান সমন্বয়ক উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দকে অবহিত করেন যে, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এ ঐতিহাসিক মূহুর্তের অংশীদার হতে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের এই কার্যক্রম আগামীকাল ৬ জানুয়ারি বিকাল ৩টা হতে ৭ জানুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। আসন সংখ্যা খালি থাকা সাপেক্ষে সফলভাবে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নকারীগণ অনুষ্ঠানে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। এ জন্য িি.িবাবহঃ.সঁলরন১০০.মড়া.নফ এই ওয়েবপেইজে সংযোজিত ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ফরমে আবেদনকারীর নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, মোবাইল নম্বর, ইমেইল ঠিকানা যথাযথভাবে পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য, আগামী ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন।

#

নাসরীন/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫

**সরকারি হাসপাতালে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্বাস্থ্য সহায়তা কেন্দ্র চালু করা হবে**

**--স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ পৌষ (৫ জানুয়ারি) :

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে স্মরণীয় করে রাখতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সকল হাসপাতালে স্বাস্থ্য ও তথ্য সহায়তা নিশ্চিত করতে আলাদা করে একটি বঙ্গবন্ধু কর্নার নামে ‘হেলপ সেন্টার’ চালু করা হবে। এর পাশাপাশি দেশের সকল সরকারি ক্লিনিক, হাসপাতালে প্রায় ২০ হাজার গাছও লাগানো হবে।’

আজ সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত কর্মপরিকল্পনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

সভায় প্রাথমিকভাবে প্রতিটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অন্তত একটি করে দীর্ঘজীবী গাছ রোপণ, পরিচ্ছন্ন হাসপাতাল কর্মসূচি গ্রহণ, প্রত্যেক হাসপতালে স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য হেলপ ডেস্ক স্থাপন, ঢাকায় ৫টি বড় হাসপাতালে সমন্বিত জরুরি বিভাগ চালুকরণ এবং বিভাগীয় হাসপাতাল ও দেশের বৃহত্তর হাসপাতালগুলোর প্রতিটিতে কিডনি, ডায়ালাইসিস চালু করতে উদ্যোগের ব্যাপারে সভায় একাত্মতা ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি দেশের ৮টি বিভাগে শিশুদের জন্য বিনামূল্যে ইনস্যুলিন প্রদান করার ব্যাপারেও উদ্যোগ নেয়া হবে বলে সভায় জানানো হয়।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আলী নূর, অতিরিক্ত সচিব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, মোঃ হাবিবুর রহমান খান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম এনায়েত হোসেন-সহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

#

মাইদুল/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, চলতি ২০২০ সালের ১৭ মার্চ হতে আগামী ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত সময়কাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষ হিসাবে পালিত হবে। মুজিববর্ষ শুরুর দিনক্ষণ গণনার জন্য আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে কাউন্টডাউন শুরু করা হবে। আগামী ৭ মার্চ হতে ২৬ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত একটানা ২০ দিন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ৮০ ঘণ্টার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হবে। হাতিরঝিল এম্পিথিয়েটার ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চে দু’টি ভেন্যুতে শিল্পের বিভিন্ন শাখা যথা- সংগীত, নৃত্য, নাটক, আবৃত্তি, চিত্রকলা, যাত্রাপালা প্রভৃতি বিষয়ে ৩৩২টি শো তথা পরিবেশনা থাকবে। তাছাড়া সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে মুজিববর্ষব্যাপী বিস্তারিত সাংস্কৃতিক আয়োজন থাকবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে ছায়ালোক মিডিয়া স্টেশন আয়োজিত মিউজিক্যাল ফিল্ম সোনার বাংলার উদ্বোধনী প্রদর্শনী, জন্মশতবর্ষের অঙ্গীকার বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা এবং গুণিজন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যে কোনো জাতির সমস্যা-সংকটে সঠিক পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান সংস্কৃতিকর্মীরা। বাংলাদেশের মহান ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন-সহ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছে এ দেশের শিল্পীসমাজ ও সংস্কৃতিকর্মীরা। তিনি আরো বলেন, শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের পক্ষ হতে বিশিষ্ট শিল্পী ও সংস্কৃতিজনদের তথা ক্যালচারালি ইম্পরটেন্ট পারসন (সিআইপি) হিসাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির যে দাবিটি এসেছে সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

#

ফয়সল/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ০৭

**শ্রম ভবনে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ উদ্বোধন**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

মুজিব বর্ষকে সামনে রেখে শ্রম ভবনে বঙ্গবন্ধু চর্চায় “বঙ্গবন্ধু কর্নার” উদ্বোধন করলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বিজয় নগরে শ্রম ভবনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে প্রধান অতিথি হিসেবে এ কর্নার উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, কর্ম ও আদর্শের ওপর শতাধিক বই, ডকুমেন্টারি, ভিডিও-সহ বিভিন্ন বিষয়ের আড়াই হাজার বইয়ের বিরাট সংগ্রহশালা তৈরি করা হয়েছে।

উদ্বোধনকালে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ওপর লিখিত বইগুলো পড়ে বঙ্গবন্ধুকে ভালভাবে জানা এবং তাঁর কর্ম ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারা যাবে। বর্তমান সরকার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর চেতনা বুকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুকে চর্চার মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০৪১ সালের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী প্রজন্মের জন্য ২১০০ সালে বিশ্বের এক নম্বর উন্নত দেশ গড়তে চায়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করছে সরকার। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে কোন প্রকার শিশুশ্রম থাকবে না। সকল শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও শোভন কর্মক্ষেত্রর নিশ্চিত করা হবে।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী ফিতা কেটে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করেন এবং মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কেক কাটেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম, অতিরিক্ত সচিব মোল্লা জালাল উদ্দিন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মোঃ জয়নাল আবেদীন, শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, শ্রমিক নেতা আব্দুস সালাম খান-সহ অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ।

#

আকতারুল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ০১

**বিদেশে মুজিববর্ষ পালনের নির্দেশনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন গতকাল বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনপ্রধানদের কাছে লেখা এক পত্রে স্বাগতিক দেশের সরকার, সুশীলসমাজ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে বিদেশে মুজিববর্ষ পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন।

ড. মোমেন বলেন, মুজিববর্ষ পালন আমাদের জন্য শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি আমাদের জাতীয় পরিচয়,  বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একক ভূমিকার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুলে ধরার একটি বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে মুজিববর্ষ, উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বিশ্বের সকল দেশেরসরকার, ব্যবসায়ীমহল, সুশীলসমাজ এবং জনগণের কাছে বাংলাদেশের সাফল্যসমূহ তুলে ধরার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মিশনসমূহকে নির্দেশনা দেন তিনি।

ড. মোমেন উল্লেখ করেন, চলতি বছরে আমাদের প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ এবং অচিরেই বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশের কোটা স্পর্শ করবে। গতদশকে বাংলাদেশের জিডিপি ১৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে সাড়ে তিনগুণ এবং বর্তমানে তা প্রায় ২ হাজার মার্কিন ডলার। বর্তমানে আমাদের জিডিপি ৩০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৯ সালে ছিলো ১০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে আজ ৪০ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঊর্ধ্বে। গত দেড়দশকে বিনিয়োগ-জিডিপির শতকরা হার ২৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য হয়েছে।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৫৪৮ ঘণ্টা